মাকায়িদুশ শাইতান ও যাম্মুল মালাহি গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ

শয়তানের চক্রান্ত

ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া রহ.
(২০৮ হি. - ২৮১ হি.)

শরীফুল ইসলাম ও আব্দুল্লাহ ওসমান
অনূদিত

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
সম্পাদিত

আসসুন্নাহ
মাকতাবাতুল আসলাফ

একাদশ অধ্যায় : সমকামিতা (১১৫ - ১১৯)

এই উম্মতের সমকামী হওয়ার আশঙ্কা..... ১১৫

সমকামিতার শাস্তি ১১৫

কামপ্রবৃত্তির বশে আঙুল নিয়ে খেলা ১১৫

সমকামীকে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি দেওয়া..... ১১৫

সমকামীর শাস্তি ১১৬

দুইবার পাথর নিক্ষেপের বিধান ১১৬

সমকামীর শাস্তি হলো ব্যভিচারীর মতো ১১৬

সমকামিতার মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি ১১৬

সমকামিতা হলো অবাধ্যতা ১১৬
সমকামিতার অপবাদ..... ১১৬
মন্দ নামে সম্বোধন ১১৭
অপবাদের শাস্তি ১১৭
সুশ্রী বালকদের দিকে তাকানো ১১৭
সুশ্রী বালকের সংস্পর্শ ১১৭
শ্মশ্রুবিহীন বালকের সাথে রাত্রি যাপন ১১৭
তিন স্তরের সমকামী ১১৮
সমকামিতার পাপ অত্যন্ত মারাত্মক ১১৮
সমকামীকে পাথর নিক্ষেপ ১১৮
সমকামীকে প্রস্তাঘাতে শাস্তি দেওয়া ১১৮
ধনাঢ্যদের ছেলেপেলের সাথে না বসা ১১৮
সমকামীকে আগুনে পোড়ানো ১১৮
সমকামী অপবাদের শাস্তি ১১৯

দ্বাদশ অধ্যায় : নারী সমকাম (১২০ - ১২৩)

মহিলাদের পরস্পর সমকামিতা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত..... ১২০
সমকামিতার শাস্তি কী হবে? ১২০
প্রত্যেকেই যার যার পাপের শাস্তি ভোগ করা ১২১
লূত সম্প্রদায়ের চরিত্র ১২১
ব্যভিচারিণীর শাস্তি ১২১
পুরুষদের সমকাম ১২২
সমকামীদের প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা ১২৩

ত্রয়োদশ অধ্যায় : পুরুষ সমকাম (১২৪ - ১২৫)

সমকামিতার শাস্তি ১২৪

লূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া..... ১২৪
শূকর ও গাধা শুধু অপকর্ম করে ১২৪
সমকামীর উপর আল্লাহর লানত ১২৫
সমকামীর শাস্তি ১২৫

একাদশ অধ্যায় : সমকামিতা

এই উম্মতের সমকামী হওয়ার আশঙ্কা

১১৫. জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ مِنْ أَخْوَفِ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

"এই উম্মত কিংবা (তিনি বলেছেন) আমার উম্মতের উপর আমি সবচেয়ে ভয় করি লূত সম্প্রদায়ের কাজ।" [১১৪] *(অর্থাৎ সমকামিতা)*

সমকামিতার শাস্তি

১১৬. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যারা সমকামিতা করে, তাদের ব্যাপারে বলেছেন-

يُقْتَلُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ

"সমকামী উভয়কেই হত্যা করা হবে।" [১১৫]

কামপ্রবৃত্তির বশে আঙুল নিয়ে খেলা

১১৭. সালম বিন কুতাইবা বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি যদি ছোট ছেলের পায়ের দুই আঙুলের মাঝেও নিরর্থক খেলা করে, তবে সেও সমকামী বলে বিবেচিত হবে।'

সমকামীকে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি দেওয়া

১১৮. কাসেম বিন ওয়ালীদ তার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সমকামীকে পাথর নিক্ষেপের শাস্তি দিয়েছেন।'

---

[১১৪] *আস-সুনান*, ইমাম তিরমিযী : ১৪৫৭; হাদীস হাসান

[১১৫] *আস-সুনান*, ইমাম আবু দাউদ : ৪৪৬২, ইমাম তিরমিযী : ১৪৫৬; সহীহ

সমকামীর শাস্তি

১১৯. আবু নাযরা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হলো, 'সমকামীর শাস্তি কী?'

তিনি বললেন, 'শহরের সবচেয়ে উচু দালানের উপর থেকে নিচে ফেলে দিয়ে পাথর মেরে তাকে হত্যা করা।'

দুইবার পাথর নিক্ষেপের বিধান

১২০. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কারও জন্য যদি দুইবার পাথর নিক্ষেপের বিধান হওয়ার থাকত, তা হলে সমকামীর জন্য হতো।

সমকামীর শাস্তি হলো ব্যভিচারীর মতো

১২১. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সমকামীর শাস্তি হলো ব্যভিচারীর শাস্তির মতোই।

সমকামিতার মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি

১২২. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সমকামিতার মিথ্যা অপবাদ দেয়, তা হলে (ব্যভিচারের) অপবাদ দেওয়ার শাস্তি তার উপর কার্যকর করা হবে।'

সমকামিতা হলো অবাধ্যতা

১২৩. মোহাম্মদ বিন মুসলিম থেকে বর্ণিত, তাউস রাহিমাহুল্লাহকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গম করে। তিনি বললেন, 'এমন কাজ কুফুরি, অবাধ্যতা। লূত সম্প্রদায় এ কাজ শুরু করেছে। প্রথমে পুরুষরা মহিলাদের সাথে এমন কাজ করত, তারপর পুরুষে পুরুষে শুরু করা শুরু হয়।'

সমকামিতার অপবাদ

১২৪. সাঈদ বিন আবু আরুবা থেকে বর্ণিত, আবদু রাব্বিহি বিন ইয়াজিদ নামক ব্যক্তি ফারকাদ রাহিমাহুল্লাহকে সমকামী বলে সম্বোধন করল। ফারকাদ গিয়ে হাসান বসরী

ও ইবনু সিরীন রহিমাহুমাল্লাহর কাছে অভিযোগ করলে তারা বললেন, 'তার পিতা তো ভালো মানুষ ছিলেন। যদি আসলেই সে তোমাকে বলে থাকে তুমি সমকামিতা করেছ, তা হলে তাকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি দেওয়া হবে।'

মন্দ নামে সম্বোধন

১২৫. ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'মাফুজ' [১১৬] বলে সম্বোধন করলে তিনি তার ব্যাপারে বলেছেন, 'তাকে অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।'

অপবাদের শাস্তি

১২৬. ইয়াহইয়া বিন ওয়ালিদ বলেন, 'আমার সামনে ইবনু আশওয়ার কাছে এক লোককে নিয়ে আসা হলো। সে অন্য একজনকে মাফুজ বলে সম্বোধন করেছে। তিনি তাকে অপবাদের শাস্তি প্রয়োগের হুকুম দিলেন।'

সুশ্রী বালকদের দিকে তাকানো

১২৭. অনেক তাবেয়ীদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তারা সুশ্রী বালকদের দিকে পুরুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকানো অপছন্দ করতেন।

সুশ্রী বালকের সংস্পর্শ

১২৮. বাকিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, জনৈক তাবেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'কোনো দরবেশের কাছেও যদি সুশ্রী বালক বসে, তার ব্যাপারে আমি ক্ষতিকারক হিংস্র জন্তু থেকেও বেশি আশঙ্কা করি।'

শ্মশ্রুবিহীন বালকের সাথে রাত্রি যাপন

১২৯. নাজীব ইবনু সারী বলেছেন, পূর্ববর্তীরা বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যাতে শ্মশ্রুবিহীন বালকের সাথে রাত্রি যাপন না করে।'

---

[১১৬] অর্থাৎ যার সাথে যৌনকর্ম করা সহজলব্ধ

তিন স্তরের সমকামী

১৩০. আবু সাহল বলেছেন, ‘অচিরেই এই উম্মতের মাঝে এমন এক দলের আবির্ভাব হবে, যাদেরকে সমকামী বলা হবে। তারা তিন স্তরের হবে- এক. যারা শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখবে; দুই. যারা হাত মিলাবে; তিন. যারা শেষ পর্যায়ের কাজ করে ফেলবে।

সমকামিতার পাপ অত্যন্ত মারাত্মক

১৩১. মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘সমকামীরা যদি আসমান জমিনের সব পানি দিয়েও গোসল করে, তবুও তারা নাপাকই থাকবে।’

সমকামীকে পাথর নিক্ষেপ

১৩২. ইবনু শিহাব বলেছেন, ‘পূর্ব থেকেই নিয়ম চালু আছে, সমকামী বিবাহিত হোক আর না হোক, তাকে পাথর নিক্ষেপ করা হবে।’

সমকামীকে প্রস্তাঘাতে শাস্তি দেওয়া

১৩৩. ইয়াযীদ বিন কায়েস বলেছেন, ‘আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সমকামীকে প্রস্তাঘাতে শাস্তি দিয়েছেন।’

ধনাঢ্যদের ছেলেপেলের সাথে না বসা

১৩৪. হাসান বিন যাকওয়ান বলেছেন, ‘তোমরা ধনাঢ্যদের ছেলেপেলের সাথে বসো না। কারণ, (সেজেগুজে থাকার কারণে) তাদের চেহারা-ছবি মহিলাদের মতো হয়। কুমারী যুবতীদের থেকেও এরা বেশি সম্মোহিত করে।’

সমকামীকে আগুনে পোড়ানো

১৩৫. মোহাম্মদ বিন মুনকাদির থেকে বর্ণিত, খালেদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে চিঠি লিখলেন, ‘শহরের উপকূলে এক লোক পাওয়া গিয়েছে, সে পুরুষের সাথে মহিলার মতো সহবাস করে। তার শাস্তি কী?’

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এই বিষয় নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদেরকে নিয়ে বসলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুও সেখানে ছিলেন। তিনি

বললেন, ‘এটি এমন এক অপরাধ, এক জাতি ব্যতীত অন্য কোনো জাতি এ কাজ করেনি। আল্লাহ তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছেন, তা তো আপনারা জানেনই। আমি মনে করি, তাকে আগুনে পোড়ানো হোক।’

সব সাহাবীরাই এই কথার উপর একমত হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ ব্যক্তিকে আগুনে পোড়ানোর হুকুম দেন। আবুয যুবায়ের ও হিশাম বিন আবদুল মালিকও এসব ব্যক্তিদেরকে আগুনে পোড়াতেন।

সমকামী অপবাদের শাস্তি

১৩৬. ইমাম যুহরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ‘এক ব্যক্তি অপরকে সমকামী বলার কারণে তিনি তাকে (ব্যভিচারের) অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করতে বললেন।’

দ্বাদশ অধ্যায় : নারী সমকাম

মহিলাদের পরস্পর সমকামিতা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত

১৩৭. ওয়াসিলা বিন আসকা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন–

سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنَا بَيْنَهُنَّ

"মহিলাদের পরস্পর সমকামিতা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।" [১১৭]

সমকামিতার শাস্তি কী হবে?

১৩৮. ইবনু শিহাব যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি উরওয়া রাহিমাহুল্লাহর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন সালিম বিন আবদুল্লাহ এসে বলল, গত রাতে আমার কাছে দুজন মহিলা এসে সালাম দিয়ে (কথা বলার) অনুমতি চাইল। ছোটজন বলল, 'কোনো মহিলা যদি আরেক মহিলার পাশে শুয়ে নিজের স্বামীর মতো সুখ নেয়, তার ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

আমি তাকে আগুনে পোড়ানোর কথা বললাম। তারপর এই বিষয় নিয়ে রাতে চিন্তা করতে করতে আমার ইশার নামাজ ছুটে যাওয়ার উপক্রম হলো। মনে মনে চিন্তা করলাম, একই লিঙ্গের একে অপরের সাথে অপকর্ম করার কারণে এক জাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই মনে মনে ঠিক করলাম, যদি আমি বিচার করি, তাদেরকে পাথর নিক্ষেপ করব। তখন উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'যদি আমার হাতে কর্তৃত্ব থাকত, আমি তাদেরকে বেদম প্রহার করে আমার দেশ থেকে বের করে দিতাম।'

যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যখন আমার বয়স বাড়ল আর অভিজ্ঞতা হলো, তখন বুঝলাম, উরওয়া রাহিমাহুল্লাহ যা বলেছেন, তা-ই সঠিক।'

উসমান বিন ইয়ামান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'সালিম রাহিমাহুল্লাহর প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার মতো গ্রহণীয় নয়। দেশান্তর করার মতোও অত্যাবশ্যকীয় কিছু নয়।'

---

[১১৭] *মুসনাদ*, ইমাম আবু ইয়ালা : ৭৪৯১; শুয়াবুল ঈমান, ইমাম বাইহাকী : ৪/৩৭৬

১৩৯. জাফর বিন মোহাম্মদ বিন আলী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তার কাছে কুরআনের পাঠক দুজন মহিলা এসে বলল, 'নারীর সমপ্রেমে লিপ্ত হওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে কোনো কথা পেয়েছেন?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এরা হলো ঐ সকল মহিলা, যারা তুব্বা বাদশার শাসনামলে ছিল। এরা কূয়াবাসী। তাদের জন্য জাহান্নামে সত্তরটি আগুনের জামা হবে। তাদেরকে আগুনের বড় চাদর, ফিতা, টুপি, মুজা পরিধান করানো হবে। এগুলোর উপর আবার আগুনের মোটা শক্ত কাপড় জড়িয়ে দেওয়া হবে।'

এরপর জাফর রাহিমাহুল্লাহ বললেন, 'তোমাদের মহিলাদেরকে এগুলো জানিয়ে দাও।'

প্রত্যেকেই যার যার পাপের শাস্তি ভোগ করা

১৪০. আবু হামজা রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, মোহাম্মদ বিন আলীকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহ তাআলা কি লূত সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে পুরুষদের অপকর্মের কারণে শাস্তি দিয়েছেন?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহ খুবই ন্যায়পরায়ণ। তাদের পুরুষরা পুরুষদের সাথে, মহিলারা মহিলাদের সাথে অপকর্ম করত।'

লূত সম্প্রদায়ের চরিত্র

১৪১. আলী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, লূত সম্প্রদায়ের চরিত্র হলো, বন্দুক দিয়ে খেলা, গুলতি দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করা, হুইসেল বাজানো, সব কিছুতে নজর লাগানো আর চুইংগাম চিবানো।

ব্যভিচারিণীর শাস্তি

১৪২. জুয়াইরিয়া বিন আসমা তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, হজের সফরে আমি এক দলের সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সাথে এক মহিলাও ছিল। আমরা এক স্থানে অবতরণ করলাম। রাতে মহিলা ঘুমিয়ে গেল। আমি দেখলাম, তার বুকের উপর একটি সাপ মাথা ও লেজ পেঁচিয়ে গোল হয়ে বসে আছে। এই দৃশ্য আমাদেরকে শঙ্কিত করল। সকালে আমরা যখন যাত্রা করলাম, সাপ তেমনি মহিলার উপর পেঁচিয়ে ছিল, কোনো ক্ষতি করছিল না। আমরা হারাম শরীফের সীমায় প্রবেশ করলাম, মহিলাও

আমাদের সাথে ছিল। মক্কাতে প্রবেশ করে আমরা হজের কাজ শেষ করে আগে যেখানে অবতরণ করেছিলাম এবং মহিলার বুকে সাপ উঠেছিল, সেখানে ফিরে এলাম। মহিলাটি ঘুমিয়ে পড়ল। সে যখন জাগ্রত হলো, তখন সাপটি তাকে পেঁচিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ সাপটি ফোঁসফোঁস করে উঠল! দেখলাম আমাদের দিকে অনেক সাপ আসছে। সাপগুলো মহিলাকে দংশন করতে করতে হাড্ডি বানিয়ে দিল। মহিলার এক পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই মহিলা সম্পর্কে আমাদেরকে বল তো!'

সে বলল, 'মহিলা তিনবার ব্যভিচার করে তিনবারই গর্ভবতী হয়েছে। প্রত্যেকবারই সে আপন সন্তানকে প্রসব করার পর চুলায় আগুন জ্বালিয়ে তাতে ফেলে দিয়েছে।

১৪৩. আবু সাখরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

كَانَ اللِّوَاطُ فِي قَوْمِ لُوطٍ فِي النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الرِّجَالِ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً

"লূত সম্প্রদায়ের পুরুষদের চল্লিশ বছর আগে থেকেই তাদের মহিলাদের মাঝে সমকামিতা ছিল।" [১১৮]

১৪৪. হুজায়ফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'লূত সম্প্রদায়ের উপর চূড়ান্ত শাস্তি এসেছে, যখন তাদের মহিলারা মহিলাদের সাথে আর পুরুষরা পুরুষদের সাথে সমকামের অপকর্ম শুরু করল।'

পুরুষদের সমকাম

১৪৫. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

"তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে জগতের কেউ করেনি!" [সূরা আরাফ : ৮০]

তিনি কুরআনের এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'পুরুষদের পায়ুপথে সঙ্গম করার কথা বলা হচ্ছে।'

---

[১১৮] মুরসাল

সমকামীদের প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা

১৪৬. উবাইদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি শাবী রাহিমাহুল্লাকে দুজন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যাদেরকে সমকাম করতে পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন, 'তাদের দুজনকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করতে হবে।'

১৪৭. জাফর বিন মোহাম্মদ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার কাছে দুজন মহিলাকে নিয়ে আসা হলো, যারা সমকাম করেছে। তিনি তাদেরকে একশ একশ করে বেত্রাঘাত করলেন।

তয়োদশ অধ্যায় : পুরুষ সমকাম

সমকামিতার শাস্তি

১৪৮. উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন মামার রাহিমাহুল্লাহকে সমকামী পুরুষের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'লূত সম্প্রদায়ের মতো তাকে হত্যা করা হবে—বিবাহিত হোক আর না হোক।'

বর্ণনাকারী বলেন, জাবের বিন যায়েদ বলেছেন, 'যোনিপথের চেয়েও পায়ুপথের নিষিদ্ধতা কঠোর!'

কতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, 'সমকামী যদি বিবাহিত হয়, তা হলে তার শাস্তি ব্যভিচারীর মতো। অন্যথায় শুধু (সাধারণ) শাস্তি দেওয়া হবে।'

লূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

১৪৯. ইবনু আবি নাজিহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত,

"أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ"

"তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে জগতের কেউ করেনি!" [সূরা আরাফ : ৮০]

এই আয়াতের তাফসীরে আমর বিন দিনার রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কোনো পুরুষ যদি অপর পুরুষের সাথে সঙ্গম করে, সে লূত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

শূকর ও গাধা শুধু অপকর্ম করে

১৫০. ইবনু সিরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'শুকর ও গাধা ছাড়া লূত সম্প্রদায়ের অপকর্ম অন্য কোনো প্রাণী করে না।'

সমকামীর উপর আল্লাহর লানত

১৫১. ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমকামীদের ব্যাপারে তিনবার বলেছেন-

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ , لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

"যারা লূত সম্প্রদায়ের মতো অপকর্ম করে, তাদের উপর আল্লাহর লানত! যারা লূত সম্প্রদায়ের মতো অপকর্ম করে, তাদের উপর আল্লাহর লানত! যারা লূত সম্প্রদায়ের মতো অপকর্ম করে, তাদের উপর আল্লাহর লানত!" [১১৯]

সমকামীর শাস্তি

১৫২. সফওয়ান বিন আমর বলেন, আবদুল মালিক বিন মারওয়ান হিমসের গভর্নর আবু হাবিবের কাছে পত্র মারফত জিজ্ঞেস করলেন, 'সমকামীর শাস্তি কী?'

তিনি জানালেন, 'তাদেরকে লূত সম্প্রদায়ের মতো পাথর নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ

"তাদের উপর আমি কঙ্করের প্রস্তর নিক্ষেপ করলাম।"

তখন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তার এই মতকে পছন্দ করে মেনে নিলেন।

---

[১১৯] *মুসনাদ*, ইমাম আহমাদ : ২৯১৩; সনদ হাসান

ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে

ট্রান্সজেন্ডার

লেখক

মুফতী ফিদাউল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

সহকারী : রচনা বিভাগ

জামিয়া দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

অনুবাদ

ইফতেখার সিফাত

উমেদ

প্র কা শ

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

ইসলামী শরীয়া ও চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার বা লিঙ্গবিকৃতি

মূল : মুফতী ফিদাউল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ

অনুবাদক : ইফতেখার সিফাত

প্রথম প্রকাশ

রজব ১৪৪৫ হিজরী জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

গ্রন্থস্বত্ব : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ

মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যবস্থাপনা : মামণি প্রিন্টার্স, ০১৭৩৮৮৭৮৭৮০

অনলাইন পরিবেশক

Rokomari.com | Wafilife.com
Jazabor.com | khidmahshop.com

মূল্য : ৭২ টাকা

উমেদ
প্র কা শ

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত

১১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Umedprokash@gmail.com

Umedprokash.com
Phone : 01757597724

শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর

অভিমত

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার আইন পাশ হওয়ার পর এই বিষয়ে দেশের বিভিন্ন পক্ষ থেকে আলোচনা চলমান এবং এ বিষয়ে সমাজে অনেক ভুল ধারণারও প্রচলিত। অধমের অনুরোধে মাওলানা ফিদাউল্লাহ সাহেব একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন। মাওলানা সাহেব জামিয়া দারুল উলূম করাচীর রচনা বিভাগের সহকারী। তিনি জামিয়ারই ইফতা বিভাগে তাখাসসুস করেছেন এবং মেডিকেল সায়েন্স নিয়েও পড়াশোনা করেছেন। মাওলানা ফিদাউল্লাহ সাহেব তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। ট্রান্সজেন্ডার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিভাষার পার্থক্যও খুব সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। লিঙ্গ পরিবর্তন নামে প্রচলিত অপারেশনের বিভিন্ন ধরন ও সেগুলোর শরয়ী বিধানও দালিলিকভাবে আলোকপাত করেছেন। আমি মাওলানা সাহেবের এই লেখার সাথে পরিপূর্ণ একমত। তবে অন্যান্য আহলে ইলম ও মুফতীয়ানে কেরামের কাছে আমার নিবেদন থাকবে, তারাও এই বিষয়ে গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করে নিজেদের মতামত প্রকাশ করবেন। আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।

বান্দা তাকী উসমানী

৩০ সফর ১৪৪২ হিজরী

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৫
ট্রান্সজেন্ডারের পরিচয় ৭
ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া ৮
মুখান্নাস ও খোজা ১০
লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন ১১
লিঙ্গ নির্ধারণের মানদণ্ড ১২
প্রথম সুরত ১২
দ্বিতীয় সুরত ১৪
পুরাতন মানদণ্ড ১৪
আধুনিক মানদণ্ড ১৫
হিজড়ার সংজ্ঞায় চিকিৎসকদের সংজ্ঞায়ন থেকে ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞায়নের ভিন্নতা ১৬
উভয় মানদণ্ডের তুলনামূলক পর্যালোচনা ১৭
লেখকের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত ১৯
লিঙ্গ পরিবর্তনের বিধান ২৬
বিস্তারিত আলোচনা ও শরয়ী হুকুম ২৬
জটিল হিজড়ার আলোচনা ৩৪
ইসলামে লিঙ্গ ধারণা ৩৪
জটিল হিজড়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের বিধান ৩৭
আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য ৩৯
উপসংহার ৪৬

অনুবাদকের কথা

পাকিস্তানের সংসদে ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্ট চূড়ান্তভাবে পাশ হয় ২০১৮ সালে।[১] ট্রান্সজেন্ডার অধিকার রক্ষার এই আইনের পুরো প্রসেস অত্যন্ত সংগোপনে আঞ্জাম দেয়া হয়। জাতিসংঘ ও তাদের ফান্ডে পরিচালিত স্থানীয় এনজিওগুলো ট্রান্সজেন্ডার আইনটি পাশ করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কাজ করে গেছে। পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার আইন পাশ হওয়ার পর সব মহল থেকে এই ব্যাপারে নানা প্রকার আলোচনা ও সমালোচনা চলমান থাকে।[২] সে সময় বিভিন্ন দারুল ইফতা ও আহলে ইলমদের কাছেও এই সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জমা হতে থাকে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জামিয়া দারুল উলূম করাচীতেও মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর কাছে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুতে একাধিকবার প্রশ্ন আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎক্ষণাৎ জামিয়ার ইফতা বিভাগ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত ফতোয়া জারি করা হয় তাকী উসমানী সাহেবের দস্তখতসহ।

কিন্তু পুরো দেশে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যুকে হিজড়া, খোজা ইত্যাদি গোষ্ঠীর সাথে মিলিয়ে একটি অস্পষ্ট অবস্থা তৈরি করা হয়। তখন আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ জামিয়ার দারুত তাসনীফের সহকারী মুফতী ফিদাউল্লাহ হাফিযাহুল্লাহকে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রস্তুত করতে বলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই মুফতী ফিদাউল্লাহ সাহেব 'তাগয়িরে জিনস কা মাসআলা' নামে একটি গবেষণাধর্মী রিসালা তৈরি করেন। সেখানে তিনি লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশনের বিধান, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডারের মধ্যকার পার্থক্য, লিঙ্গ নির্ধারণের মানদণ্ড ও মানবসমাজের

---

১. অবশ্য ২০১৮ সালে পাশ হওয়া আইনটি পরবর্তী সময়ে আর বহাল থাকতে পারেনি। ২০২৩ সালে পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সংরক্ষণ আইনটি বাতিল করা হয়।

২. পাকিস্তানে ট্রান্সজেন্ডার আইন পাশ হওয়ার পর সচেতন মহল থেকে এই ইস্যুতে যত আলোচনা ও পর্যালোচনা সামনে এসেছিল, তার একটি বিশাল ভান্ডার প্রফেসর ডক্টর আহমাদ আমীন একটি কিতাবে জমা করেছেন। বইটি তিনি উর্দু ভাষায় রচনা করেছেন। বইটির নাম 'ট্রান্সজেন্ডার কানুন : উসকি হাকীকত আওর শরয়ী হায়সিয়ত'। আমি মনে করি, বইটি বর্তমান সচেতন উলামায়ে কেরাম, তালেবুল ইলম ও মুফতীয়ানে কেরামের পাঠে থাকা জরুরি। বইটিতে তারা ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ে জরুরি অনেক তথ্য-উপাত্ত পাবেন।

লিঙ্গের প্রকার ইত্যাদি মৌলিক বিষয় নিয়ে ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে সারগর্ভ আলোচনা তুলে ধরেন। কোনো মুসলমান এই মৌলিক বিষয়গুলো বুঝতে পারলে কখনোই ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে সমর্থন করবে না। পাশাপাশি তার কাছে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের ফাঁকফোকর ও অসারতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাংলাদেশে এখনো ট্রান্সজেন্ডার আইন পাশ হয়নি। তবে পশ্চিমা বিশ্ব কর্তৃক ফান্ডেড নানা এনজিও পাকিস্তানের মতো এ দেশেও দীর্ঘ দিন ধরে গোপনে ও সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এমনকি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফান্ডিংয়ে আমাদের শিক্ষাক্রমেও ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে স্থান দেয়া হয়েছে। মিডিয়াগুলো বিকৃত এই মতবাদকে বাংলাদেশের সমাজে স্বাভাবিকীকরণের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ইতিমধ্যে সচেতন সমাজে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের বিরুদ্ধে আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশের বড় বড় ইফতা বিভাগ থেকে সংক্ষিপ্ত ফতোয়াও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে বিস্তারিত কোনো আলোচনা আমাদের নজরে আসেনি। অথচ বর্তমান সময়ের জন্য এটার খুবই প্রয়োজন। সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে মুফতী ফিদাউল্লাহ হাফিযাহুল্লাহর লিখিত প্রবন্ধটি আমরা অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিই। অনুবাদকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মুহতারাম মাওলানা আবু উসামা জাফর হাফিযাহুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তিনি বেশ কিছু জায়গার অস্পষ্টতা দূর করে দিয়েছেন। উসমান হারুন সানি ভাই ইংরেজি অংশ অনুবাদের সংঙ্গে মিলিয়ে দেখে দিয়েছেন, শ্রদ্ধেয় ডা. মেহেদী ভাই পুরো পুস্তিকা পড়ে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আশা করি, প্রবন্ধটি বাংলাভাষী মানুষদের সামনে ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের ব্যাপারে ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঠিক অবস্থান পরিষ্কার করে দেবে এবং একে ঘিরে তৈরি হওয়া নানা ভুল বোঝাবুঝি ও অস্পষ্টতা দূর করে দেবে। মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি আমাদের বাংলাদেশসহ পুরো বিশ্বকে বিকৃত এই মতবাদ থেকে হেফাজত করুন, ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং বিশেষভাবে এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

ট্রান্সজেন্ডারের পরিচয়

সমাজে এমন কিছু লোক আছে, যাদের লৈঙ্গিক প্রত্যাশা তার প্রকৃত লিঙ্গের বিরোধী হয়। অর্থাৎ জন্মের সময় তার শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে যে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, পরবর্তী সময়ে ভেতরগত অনুভূতি ও চিন্তাভাবনার কারণে সে নিজের সেই জন্মগত লিঙ্গকে গ্রহণ করতে চায় না। সেটাকে অস্বীকার করে। জন্মগত শারীরিক গঠন থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মানসিক এই অসুস্থ অবস্থাটাকেই ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়। কোনো কোনো ট্রান্সজেন্ডার মানসিক দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে এই অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং কোনোভাবেই সে নিজের প্রকৃত লৈঙ্গিক অবস্থাকে মেনে নিতে চায় না। চিকিৎসাবিদ্যার ভাষায় ট্রান্সজেন্ডারের মানসিক এই দ্বন্দ্বকে বলা হয় জেন্ডার ডিজফোরিয়া (Gender Dysphoria) বা জেন্ডার আইডেন্টি ডিসোর্ডার (Gender identity disorder (GID)। এই ব্যাপারে American Psychiatric Association (APA) এর বক্তব্য :

The term 'transgender' refers to a person whose sex assigned at birth (i.e. the sex assigned by a physician at birth, usually based on external genitalia) does not match their gender identity (i.e., one's psychological sense of their gender).

'ট্রান্সজেন্ডার শব্দটি এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যার জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ (জন্মের সময় ডাক্তার সাধারণত তার বাহ্যিক জননাঙ্গ দেখে যে লিঙ্গ নির্ধারণ করে) তার জেন্ডার আইডেন্টিটির (সে নিজেকে যে লিঙ্গের মনে করে) সাথে মেলে না।

Some people who are transgender will experience 'gender dysphoria,' which refers to psychological distress that results from an incongruence between one's sex assigned at birth and one's gender identity. Though gender dysphoria often begins in childhood, some people may not experience it until after puberty or much later.

কিছু ট্রান্সজেন্ডার ‘জেন্ডার ডিজফোরিয়া’য় ভোগে, যা তার জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গ এবং তার মনে করা লিঙ্গের মধ্যে মিল না থাকার ফলে সৃষ্ট মানসিক যন্ত্রণাকে বোঝায়। যদিও জেন্ডার ডিজফোরিয়া প্রায়শই শৈশবে শুরু হয়, তবে কিছু লোকের বয়ঃসন্ধির পরে বা অনেক পরেও এই অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে।’

সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে ট্রান্সজেন্ডার ও সংশ্লিষ্ট আরও কিছু পরিভাষা ও শব্দ পরিষ্কার হয়ে নেয়া ভালো মনে করছি। কারণ, অধিকাংশ লোককে এই জায়গায় ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতে দেখা যায়। এ জন্য নিম্নে আমরা সেসব পরিভাষা ও শব্দ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরছি।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া

ট্রান্সজেন্ডার (Transgender) ও হিজড়া (Intersex/Hermaphrodite) এই দুই শ্রেণির ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, হিজড়াদের ট্রান্সজেন্ডার বলা হয়। এ জন্য তারা হিজড়াদের অধিকার আদায়ের দাবির ক্ষেত্রে ‘ট্রান্সজেন্ডার’ পরিভাষাটি ব্যবহার করেন। অপরদিকে কেউ কেউ তাদের প্রথম মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া দুটি পরিপূর্ণ বিপরীত জিনিস। তবে বাস্তবতা হলো, ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া যেমন একই জিনিস নয়, তেমনি উভয়ে একটি অপরটির বিপরীত জিনিসও নয়। ‘হিজড়া’ বিশেষ শব্দ আর ‘ট্রান্সজেন্ডার’ ব্যাপক শব্দ। অন্য ভাষায় বললে, হিজড়া ট্রান্সজেন্ডারের একটি প্রকার। কারণ, ট্রান্সজেন্ডার একটি আম্ব্রেলা টার্ম। যার আওতায় হিজড়া, অহিজড়া উভয় শ্রেণি অন্তর্ভুক্ত।[৩]

হিজড়া নিয়ে আমরা সামনে বিস্তারিত আলাপ করব। এখানে আমরা কেবল এতটুকু বিষয় উল্লেখ করছি, হিজড়া বলা হয় তাদের, যারা জন্মগতভাবে অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিসম্পন্ন হয় এবং পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের লৈঙ্গিক অঙ্গ ও নিদর্শনের অধিকারী হয়। অন্যদিকে ট্রান্সজেন্ডার হলো, যার মানসিক ঝোঁক তার জন্মগত লিঙ্গের বিপরীত হয়। এই সংজ্ঞা থেকে পরিষ্কার যে, অসম্পূর্ণ লিঙ্গসম্পন্ন ব্যক্তি এবং পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গসম্পন্ন ব্যক্তি উভয়ের ভেতরেই এই ঝোঁক আসতে পারে। এ জন্য দেখা যায়, কারও শরীরের ভেতরগত প্রজননব্যবস্থা পরিপূর্ণ পুরুষ কিংবা মহিলার, কিন্তু তার বাহ্যিক অঙ্গসমূহ জটিল ও সংশয়পূর্ণ। অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গ দিয়ে

---

৩. সকল হিজড়া ট্রান্সজেন্ডার নয়, তবে কোনো কোনো হিজড়া ট্রান্সজেন্ডার হতে পারে। ধরুন, কোনো হিজড়ার প্রজননব্যবস্থা পুরুষের। কিন্তু সে নিজেকে নারী দাবি করছে। এই ধরনের হিজড়া ট্রান্সজেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার ধরুন কোনো হিজড়ার প্রজননব্যবস্থা নারীর এবং সে নিজেকে নারী হিসেবেই দাবি করছে। তবে সে ট্রান্সজেন্ডারের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ সে নিজের প্রকৃত লিঙ্গের বিপরীত লিঙ্গকে প্রত্যাশা করছে না।

নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না সে পুরুষ নাকি মহিলা। এমতাবস্থায় কেউ কেউ নিজের বাহ্যিক অঙ্গের ভিত্তিতে তার লিঙ্গ কল্পনা করে এবং দাবি করে। অথচ বাস্তবে তার সঠিক লিঙ্গ তার ধারণার বিপরীত। ফলে মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে পরবর্তী সময়ে জানতে পারে যে, সে যেটা ভেবে বসে আছে সেটা তার প্রকৃত লিঙ্গ নয়। অর্থাৎ একজন ট্রান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে যেমনটা হতে পারে, হিজড়ার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে পারে। উভয়েরই লৈঙ্গিক ধারণা তার প্রকৃত লিঙ্গের বিপরীত হতে পারে। এই ব্যাপারে আমেরিকার সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য হলো :

Other categories of transgender people include androgynous, multigendered, gender nonconforming, third gender, and two-spirit people. Exact definitions of these terms vary from person to person and may change over time, but often include a sense of blending or alternating genders.

'অন্যান্য শ্রেণির ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে অ্যান্ড্রোজিনাস (নারী ও পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকা ব্যক্তিকে বোঝায়), বহুলিঙ্গ, নন-কনফর্মিং জেন্ডার (সমাজে প্রচলিত লিঙ্গের ধারণাকে যে মানে না), তৃতীয় লিঙ্গ ও টু স্পিরিট (যে মনে করে তার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের আত্মা আছে)। এই শব্দগুলোর সঠিক সংজ্ঞা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্ন এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটি মিশ্র লিঙ্গ অথবা লিঙ্গ বদলানোর অর্থ ধারণ করে।'

উল্লেখিত বক্তব্য জোরদারের জন্য নিম্নে উল্লেখিত জাতিসংঘের অভিমতও দেখা যেতে পারে :

Gender identity refers to a person's experience of their own gender. Transgender people have a gender identity that is different from the sex that they were assigned at birth.

'লিঙ্গ পরিচয় বলতে একজন ব্যক্তির নিজস্ব লিঙ্গের অনুভূতিকে বোঝায়। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের জন্মের সময় নির্ধারিত লিঙ্গের চেয়ে ভিন্ন একটি লিঙ্গ পরিচয় আছে।

A transgender or trans person may identify as a man, woman, transman, transwoman, as a non-binary person, and with other terms such as hijra, third gender, two-spirit, travesti, fa'afafine, genderqueer, transpinoy, muxe, waria and meti.

একজন ট্রান্সজেন্ডার বা ট্রান্সপার্সন নিজেকে একজন পুরুষ, মহিলা, ট্রান্স-পুরুষ,

ট্রান্স-মহিলা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। আবার নিজেকে একজন নন-বাইনারি (সকল মানুষ পুরুষ অথবা নারী হবে এই ধারণাকে মানে না এমন ব্যক্তি) কিংবা অন্যান্য শব্দ যেমন : হিজড়া, তৃতীয় লিঙ্গ, টু স্পিরিট, ট্রাভেস্টি (যে ব্যক্তি, বিশেষত পুরুষ, বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে আনন্দ পায়), ফা'ফাফাইন, জেন্ডার-কুয়ের (যারা নিজেদের নারী ও পুরুষের বাইনারির মধ্যে প্রকাশ করতে চায় না), ট্রান্সপিনয়, মুক্সে, ওয়ারিয়া ও মেটি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে।'[৪]

মুখান্নাস ও খোজা

কেউ কেউ ট্রান্সজেন্ডারের অর্থ করেন মুখান্নাস। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেন খোজা। অথচ হিজড়ার মতো খোজা ও মুখান্নাসও ট্রান্সজেন্ডার শব্দের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে ধারণ করে না; বরং মুখান্নাস ও খোজা উভয়েই ট্রান্সজেন্ডারের পৃথক পৃথক প্রকার হতে পারে। অর্থাৎ ট্রান্সজেন্ডার ব্যাপক, আর মুখান্নাস ও খোজা বিশেষ।

মুখান্নাস আরবী শব্দ। আরবীতে মুখান্নাস এমন পুরুষকে বলা হয়, যে নারীদের বেশ ধরে এবং জোরপূর্বক নারীদের চলনবলন প্রকাশ করে। আর খোজাকে আরবীতে খাসি আর ইংলিশে ইউনাখ বলা হয়। খোজা ওই পুরুষকে বলা হয়, যার অণ্ডকোষ ও প্রজনন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়। অর্থাৎ জননাঙ্গ অপসারণকৃত নপুসংক পুরুষকে খোজা বলা হয়। উল্লেখিত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্ট যে, ট্রান্সজেন্ডার একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। হিজড়া, খোজা, মুখান্নাস ইত্যাদি ট্রান্সজেন্ডারের বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

ট্রান্সজেন্ডারের শরয়ী বিধান আলোচনার পূর্বে ট্রান্সজেন্ডার সদস্যদের আমরা হিজড়া ও অহিজড়া দুইভাবে বিভক্ত করব। সমাজে লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য যেসব অপারেশন প্রচলিত আছে, তা মূলত দুই শ্রেণির ট্রান্সজেন্ডার করাতে পারে। এক হলো হিজড়া, যে অপূর্ণাঙ্গ ও অস্পষ্ট লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আরেক হলো ওইসব ব্যক্তি, যারা পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট লিঙ্গ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা পূর্ণাঙ্গ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়ার পরও লিঙ্গকে পরিবর্তন করতে চায়। এই পরিবর্তনের জন্য সে নিজ থেকে অপারেশনের দিকে ধাবিত হয়।

হিজড়াদের একটি শ্রেণির ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন বাস্তবিক পক্ষেই একটি রোগের চিকিৎসার ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুরত হতে পারে, আবার প্রত্যেক সুরতের পৃথক পৃথক বিধান আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গবিশিষ্ট একজন মানুষের ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশনের দাবি করা সর্বোচ্চ মানসিক দ্বন্দ্বের কারণে হতে পারে। যেমন জেন্ডার ডিসফোরিয়ার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি

৪. ফা'ফাফাইন, ট্রান্সপিনয়, মুক্সে, ওয়ারিয়া, মেটি এগুলো অঞ্চলভেদে ট্রান্সজেন্ডারদের বিশেষ বিশেষ নাম।

বাস্তবে একজন পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের পুরুষ কিংবা নারী হয়। মানসিক ঝোঁকের কারণে তার ভেতর লিঙ্গ পরিবর্তনের কামনা তৈরি হয়। উল্লেখিত উভয় শ্রেণির শরয়ী হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হবে।

লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন

লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য বর্তমানে সাধারণত দুই ধরনের চিকিৎসা বেশি পরিচিত :

১. হরমোন থেরাপি (Hormones Therapy)।

২. লিঙ্গ পুনঃনির্ধারণ সার্জারি (sex reassignment surgery)।

হরমোন থেরাপির ক্ষেত্রে হরমোনের ইনজেকশন পুশ করা হয়। যেটা শারীরিক আলামত ও বৈশিষ্ট্য যেমন : কণ্ঠ, চুল, বুকের স্তন ইত্যাদিকে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের মতো পরিবর্তন করে দেয়। পুরুষ ও নারীর প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ হরমোন থাকে। হরমোন লিঙ্গ নির্ণয় এবং লৈঙ্গিক ও প্রজনন গ্রন্থিসমূহের গঠন এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাক্টিভিটি (কার্যক্ষমতা) নির্মাণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের হরমোনসমূহকে সেক্সুয়াল হরমোন বলে। পুরুষের সেক্সুয়াল হরমোনকে টেস্টোস্টেরন (Testosterone) এবং নারীদের হরমোনকে ইস্ট্রোজেন (Estrogen) বলে। এই হরমোনের মাঝে বিভ্রাটের কারণে মানুষের লিঙ্গও বিভ্রাটের শিকার হয়। তার লৈঙ্গিক এবং প্রজনন-গ্রন্থিসমূহ ও লিঙ্গগত আচরণেও বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় তাকে যেকোনো একটি পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গে নিয়ে আসার জন্য কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের হরমোন তার ভেতর পুশ করা হয়। পাশাপাশি লিঙ্গ পরিবর্তনের সার্জারির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লিঙ্গের লৈঙ্গিক অঙ্গগুলোকে পরিবর্তন করে দেয়া হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, সার্জারি জন্মগতভাবে অপূর্ণাঙ্গ সত্তা তথা হিজড়াও করিয়ে থাকে। সার্জারির পর সে এক পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের মতো অ্যাক্টিভিটিজ চালানোর উপযুক্ত হয়ে যায়। এ জন্য বর্তমানে এই ধরনের অপারেশনের পর হিজড়াদের পূর্ণাঙ্গ পুরুষ কিংবা পূর্ণাঙ্গ নারীতে পরিণত হওয়ার ঘটনা অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এমনিভাবে হিজড়া ছাড়াও একজন পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের ব্যক্তি তার ভেতরগত অনুভূতির ভিত্তিতে নিজেকে প্রকৃত লিঙ্গের বিপরীতে অনুভব করে থাকে। তখন সে নিজেকে ধারণাকৃত লিঙ্গে পরিণত করার জন্য এই ধরনের অপারেশন করিয়ে থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় অপারেশনের মাধ্যমে একজন মানুষের লিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে বদলে যায় না। একজন পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের পুরুষ অপারেশনের মাধ্যমে কখনোই একজন পূর্ণাঙ্গ নারী হতে পারে না এবং সে গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ইত্যাদি যোগ্যতাও অর্জন করতে পারে না। এই অপারেশনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ তার বাহ্যিক আলামত, লৈঙ্গিক অঙ্গ ইত্যাদি পরিবর্তিত হয়।

লিঙ্গ নির্ধারণের মানদণ্ড

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত সুরতসমূহে লিঙ্গ পরিবর্তন করা বৈধ নাকি অবৈধ—এই প্রসঙ্গের আলোচনা সামনে আমরা করব ইনশাআল্লাহ। এর আগে আমরা আরেকটি মাসআলার সমাধা করে নিই। সেটা হলো লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতি। কারণ, লিঙ্গ পরিবর্তনের বৈধতা ও অবৈধতার মাসআলায় লিঙ্গ নির্ধারণের প্রসঙ্গটি মৌলিক গুরুত্ব রাখে। লিঙ্গ নির্ধারণের মাসআলায় দুটি সুরত রয়েছে।

প্রথম সুরত :

কোনো মানুষ অভ্যন্তরীণ প্রজনন-গ্রন্থি, বাহ্যিক লৈঙ্গিক অঙ্গ এবং শারীরিক নিদর্শনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গভাবে একই লিঙ্গের হয়, যেমন সে এসবের ভিত্তিতে একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ কিংবা একজন পূর্ণাঙ্গ নারী। কিন্তু সে কোনো কারণে ভেতরগত ভাবনা, অনুভব ও অনুভূতির কারণে নিজেকে এর বিপরীত কল্পনা করছে। অর্থাৎ শারীরিকভাবে সে পূর্ণাঙ্গ পুরুষ, তবে ভেতরগত অনুভূতির কারণে সে নিজেকে নারী মনে করে। অথবা শারীরিকভাবে সে পূর্ণাঙ্গ নারী, তবে ভেতরগত অনুভূতির কারণে সে নিজেকে পুরুষ মনে করে। এখন প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় তার প্রকৃত লিঙ্গ কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে? তার লিঙ্গ নির্ধারণের মানদণ্ড কী হবে? তার শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে নাকি তার মানসিক অবস্থার ভিত্তিতে? যেহেতু বর্তমানে প্রথম বিষয়টিকে 'সেক্স' এবং দ্বিতীয় বিষয়টিকে 'জেন্ডার' শব্দে ব্যক্ত করা হয়, এ জন্য প্রশ্নটা এভাবেও করা যেতে পারে যে—তার লিঙ্গ সেক্সের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে নাকি জেন্ডারের ভিত্তিতে?

উল্লেখিত সুরতে শরীয়ত, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও যুক্তি তিনটি জায়গা থেকেই যে উত্তর আসবে সেটি হলো, তার লিঙ্গ তার বাহ্যিক, শারীরিক অঙ্গসমূহ ও আলামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে; তার ভেতরগত অনুভূতির ভিত্তিতে নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের তৈরি মানবাধিকারের ধারণার আলোকে এই দাবি করে যে, লিঙ্গের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত একজন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার। এ জন্য

কেউ শারীরিকভাবে নারী হয়েও নিজেকে পুরুষ ভাবলে কিংবা কেউ শারীরিকভাবে পুরুষ হয়েও নিজেকে নারী ভাবলে, সেটাকে মেনে নিতে হবে। তার লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখানে অন্য কেউ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। এটা নিছকই তার ব্যক্তিগত অধিকার। তার এই অধিকার রক্ষা করে তার দাবি করা লিঙ্গকে আবশ্যিকভাবে মেনে নিতে হবে। শারীরিকভাবে সে যে লিঙ্গেরই হোক না কেন। যার অর্থ হলো, সমাজে তাকে তার দাবি করা লিঙ্গ হিসেবে মেনে নিতে হবে। সেই ভিত্তিতেই তার অধিকার প্রদান করা হবে। এখন পশ্চিমাদের তৈরি মানবাধিকারের এই ধারণার আলোকে কেউ পরিপূর্ণ পুরুষ হয়েও নারী দাবি করলে সে নারী হিসেবেই বিবাহ, উত্তরাধিকার ইত্যাদির অধিকার ভোগ করবে। আবার কেউ পূর্ণাঙ্গ নারী হয়েও নিজেকে পুরুষ ভাবলে সে পুরুষ হিসেবেই সকল অধিকার ভোগ করবে।

বিবেকের দিক থেকে এই অযৌক্তিক লিঙ্গ ধারণার অসারতা এতটাই পরিষ্কার যে, এ ব্যাপারে যুক্তি পেশ করাটাই স্বয়ং অযৌক্তিক ও অনর্থক একটি বিষয়। এই অযৌক্তিক দর্শনের ভিত্তিতে কারও উদাস মনে হুট করে খেয়াল আসল যে, আমি এই দেশের রাষ্ট্রপ্রতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী। এই ধরনের কল্পনাকারীকে নিশ্চিতভাবেই সকলে মানসিক রোগী হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। তার এই অযৌক্তিক দাবি বা কল্পনাকে কখনোই তার ব্যক্তিগত অধিকার মনে করবে না। এখানে কেউ বলতে পারে, ব্যক্তিগত অনুভূতির ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ধারণ একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। যার সাথে অন্য কারও সম্পর্ক নেই। তার জবাবে আমরা বলব, বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির সত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রকেও এই বিষয়ে বাধ্য করা হচ্ছে যে, তার নিজ কল্পিত এই লিঙ্গকে মেনে নিতে হবে, সে অনুযায়ীই তার সাথে আচরণ করতে হবে এবং অধিকার দিতে হবে। এ রকম বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে বিষয়টি আর ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। সর্বাবস্থায় ব্যক্তিগত অনুভূতির ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ধারণের বিষয়টি সামাজিক, চারিত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনেক বিশৃঙ্খলা তৈরির কারণ হয়ে থাকে। এটি নিছক কারও ব্যক্তিগত বিষয় নয়।

ইসলামী শরীয়তে ব্যক্তিগত অনুভূতির ভিত্তিতে লিঙ্গ পরিবর্তন করা অথবা নিজেকে বিপরীত লিঙ্গের দিকে সম্পৃক্ত করা তো দূরের বিষয়, কেবল বিপরীত লিঙ্গের সাথে সাদৃশ্য রাখাকেই অভিশাপের কারণ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ জন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনকারী নারী ও নারীদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনকারী পুরুষদের ব্যাপারে লানত দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের ভেতর থেকে মুখান্নাসদের এবং নারীদের ভেতর থেকে মুতারাজ্জিলাতদের অভিশাপ দিয়েছেন। আমি বললাম, নারীদের ভেতর থেকে মুতারাজ্জিলাত কারা?

তিনি বললেন, তারা হলো পুরুষদের সাদৃশ্য স্থাপনকারী নারী।[৫]

প্রথম সুরতের শরয়ী ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিতীয় সুরতের আলোচনা থেকে আরও পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় সুরত :

লিঙ্গ নির্ধারণের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো, অভ্যন্তরীণ প্রজননব্যবস্থা ও বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গের মাঝে অস্পষ্টতা তৈরি হওয়া অবস্থায় মানুষের লিঙ্গ কীভাবে নির্ধারিত হবে? অর্থাৎ যদি কোনো মানুষ চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ডে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে পুরুষ হয়, কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ ও আলামতের ভিত্তিতে নারীর মতো হয় অথবা বাহ্যিক আলামতে অস্পষ্টতা তৈরি হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তার লিঙ্গের ব্যাপারে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে? এই ক্ষেত্রে চিকিৎসা-শাস্ত্রের রিপোর্ট অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ প্রজনন ব্যবস্থাপনা, ক্রোমোজম ও হরমোনকে বিবেচনায় নেয়া হবে নাকি বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গের ভিত্তিতে তার লিঙ্গ শনাক্ত করা হবে?

এই ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামে একধরনের মানদণ্ড বা পদ্ধতির কথা বলেছেন, যেটা ফিকহের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা সামনে করব ইনশাআল্লাহ। আর দ্বিতীয় আরেকটি পদ্ধতি আধুনিক চিকিৎসা-গবেষণার ভিত্তিতে ডাক্তাররা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে উক্ত দুই পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করা উচিত? এর জন্য উল্লেখিত দুটি পদ্ধতি বা মানদণ্ডের বাস্তবতা নিয়েই আমাদের গভীর পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

পুরাতন মানদণ্ড

লিঙ্গ নির্ধারণের পুরাতন মানদণ্ড দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আগেকার যুগে যে মানদণ্ড অবলম্বন করা হতো। আমাদের ফুকাহায়ে কেরামও নিজস্ব কিতাবাদিতে সে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। সেটা হলো, মানুষের লিঙ্গ (তথা পুরুষ কিংবা নারী হওয়া) নির্ধারণ হবে তার বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গ ও শারীরিক নিদর্শনের মাধ্যমে। আর পুরুষ ও নারী উভয়ের লিঙ্গগত অঙ্গ ও শারীরিক আলামত একত্রিত হওয়া অবস্থায় লিঙ্গগত অঙ্গ ও শারীরিক আলামতের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। এই অবস্থাকে খুনসায়ে গাইরে মুশকিল বা সাধারণ হিজড়া বলে। আর যদি কারও মাঝে পুরুষ ও নারী উভয় শ্রেণির অঙ্গ ও শারীরিক আলামত সমান হয় এবং কোনো দিকে প্রাধান্য দেয়া অসম্ভব হয়, তাহলে এই অবস্থাকে বলা হবে খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া। এই সুরতের হুকুমও ভিন্ন।

---

৫. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৯১। সনদ হাসান।

'খুনসা বা হিজড়া' বলা হয়, যার উভয় ধরনের যৌনাঙ্গ আছে। ইমাম বাক্কালি রহিমাহুল্লাহ বলেন, অথবা যার দুটোর কোনোটিই নেই এবং তার পেশাব বের হয় ছিদ্র দিয়ে। হিজড়ার ক্ষেত্রে পেশাব বের হওয়া রাস্তার বিবেচনায় লিঙ্গ নির্ধারিত হবে (যাখিরা গ্রন্থেও এমনটি এসেছে)। যদি সে পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাব করে, তাহলে সে ছেলে। আর যদি স্ত্রীলিঙ্গ দিয়ে পেশাব করে, তাহলে সে মেয়ে। আর যদি উভয় রাস্তা দিয়েই পেশাব করে, তাহলে অগ্রবর্তী রাস্তাকে বিবেচনায় নেয়া হবে। অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়ে আগে বের হবে, সে রাস্তাই হলো অগ্রবর্তী। হেদায়া কিতাবে এমনটাই বিবৃত হয়েছে। আর যদি উভয় রাস্তা দিয়েই একসাথে বের হয়, তাহলে সে হলো খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া (আল কাফি গ্রন্থে এমনটাই উল্লেখ আছে)।

ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, 'এই জটিলতা বালেগ হওয়ার পূর্বেই বহাল থাকবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর এই জটিলতা চলে যাবে। বালেগ হওয়ার পর যদি সে পুরুষাঙ্গ দিয়ে যৌন মিলন করে, তাহলে সে পুরুষ। এমনিভাবে পুরুষাঙ্গ দিয়ে সহবাস না করে যদি তার দাড়ি গজায়, তবেও সে পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে (এমনটাই বলা হয়েছে যাখিরা গ্রন্থে)। এমনিভাবে তার যদি পুরুষের মতো স্বপ্নদোষ হয় অথবা সমতল স্তন থাকে, তাহলেও পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি তার নারীদের মতো স্তন হয় অথবা তার স্তন দিয়ে দুধ আসে বা তার মাসিক হয়, পেটে বাচ্চা আসে এবং তার যৌনাঙ্গ দিয়ে সহবাস করা যায়, তাহলে সে একজন নারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি উল্লেখিত উভয় দিকের আলামতের কোনো আলামতই তার মাঝে দেখা না যায়, তাহলে সে খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া। এমনিভাবে যদি উল্লেখিত নিদর্শনসমূহের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবুও সে জটিল হিজড়া হিসেবে বিবেচিত হবে।'[৬]

আধুনিক মানদণ্ড

লিঙ্গ নির্ধারণের আধুনিক মানদণ্ড দ্বারা উদ্দেশ্য আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গবেষণার ভিত্তিতে গৃহীত মানদণ্ড। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণার দৃষ্টিতে, মানুষের লিঙ্গ তার ক্রোমোজম, হরমোন ও প্রজনন অঙ্গ তথা ডিম্বাশয় (Ovaries) ও শুক্রাশয় (Testes) দ্বারা নির্ণীত হয়। পুরুষের ক্রোমোজম হয় XY, আর নারীর ক্রোমোজম হয় XX। আর প্রজনন অঙ্গের মাঝে পুরুষের হয় শুক্রাশয় আর নারীর হয় ডিম্বাশয়। কখনো কখনো কারও উল্লেখিত প্রজনন অঙ্গ এবং তার বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গ ও শারীরিক আলামাতের মাঝে বৈপরীত্য দেখা যায় অথবা বাহ্যিক অঙ্গসমূহ জটিল হয়। যেমন দেখা গেল কারও প্রজনন অঙ্গ নির্দিষ্ট

---

৬. আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, ৬/৪৩৭

লিঙ্গের হলো, কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গ ও শারীরিক আলামত জটিল বা অস্পষ্ট দেখা গেল। (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়) এই অবস্থাকে খুনসায়ে কাযেব বা অপ্রকৃত উভলিঙ্গ (Pseudo Hermaphrodite) বলে। এই অবস্থা আবার দুই ধরনের :

১. যদি অভ্যন্তরীণ প্রজনন অঙ্গ পুরুষের হয় এবং বাহ্যিক লৈঙ্গিক অঙ্গ হয় নারীর মতো, তাহলে এই অবস্থাকে পুরুষ খুনসায়ে কাযেব (Male Pseudo Hermaphrodite) বলা হবে। এই অবস্থাতে অভ্যন্তরীণ প্রজনন অঙ্গ ও ক্রোমোজম পুরুষের হওয়ার দরুন চিকিৎসা-গবেষণা অনুযায়ী তার প্রকৃত লিঙ্গ পুরুষই হয়ে থাকে। কিন্তু হরমোনাল সমস্যার কারণে বাহ্যিক অঙ্গ ও আলামতে তার লিঙ্গ নারীসদৃশ মনে হয়। এ অবস্থাতে বাহ্যিক অঙ্গকে অপারেশনের মাধ্যমে একজন হিজড়া পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হতে পারে এবং অপারেশনের পর পুরুষালি সকল কার্যক্রম সে সম্পাদন করতে পারবে।

২. আর যদি অভ্যন্তরীণ প্রজনন অঙ্গ নারীর হয় এবং বাহ্যিক অঙ্গ পুরুষের মতো হয়, তাহলে তাকে নারী খুনসায়ে কাযেব (Female Pseudo Hermaphrodite) বলা হবে। এই অবস্থাতে অভ্যন্তরীণ প্রজনন অঙ্গ ও ক্রোমোজম নারীর হওয়ার দরুন চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী তার প্রকৃত লিঙ্গ নারীরই হয়। তবে হরমোনাল সমস্যার কারণে বাহ্যিক অঙ্গ দেখতে পুরুষসদৃশ হয়। এমতাবস্থায়ও বাহ্যিক লৈঙ্গিক অঙ্গকে অপারেশনের মাধ্যমে একজন হিজড়া পূর্ণাঙ্গ নারী হতে পারে এবং অপারেশনের পর মেয়েলি সকল কার্যক্রম যেমন : গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদানসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারে।

কিছু দুর্লভ ও বিরল অবস্থায় অভ্যন্তরীণ প্রজনন অঙ্গ তথা ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় উভয়টিই একসাথে পাওয়া যায়। এই অবস্থাকে খুনসায়ে হাকিকি বা প্রকৃত উভলিঙ্গ (True Hermaphrodite) তথা প্রকৃত হিজড়া বলা হয়।

হিজড়ার সংজ্ঞায় চিকিৎসকদের সংজ্ঞায়ন থেকে ফুকাহায়ে কেরামের সংজ্ঞায়নের ভিন্নতা

চিকিৎসকরা সর্বপ্রথম প্রজনন-সংক্রান্ত গ্রন্থিকে বিবেচনায় নেন। যদি কারও প্রজনন গ্রন্থিতে ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় উভয়টিই বিদ্যমান থাকে, তাহলে সে প্রকৃত খুনসা হিসেবে গণ্য হবে। যা খুবই বিরল একটি অবস্থা। আর যদি প্রজনন গ্রন্থি ডিম্বাশয় হয় এবং বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুরুষালি হয়, এই অবস্থাতে সে মহিলা খুনসায়ে কাযেব বিবেচিত হবে। মহিলা খুনসায়ে কাযেব হলো, যার প্রকৃত অবস্থা নারী, কিন্তু বাহ্যিকভাবে সে পুরুষ। পক্ষান্তরে প্রজনন গ্রন্থি যদি শুক্রাশয় এবং বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নারীদের মতো হয়, তবে সে পুরুষ খুনসায়ে কাযেব বিবেচিত হবে।

পুরুষ খুনসায়ে কাযেব হলো, যার মূল পুরুষ, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা নারীর মতো।

এই রকম জটিল ও অস্পষ্ট অবস্থায় নবজাতক কিংবা প্রাপ্তবয়স্কের প্রকৃত লিঙ্গ নির্ণয়ে ডাক্তারদের কিছু বিষয় জানতে হয়।

১. ক্রোমোজম : শ্বেত রক্ত কণিকা কিংবা ত্বকের ফ্রাইব্রোব্লাস্ট কোষ পরীক্ষার মাধ্যমে এটা নির্ধারণ করা যায়।

২. প্রজনন গ্রন্থি। বায়োপসির মাধ্যমে এটি নির্ণীত হয়।

৩. বাহ্যিক ও গোপন প্রজনন গ্রন্থিসমূহের পরীক্ষা ও নারী-পুরুষের দ্বিতীয় স্তরের আলামত তথা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (Secondary Sexual Characteristics) নিরীক্ষা। বিশেষত প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায়।

৪. প্রজনন গ্রন্থি ও অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিতে নিওপ্লাজম (Neoplasm) নির্ণয়ের জন্য ফুল বডি চেকাপ।[৭]

উভয় মানদণ্ডের তুলনামূলক পর্যালোচনা

চিন্তা করলে বোঝা যায়, ফুকাহায়ে কেরাম লিঙ্গ নির্ধারণের যে পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন সেটি প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞান সামনে রেখে গবেষণা করে বের করেছেন। সে সময় যেহেতু আধুনিক চিকিৎসা গবেষণা সামনে ছিল না, ফলে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য উক্ত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হতো। এ জন্য লিঙ্গ নির্ধারণের প্রক্রিয়া একটি প্রাকৃতিক বিষয়ের গবেষণামাত্র, এটি শরয়ী কোনো বিষয় নয়। যদিও কতিপয় আলেম প্রাচীন মানদণ্ডটির পক্ষে একটি হাদীসের মাধ্যমে দলীল পেশ করে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসিনে কেরাম সে বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন; কেউ কেউ জালও বলেছেন।[৮]

---

৭. মাজাল্লাতুল মাজমায়িল ফিকহিয়্যিল ইসলামিয়্যি, ৬/৩৫৬

৮. হাদীসটির তাখরীজ :

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উভয় যৌনাঙ্গ বিশিষ্ট এক নবজাতকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কিসের ভিত্তিতে সে উত্তরাধিকারী হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেদিক দিয়ে পেশাব করবে, সেই ভিত্তিতেই সে উত্তরাধিকারী হবে।

হাদীসটি ইবনে আদি 'আল কামিল' (৩/২৪৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন কাযী আবু ইউসুফ থেকে, তিনি আল কালবী থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস থেকে। এবং তিনি হাদীসটিকে কালবীর মুনকার হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। ইমাম বাইহাকীও কালবীর সনদে তাঁর সুনান (/৪২৮) গ্রন্থে বর্ণনা করার পর বলেছেন, কালবী দলিলযোগ্য নয়।

ইবনে আদি আল কামিল গ্রন্থে (৩/২৪৯) আরেকটি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সুলাইমান বিন আমর আন নাখায়ী থেকে, তিনি কালবী থেকে। তারপর বলেছেন, মুহাদ্দিসিনে কেরাম একমত হয়েছেন যে, সুলাইমান বিন আমর আন নাখায়ী হাদীস জাল করে।

পক্ষান্তরে অনেক বিশুদ্ধ বর্ণনায় লিঙ্গ নির্ধারণের আধুনিক মানদণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেসব নসে মানবদেহের জিনসমূহের সৃষ্টির পর্যায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সেসব নসে ভ্রূণের লিঙ্গের গঠন ৪২ দিন পর অর্থাৎ সপ্তম সপ্তাহে হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ীও ভ্রূণের লিঙ্গ শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় সপ্তম সপ্তাহে প্রকাশ হয়। আর এর ভিত্তিতেই তখন ভ্রূণের লিঙ্গ জানা যায়। অথচ বাহ্যিক অঙ্গসমূহের প্রকাশ ঘটে ১২তম সপ্তাহে। এ থেকে বোঝা যায়, উক্ত নসগুলোতে ভ্রূণের লিঙ্গকে ধর্তব্য বানানো হয়েছে, বাহ্যিক অঙ্গসমূহকে নয়। নিম্নে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীসটির দিকে খেয়াল করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَرَّ بالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قالَ: يا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ ما شَاءَ

'বীর্য যখন চার সপ্তাহ অতিক্রম করে, তখন আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি তখন বীর্যকে আকৃতি দান করেন এবং তার কান, চোখ, চামড়া, গোশত, হাড্ডি তৈরি করেন। এরপর সেই ফেরেশতা বলেন, হে রব, পুরুষ নাকি নারী হবে? তখন আল্লাহ তাআলা যা চান তার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।'

উপরোক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ভ্রূণের লিঙ্গ ৪২ দিন পর নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক ভ্রূণবিদ্যাও এই গবেষণায় উপনীত হয়েছে। ডক্টর মুহাম্মাদ আলি আল বার লেখেন, ক্রোমোজমের স্তরে ভ্রূণের লিঙ্গ গর্ভোৎপাদনের সময়ই নির্ধারিত হয়ে যায়। যখন কোনো ডিম্বাণু পুরুষের চিহ্নবাহী কোনো শুক্রাণুর মাধ্যমে গর্ভবতী

এমনিভাবে মুহাদ্দিস আবদুল হক ইশবিলি আল আহকাম (৩/৩৩২) গ্রন্থে ইবনে আদির বর্ণিত সনদে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটির সনদ মারাত্মক পর্যায়ের দুর্বল, যার নিচে আর কোনো পর্যায় হতে পারে না। ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত আল মওযুয়াত (৩/২৩০) গ্রন্থে হাদীসটি ইবনে আদির বর্ণিত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি সহীহ নয়। সুলাইমান নাখায়ী, কালবী ও আবু সালেহের মতো সকল মিথ্যাবাদী এই হাদীসের ব্যাপারে একমত হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহিমাহুল্লাহ আত তালখীস (১/৩৫৪) গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেছেন, ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে আল মওযুয়াতে উল্লেখ করেছেন। সকলের সম্মতিক্রমেই সংশ্লিষ্ট মাসআলায় এই হাদীস দিয়ে দলিল প্রদান করার প্রয়োজন নেই। ইবনুল মুনযিরসহ প্রমুখরা এটি নকল করেছেন। ইবনে আবি শাইবা ও আবদুর রাজ্জাক হাদীসটি আলী রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হিজড়া তার পেশাবের রাস্তার ভিত্তিতে উত্তরাধিকারী হবে। এর সনদ সহীহ। আল্লামা আইনী 'আল বিনায়া শরহুল হিদায়া' (১৩/৫২৯) গ্রন্থে বলেন, আবু ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ একজন বিশ্বস্ত মুজতাহিদ ইমাম। এই হাদীস দলিলযোগ্য নয় জানার পরও তিনি কীভাবে কালবী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করবেন! তিনি যদি কালবীকে বিশ্বস্ত রাবী হিসেবে না জানতেন, তবে তিনি কখনোই কালবী থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না। তা ছাড়া কালবীর এই হাদীসকে আলি রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসটিও সমর্থন করে।

হয়, তখন সেই গর্ভে জন্ম হওয়া ভ্রূণ আল্লাহর ইচ্ছায় পুরুষ হয়। এমনিভাবে যখন কোনো ডিম্বাণু নারী চিহ্নবাহী কোনো শুক্রাণুর মাধ্যমে গর্ভবতী হয়, তখন সেই গর্ভে জন্ম হওয়া ভ্রূণ আল্লাহর ইচ্ছায় নারী হয়। আর গড়নের স্তরে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণীত হয় সপ্তম সপ্তাহে ফেরেশতার আগমনের পর। প্রজনন গ্রন্থি ডিম্বাশয় নাকি শুক্রাশয় এটা তখনই জানা যায়। আর ১২তম সপ্তাহে বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গসমূহ নির্ণীত হয়। কখনো কখনো বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গসমূহের গঠন প্রজনন গ্রন্থির ধরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। কোন বাচ্চা প্রকৃতপক্ষে পুরুষ হয়েও বাহ্যিক অঙ্গসমূহে নারীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে পারে, আবার এর বিপরীতও হতে পারে।[৯]

লেখকের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত

আমরা ওপরে লিঙ্গ নির্ধারণের ব্যাপারে ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ডের তুলনামূলক পর্যালোচনা পেশ করেছি। উপরোক্ত তুলনামূলক পর্যালোচনার ভিত্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ডের মাঝে বৈপরীত্য মেনে নিয়ে দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া। ডক্টর মুহাম্মাদ আলি আল বার তাঁর লিখিত রিসালা 'মুশকিলাতুল খুনসা বাইনাত তিব্বি ওয়াল ফিকহি'-তে এই অবস্থানই গ্রহণ করেছেন।

ফলে তিনি লেখেন, 'ফুকাহায়ে কেরাম হিজড়ার লিঙ্গ নির্ধারণে পেশাবের রাস্তাকে বিবেচনায় নেন। যদি হিজড়া পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাব করে, তাহলে সে পুরুষ হবে। আর যদি যোনিপথ কিংবা যোনিমুখের নিচ দিয়ে পেশাব করে, তাহলে সে নারী হিসেবে বিবেচিত হব। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম খুনসা শিশুদের দাঁড় করিয়ে দেয়ালের দিকে পেশাব করতে বলতেন। কোনো শিশুর পেশাব স্প্রের মতো ছিটিয়ে প্রবাহিত হলে সে নারী হিসেবে ধর্তব্য হতো। আর কোনো শিশুর পেশাব সোজা নিক্ষিপ্ত হলে সে পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হতো। আর যার পেশাবের রাস্তা অস্পষ্ট থাকত, সে হতো তাদের নিকট খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া। নিঃসন্দেহে এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া ত্রুটির সম্মুখীন হবে। হতে পারে কোনো খুনসা ক্রোমোজোম ও প্রজনন গ্রন্থিতে একজন পুরুষ। কিন্তু তার পেশাবের রাস্তা পুরুষাঙ্গের নিচে আর অণ্ডকোষ কিছুটা বিদীর্ণ। যার দরুন দেখতে সেটা নারীদের যোনিপথের মতো লাগে। এমতাবস্থায় একজন ফকীহ উক্ত মানদণ্ডের আলোকে তাকে নিশ্চিতভাবেই নারী হিসেবে চিহ্নিত করবে। অথচ বাস্তবতা হলো, সে একজন পুরুষ এবং অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার প্রাকৃতিক গঠন ফিরিয়ে আনা সম্ভব। (এই ভুল চিহ্নিতকরণের ফলে) সে মিরাস, ফাই, গনীমতসহ এই ধরনের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। একজন

---

৯. খলকুল ইনসান বাইনাত তিব্বি ওয়াল কুরআন, মুহাম্মাদ আলি আল বার, পৃষ্ঠা : ৩০২

নারীর মতো তার মিরাস, জিহাদে অংশগ্রহণ করলে ফাই ও গনীমত অংশ নির্ধারণ করা হবে এবং তাকে প্রদান করা হবে। নামাজের ইমামতি, বিচারক ও সাধারণ নেতৃত্ব ... ইত্যাদি দায়িত্ব তাকে দেয়া হবে না, যেগুলো বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত। নিঃসন্দেহে এই ধরনগুলোতে ফুকাহায়ে কেরামের চিহ্নিতকরণ-প্রক্রিয়া ভুল। তবে এর জন্য আমরা তাদেরকে কোনোপ্রকার দোষারোপ করতে পারব না এবং তাদের দিকে অজ্ঞতার আঙুল তুলতে পারব না। কারণ, এটাই ছিল তাদের যুগের তথ্য ও গবেষণা।'

তবে বর্তমানে খুনসা প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামতের দ্বারস্থ হতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হলেন ডাক্তারগণ, ফুকাহায়ে কেরাম নন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'তোমরা যদি না জানো, তাহলে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস করো।[১০]

ফিকহের কিতাবসমূহে খুনসা বা হিজড়া প্রসঙ্গে যা কিছু বলা হয়েছে, সর্বপ্রথম সেগুলো ডাক্তারদের কাছে পেশ করা। ডাক্তাররা যদি কারও ক্ষেত্রে ক্রোমোজম ও প্রজনন গ্রন্থির ভিত্তিতে পুরুষ হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে সেটাই বিবেচ্য হবে। তখন ফুকাহায়ে কেরামের দায়িত্ব হবে ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিকহী আহকাম রচনা ও প্রয়োগ করা।[১১]

ডক্টর মুহাম্মাদ আলি আল বার হাফিযাহুল্লাহর মতামত ছাড়াও লিঙ্গ নির্ধারণে ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ড দেখে বাহ্যিকভাবে মনে হয় যে, উভয় মানদণ্ড পৃথক ও ভিন্ন ভিন্ন। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম তাদের আলোচনায় পেশাব ও বাহ্যিক আলামতসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পেশাবের রাস্তাকে ভিত্তি বানিয়েছেন। পেশাব পুরুষাঙ্গ দিয়ে বের হলে খুনসাকে পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। আর পেশাব নারীর যোনিপথ দিয়ে বের হলে নারী হিসেবে বিবেচিত হবে। পুরুষাঙ্গ, যোনিপথ ও এগুলো দিয়ে পেশাব বের হওয়ার আলাপ মূলত লৈঙ্গিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা।

পক্ষান্তরে চিকিৎসকরা তাদের আলোচনার ভিত্তি বানিয়েছেন প্রজনন গ্রন্থিকে। এ জন্য বাহ্যিকভাবে উভয় মানদণ্ডের আলোচনা দেখলে মনে হয়, উভয়টিই পৃথক পৃথক অবস্থান। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে বোঝা যাবে, উল্লেখিত উভয় মানদণ্ডে কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং উভয়টি একই অবস্থান।

---

১০. সূরা নাহল, (১৬) : ৪৩

১১. মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামিয়্যি, ৬/৩৫৫

মূলত ফুকাহায়ে কেরাম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পেশাবের রাস্তাকে বিবেচনায় নিয়েছেন। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর স্বয়ং ফুকাহায়ে কেরামও হায়েয, স্বপ্নদোষ, গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদি বিষয়কে ধর্তব্য করেছেন। আর এটা একেবারেই সুস্পষ্ট যে, উল্লেখিত বিষয়গুলো প্রজননব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত ও কার্যক্রম। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 'খুনসা হলো যার যোনিপথ ও পুরুষাঙ্গ উভয়টি আছে অথবা যার উভয়টি থেকে যেকোনো একটি উন্মুক্ত। সে পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাব করলে পুরুষ, যোনিপথ দিয়ে পেশাব করলে নারী। যদি উভয় রাস্তা দিয়েই পেশাব করে, তাহলে অগ্রবর্তী রাস্তাকে বিবেচনায় নেয়া হবে। আর যদি উভয় রাস্তা দিয়ে একসাথে বের হয়, তাহলে সে খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া। (পরিমাণের আধিক্যকে বিবেচনায় নেয়া হবে না) এটা বালেগ হওয়ার পূর্বের অবস্থা। বালেগ হওয়ার পর যদি তার দাড়ি গজায়, নারীর সাথে সহবাস করতে পারে বা পুরুষের মতো স্বপ্নদোষ হয়, তাহলে সে পুরুষ। আর যদি তার নারীদের মতো স্তন হয় অথবা তার স্তন দিয়ে দুধ আসে বা তার মাসিক হয়, পেটে বাচ্চা আসে এবং তার যৌনাঙ্গ দিয়ে সহবাস করা যায়, তাহলে সে একজন নারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি উল্লেখিত উভয় দিকের আলামতের কোনো আলামতই তার মাঝে দেখা না যায় কিংবা উল্লেখিত নিদর্শনসমূহের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবুও সে জটিল হিজড়া হিসেবে বিবেচিত হবে, প্রাধান্য দানকারী কোনো বিষয় না থাকার কারণে।[১২]

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহ ইমদাদুল ফাতাওয়াতে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

প্রশ্ন :

আমার এক ভাই আছে। তার মাঝে একসাথে এমন কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে, যেগুলোর কারণে সে পুরুষ নাকি নারী তা বোঝা মুশকিল হয়ে গেছে। সেই আলামতগুলো হলো :

১. তার কোনো পুরুষাঙ্গ নেই। পুরুষাঙ্গের জায়গায় ছোট আঙুলের সমান এক টুকরো গোশত রয়েছে। আবার এই গোশতের টুকরো নারীদের যোনিপথের মতোও না। আর এদিক দিয়েই তার পেশাব বের হয়।

২. অণ্ডকোষও নেই।

৩. প্রত্যেক মাসে মহিলাদের মতো তার হায়েয (মাসিক) হয়।

৪. তার দুই স্তনও নারীদের মতো ফুলে গেছে।

---

১২. আদ দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা ৭৫১

৫. তার শাহওয়াত বা যৌন আসক্তি দুমুখী। পুরুষের সাথে শুতে গেলে পুরুষের প্রতি আসক্তি জাগে, আবার নারীদের সাথে শুতে গেলে নারীদের প্রতি আসক্তি জাগে।

৬. আবার তার কখনো বীর্যও বের হয় না। যেন এটা চিরতরে বন্ধ হয়ে আছে।

অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যাপারটি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিন যে, সে এখন নারীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি পুরুষের? সে কীভাবে নামাজ-রোজা আদায় করবে?

উত্তর :

প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে। এ জন্য তার ক্ষেত্রে পেশাবের জায়গাকে কোনো ধর্তব্য আলামত বানানো যাবে না। ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে আছে, (পেশাবের আলামতগুলো বর্ণনার পর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন,) এই জটিলতা বালেগ হওয়ার পূর্বেই বহাল থাকবে। কিন্তু বালেগ হওয়ার পর এই জটিলতা চলে যাবে। বালেগ হওয়ার পর যদি সে পুরুষাঙ্গ দিয়ে যৌনমিলন করে, তাহলে সে পুরুষ। এমনিভাবে পুরুষাঙ্গ দিয়ে সহবাস না করে যদি তার দাড়ি গজায়, তবেও সে পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। (এমনটাই বলা হয়েছে যাখিরা গ্রন্থে) এমনিভাবে তার যদি পুরুষের মতো স্বপ্নদোষ হয় অথবা সমতল স্তন থাকে, তাহলেও পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি তার নারীদের মতো স্তন হয় অথবা তার স্তন দিয়ে দুধ আসে বা তার মাসিক হয়, পেটে বাচ্চা আসে এবং তার যৌনাঙ্গ দিয়ে সহবাস করা যায়, তাহলে সে একজন নারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি উল্লেখিত উভয় দিকের আলামতের কোনো আলামতই তার মাঝে দেখা না যায়, তাহলে সে খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া। এমনিভাবে যদি উল্লেখিত নিদর্শনসমূহের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবুও সে জটিল হিজড়া হিসেবে বিবেচিত হবে। (হেদায়া গ্রন্থেও এমনটি আছে) আর বীর্য বের হওয়ার কোনো ধর্তব্য নেই। কারণ, এটা যেমন পুরুষের বের হয়, তেমনি নারীরও বের হয়।

উল্লেখিত অবস্থাগুলো যাচাইয়ের পর একজন খুনসা (হিজড়া) কোনোভাবেই মুশকিল (জটিল) থাকবে না। কারণ, হয়তো সে গর্ভধারণ করবে, বা হায়েয হবে অথবা নারীর মতো তার স্তন হবে। আর এসবের মাধ্যমে তার অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর যদি উল্লেখিত কোনো কিছুই তার প্রকাশ না হয়, তাহলে সে পুরুষ। নারীদের মতো স্তন উৎগত না হওয়াই তার পুরুষ হওয়ার ক্ষেত্রে শরয়ী দলীল। এমনটাই 'মাবসুত' গ্রন্থে এসেছে।[১৩]

উল্লেখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বালেগ হওয়ার পর ফুকাহায়ে কেরামও পেশাবের

---

১৩. ৭/২৮৫

জায়গাকে ধর্তব্য করেননি। বিশেষত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহিমাহুল্লাহর প্রশ্নোত্তরের নিম্নোক্ত বক্তব্যে সেটা একদম সুস্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। শুরুতেই তিনি বলেছেন, 'প্রশ্ন থেকে বোঝা যায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছে। এ জন্য তার ক্ষেত্রে পেশাবের জায়গাকে কোনো ধর্তব্য আলামত বানানো যাবে না।'

ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, গর্ভধারণ ও প্রসব-ক্ষমতাকে অন্য সকল বিপরীত আলামতের ওপর প্রাধান্য দেয়া হবে। অর্থাৎ কারও মাঝে যদি গর্ভধারণ ও প্রসব-ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং এর পাশাপাশি পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাব বের হয়, তাহলে তার গর্ভধারণ ও প্রসব-ক্ষমতাকে প্রাধান্য দেয়া হবে। এ রকম খুনসাকে মহিলা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে। আর পুরুষাঙ্গ দিয়ে পেশাবের বিষয়টিকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পুরুষ হওয়ার আলামত হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেটার আর কোনো ধর্তব্য থাকবে না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় : উপযুক্ত সময়ে বীর্য বের ও হায়েয হওয়া। পুরুষাঙ্গ দিয়ে বীর্য বের হলে পুরুষ। আর যোনিপথ দিয়ে বীর্য বের হলে অথবা হায়েয হলে মহিলা। তবে শর্ত হলো, বীর্য বা হায়েয একাধিকবার বের হতে হবে। যেন ধারণা মজবুত হয়। ঘটনাক্রমে হঠাৎ হওয়া যাবে না। শাইখাইনও এর পক্ষে শক্ত মত দিয়েছেন। ইমাম ইসনাভী রহিমাহুল্লাহ (৭০৪-৭৭২ হি.) বলেন, আর পেশাবের ব্যাপারে শাইখানাইনের চুপ থাকা থেকে বোঝা যায়, পেশাবের ব্যাপারটি শর্ত নয়। প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, সবগুলোই (পেশাব, বীর্য, হায়েয) এই ক্ষেত্রে সমান বা এক। আর একাধিকবার হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্তব্য সংখ্যার ব্যাপারে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হচ্ছে, শিকারি কুকুরের মাসআলায় যা বলা হয়েছে, বিষয়টিকে এর সাথেই সম্পৃক্ত করা। অর্থাৎ বিষয়টি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাওয়া।

যদি তার উভয় রাস্তা দিয়েই বীর্য বের হয়, তাহলে বিশুদ্ধ মতে বীর্যের মাধ্যমেই তার লিঙ্গ চিহ্নিত হবে। সুতরাং এর মধ্য থেকে (একটি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ পুরুষের বীর্য, আর আরেকটি দিয়ে) অর্ধেকের মতো পুরুষের বীর্য নির্গত হলে সে পুরুষ। আর (একটি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ নারীর বীর্য, আরেকটি দিয়ে) অর্ধেকের মতো নারীর বীর্য বের হলে সে নারী। আর যদি তার পুরুষের যৌনাঙ্গ দিয়ে বীর্য নির্গত হয়, যার অর্ধেক বীর্য পুরুষের হয় অথবা মহিলাদের যোনিপথ দিয়ে বীর্য বের হয়, যার অর্ধেক বীর্য নারীর হয় কিংবা তার নারীদের যোনিপথ দিয়ে বীর্য বের হয়, যার অর্ধেক বীর্য পুরুষের হয় বা এর বিপরীত হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে (চিহ্নিত করার) কোনো আলামত ধর্তব্য হবে না। এমনিভাবে যদি পেশাব, হায়েয অথবা বীর্য অসংগতিপূর্ণ হয়, যেমন সে পুরুষের যৌনাঙ্গ দিয়ে পেশাব করল এবং মহিলাদের যোনিপথ দিয়ে হায়েয বের

হলো বা বীর্য নির্গত হলো (তাহলেও কোনো দিকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না)। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী একই কথা বীর্য ও হায়েয বিপরীতমুখী হলে।

চতুর্থ : সন্তান জন্মদান। এটি নারীত্বকে সুনিশ্চিত করে। ফলে জন্মদান ক্ষমতা বিপরীত সকল আলামতের ওপর প্রাধান্য পাবে। শরহুল মুহাযযাবের লেখক বলেন, যদি গর্ভধারণ করে (কাবিলারা বলে, এটা আদমসন্তান জন্মের সূচনা), তাহলে এর ভিত্তিতেই হুকুম প্রয়োগ হবে। আর যদি তারা সন্দেহ সৃষ্টি করে (গর্ভের ব্যাপারে), তাহলে অস্পষ্টতা থেকে যাবে। তিনি বলেন, যদি তার পেট ফুলে ওঠে ও গর্ভধারণের আলামত প্রকাশ পায়, তাহলেও তার ব্যাপারে নারী হওয়ার সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না প্রসব নিশ্চিত হচ্ছে। কুমারী নারীর ব্যাপারে রদ্দে আইব, তালাকের হুরমত, তালাকপ্রাপ্তা খরচের হকদার হওয়া ইত্যাদি মাসআলার ফিকহী মূলনীতির অনুগামী হিসেবে।[১৪]

উল্লেখিত ইবারত থেকে জানা গেল যে, প্রাপ্তবয়স্কের পর ফুকাহায়ে কেরামের রায় অনুযায়ী পেশাবের জায়গার কোনো বিবেচনা নেই; বরং তখন পেশাবের বিপরীতে গর্ভধারণ ও প্রসবকে প্রাধান্য দেয়া হবে। যেটি প্রজনন ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম। এ জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরবর্তী অবস্থাতে ফিকহ ও চিকিৎসা উভয় শাস্ত্রের মানদণ্ডে মৌলিক কোনো বৈপরীত্য বা পার্থক্য নেই। কেননা, চিকিৎসকরা ডিম্বাশয়, গর্ভ, জরায়ু, শুক্রাশয়সহ ইত্যাদি প্রজনন-সংক্রান্ত বিষয়কে বিবেচনা করেন। আর ফুকাহায়ে কেরাম এসব প্রজনন গ্রন্থির দৃশ্যত কার্যক্রম তথা হায়েয, গর্ভধারণ ও প্রসবকে বিবেচনা করেন। এর দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, উভয় মানদণ্ডে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই।

তবে একটি প্রশ্ন অবশ্য থেকে যায় যে, বালেগ হওয়ার পূর্বে তো ফুকাহায়ে কেরাম সর্বোতভাবে পেশাবের রাস্তাকেই বিবেচনায় নিয়েছেন। অথচ চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ড বালেগ হওয়ার পূর্বেও প্রজনন ব্যবস্থাকেই বিবেচ্য বানিয়েছে। এ জন্য অন্ততপক্ষে বালেগ হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থাতে উভয় মানদণ্ডের মাঝে বৈপরীত্য পাওয়া যায়। এই প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া যায়, ফুকাহায়ে কেরাম প্রাপ্তবয়স্কের পর গর্ভধারণ ও প্রসব ইত্যাদিকে বিবেচনা করেছেন এবং এসবকে পেশাবের জায়গার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। এতে পরিষ্কার বোঝা যায়, তাদের নিকট পেশাবের রাস্তা মৌলিক কোনো মানদণ্ড নয়। ফুকাহায়ে কেরামের নিকট প্রকৃত মানদণ্ড হলো পুরুষত্ব ও নারীত্বের আলামতসমূহের ভিত্তিতে তৈরি তাদের মাঝে পার্থক্য এবং সেটার ভিত্তিতে কোনো একটি লিঙ্গ নির্ধারণ। যেটা বালেগ হওয়ার পূর্বে পেশাবের রাস্তা দিয়ে সম্ভব। আর বালেগ হওয়ার পর অন্যান্য আলামতের

---

১৪. আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ির লিস সুয়ুতী, ২৪২

মাধ্যমে সেটা প্রকাশিত হয়। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম বালেগ হওয়ার পর সেসব আলামতের আলোচনা করেছেন। কিন্তু বালেগ হওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের জন্য সেসব আলামতের কথা উল্লেখ না করার দ্বারা ফুকাহায়ে কেরামের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, বালেগ হওয়ার পূর্বে এসব আলামত ধর্তব্য নয়; বরং প্রকৃত বিষয় হলো, যেহেতু স্বাভাবিকভাবে গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদি বিষয় বালেগ হওয়ার পরই প্রকাশিত হয়, এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সেসব আলামত ও লিঙ্গ নির্ধারণে সেগুলোর বিবেচনাকে বালেগ হওয়ার পরের অবস্থায় উল্লেখ করেছেন।

তবে যেহেতু বর্তমানে মেডিকেল প্রযুক্তির মাধ্যমে বালেগ হওয়ার পূর্বেই সেসব আলামতের ব্যাপারে জানা যায়, এ জন্য বর্তমান সময়ে মেডিকেল প্রযুক্তির মাধ্যমে সেসব আলামত চিহ্নিত করে পেশাবের রাস্তার ওপর সেগুলোকে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে। যেমনটা বালেগ হওয়ার পরের অবস্থায় স্বয়ং ফুকাহায়ে কেরাম প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, বালেগ হওয়ার পূর্বের অবস্থাতেও ফিকহ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ডে কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং উভয় মানদণ্ডই এক। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, ফিকহী মানদণ্ডে গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদি আলামতের আলোচনা বালেগ হওয়ার পরবর্তী অবস্থার জন্য করা হয়েছে। যার কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেটা হলো, পূর্ববর্তী যুগে বালেগ হওয়ার পূর্বে প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব ছিল না। এ জন্য বালেগ হওয়ার পূর্বে প্রজনন ব্যবস্থার বিবেচনা নেয়া যায়নি। তবে যেহেতু বর্তমানে বালেগ হওয়ার পূর্বেই মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব, এ জন্য লিঙ্গ নির্ধারণে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের মানদণ্ডে বালেগ হওয়ার পূর্বে ও বালেগ হওয়ার পরে উভয় অবস্থাতেই গর্ভধারণ, প্রসব ও প্রজনন ব্যবস্থার অন্যান্য কার্যক্রম ও বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করা হবে। আর এগুলো লিঙ্গগত ক্রোমোজম ও হরমোন সংশ্লিষ্ট মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে জানা যায়।

মোটকথা উভয় মানদণ্ডে কোনো বৈপরীত্য নেই। উভয় মানদণ্ডের মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে, বিভিন্ন অঙ্গ ও আলামতের ভিত্তিতে পুরুষত্ব ও নারীত্ব চিহ্নিত করা। যেই কাজে ফুকাহায়ে কেরাম ও চিকিৎসকগণ সকলেই প্রজনন ব্যবস্থা ও প্রজনন-সংক্রান্ত কার্যক্রম তথা গর্ভধারণ, প্রসব ইত্যাদিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর যেহেতু বর্তমানে বালেগ হওয়ার পূর্বেও মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব, এ জন্য বালেগ হওয়ার পূর্বে ও পরে উভয় অবস্থাতেই মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে প্রজনন গ্রন্থি, লিঙ্গগত ক্রোমোজম ও হরমোনের ভিত্তিতে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হবে এবং এর ভিত্তিতে চিহ্নিত লিঙ্গের হুকুমই প্রয়োগ করা হবে।

লিঙ্গ পরিবর্তনের বিধান

লিঙ্গ নির্ধারণ-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা এখন পূর্বে উল্লেখিত রোগ জেন্ডার ডিসফোরিয়া ও অন্যান্য ধরনের ভিত্তিতে লিঙ্গ পরিবর্তনের বিধান নিয়ে আলোচনা করব।

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা লিঙ্গ পরিবর্তন বা রূপান্তরকামী হয়, তারা মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে :

১. যারা মানসিক রোগ বা ব্যক্তিগত বিকৃত প্রত্যাশার কারণে নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়।

২. যারা প্রকৃত শারীরিক সমস্যা ও রোগের কারণে লিঙ্গ পরিবর্তন করতে চায়।

বিস্তারিত আলোচনা ও শরয়ী হুকুম

১. যদি কেউ নিজের অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থি ও লিঙ্গগত অঙ্গের ভিত্তিতে পরিপূর্ণরূপে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের হয়, যেমন পরিপূর্ণ পুরুষ অথবা নারী হয়, তথাপি কোনো কারণে মানসিকভাবে সে নিজের এই লিঙ্গকে মেনে নিতে প্রস্তুত না, তাহলে তার এই অবস্থাকে একটি মানসিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে শারীরিক কোনো রোগ নয়। এমনিভাবে কেবল ব্যক্তিগত আগ্রহ ও প্রবৃত্তির কামনার কারণে নিজের লিঙ্গকে পরিবর্তন করার দাবিও শরয়ী হুকুমের জায়গায় একই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই অবস্থাতে একজন পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের মানুষ লিঙ্গ পরিবর্তনের জন্য যেসব মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণ করে, এগুলোর মাধ্যমে কখনোই তার লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না। একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ কখনোই একজন নারী হতে পারে না। একইভাবে একজন পূর্ণাঙ্গ নারীও কখনো একজন পুরুষ হতে পারে না। ফলে এসব মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গ্রহণের পর একজন মানুষ ক্রোমোজমের জায়গায় পূর্ববর্তী লিঙ্গেই বহাল থাকে। এমনিভাবে বিপরীত লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যাবলি যেমন পুরুষের ভেতর গর্ভধারণ, মাসিক

ইত্যাদির ক্ষমতা তৈরি হয় না। কেবল বাহ্যিক কিছু অঙ্গ ও আলামত পরিবর্তন হয়। এই অবস্থার শরয়ী হুকুম হলো, এটি অকাট্যভাবে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন। যা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

‘এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়।’[১৫]

আমরা সবাই জানি, ইসলামী শরীয়তে খোজা বা নপুংসক হওয়াই নাজায়েয। যেটা কেবল মানুষের একটি বৈশিষ্ট্যের বিনষ্টকরণ। সেখানে লিঙ্গগত অঙ্গসমূহ বিনষ্ট করা তো আরও আগে নাজায়েয হবে। হাদীস শরীফে এসেছে,

‘আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদে ছিলাম। আমাদের সাথে কোনো নারী ছিল না। তখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমরা কি খোজা হব না? তখন রাসূল আমাদের খোজা হতে নিষেধ করলেন।’[১৬]

এমনিভাবে হাদীস শরীফে পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য বরণকারী নারী ও নারীদের সাথে সাদৃশ্য বরণকারী পুরুষের ওপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। যেখানে কেবল সাদৃশ্যের জন্য অভিশাপ করা হয়েছে, সেখানে রীতিমতো অপারেশনের মাধ্যমে অন্য লিঙ্গের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনের জঘন্যতা ও নিষিদ্ধতা আরও আগেই প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নারীদের বেশধারী পুরুষ ও পুরুষদের বেশধারী নারীদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন। এবং বলেছেন, তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। এরপর তিনি অমুককে ঘর থেকে বের করে দিলেন, উমরও আরেকজনকে বের করে দিলেন।[১৭]

২. দ্বিতীয় সুরত ছিল কোনো মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থি, হরমোন ও

---

১৫. সূরা নিসা, (৪) : ১১৯
১৬. সহীহ মুসলিম, ২/১০২২
১৭. সহীহ বুখারী, ৮/ ১৭১

ক্রোমোজম চিকিৎসা-গবেষণা অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটি লিঙ্গের এবং তার বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গসমূহ অস্পষ্ট বা জটিল। এমতাবস্থায় সে নিজের বাহ্যিক অবস্থানকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়; বরং সে অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থি অনুযায়ী নিজেকে কল্পনা করে এবং বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গ ও আলামতসমূহকে অপারেশনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থির অনুযায়ী পরিবর্তন করতে চায়। যেহেতু এমতাবস্থায় বাহ্যিক অঙ্গসমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত লিঙ্গ মেনে না নেয়া প্রকৃতপক্ষেই একটি শারীরিক সমস্যা, এ জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনধর্মী প্রচলিত অপারেশনের মাধ্যমে বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গ ও শারীরিক আলামতসমূহকে অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থির অনুগামী বানানোর অবকাশ আছে। কেননা লিঙ্গ নির্ধারণের মাসআলার আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মেডিকেল রিপোর্ট অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ গ্রন্থির ভিত্তিতে মানুষের লিঙ্গ নির্ধারিত হবে।

সুতরাং এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গ ও শারীরিক আলামতসমূহকে অপারেশনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থির অনুযায়ী ঠিক করে নেয়া জায়েয। কারণ, পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা অনুযায়ী মানুষের লিঙ্গ মেডিকেল রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। আর যেহেতু চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থি ও হরমোনকে মানদণ্ড বানানো হয়েছে, এ জন্য তার লিঙ্গ অভ্যন্তরীণ প্রজনন গ্রন্থি ও হরমোনের ভিত্তিতেই চিহ্নিত হবে। ফলে বাহ্যিক লিঙ্গগত অঙ্গ ও আলামতসমূহের মধ্যে যেসব অঙ্গ ও আলামত মেডিকেল রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত লিঙ্গের বিপরীত হবে, সেটা অতিরিক্ত অঙ্গের হুকুমে পড়বে এবং প্রকৃত লিঙ্গ পরিচয়ে অস্পষ্টতা তৈরির কারণে সেটাকে একটি সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হবে। যার দরুন এমন অঙ্গ ও আলামতকে অপারেশনের মাধ্যমে দূর করা; বরং সংশোধন করা জায়েয হবে। এমনকি এই অবস্থাতে উল্লেখিত অঙ্গ ও আলামতকে দূর করা এবং প্রকৃত লিঙ্গ অনুযায়ী সংশোধন করার প্রক্রিয়াকে লিঙ্গ পরিবর্তন নামেই ডাকা হবে না। এটাকে বরং লিঙ্গ উন্মোচন বা লিঙ্গ সংশোধন হিসেবে নামকরণ করা হবে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের চিকিৎসা-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃত লিঙ্গের উন্মোচন ও সংশোধন হয়ে থাকে। নারীর ভেতরের গর্ভধারণ, মাসিক ইত্যাদির ক্ষমতা প্রকাশমান হয়ে যায় এবং পুরুষের ভেতরের পুরুষত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে ওঠে।

সমকালীন প্রায়সংখ্যক উলামায়ে কেরাম ও দারুল ইফতা দ্বিতীয় অবস্থার বৈধতার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। বিশেষভাবে ডক্টর শায়খ মুহাম্মাদ আবদুল বার হাফিযাহুল্লাহ নিজের লিখিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ 'মুশকিলাতুল খুনসা বাইনাত তিব্বি ওয়াল ফিকহি'-তে লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে

প্রাধান্য দিয়ে শরয়ী বিধান প্রয়োগের জন্য এটাকেই ভিত্তি বানিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী লিঙ্গ সংশোধনের প্রক্রিয়াকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ ছাড়াও সৌদি আরবের 'আল লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা' ও 'হাইয়াতু কিবারিল উলামা বিল লাজনাতিদ দায়িমা'-এর মতো দুটি শরয়ী বোর্ড দ্বিতীয় অবস্থাতে লিঙ্গ সংশোধনকে বৈধ হিসেবে ফতোয়া দিয়েছে এবং এ-সংক্রান্ত আলোচনায় 'আল মাজমাউল ফিকহুল ইসলামিয়্যু'-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন হিসেবে উল্লেখ করেছে।

১. রাবেতা আলমে ইসলামীর ফিকহী বোর্ড আল মাজমাউল ফিকহুল ইসলামিয়্যু ১৯৮৯ সালের ১৯-২৬ ফেব্রুয়ারিতে মক্কা মোকাররমায় অনুষ্ঠিত তাদের ১২তম সেমিনারে লিঙ্গ পরিবর্তন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছে। বোর্ডের সদস্যদের মাঝে আলোচনা-পর্যালোচনার পর তারা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে :

প্রথমত, পূর্ণাঙ্গ (সুস্থ ও সুস্পষ্ট) শারীরিক অঙ্গধারী পুরুষ ও পূর্ণাঙ্গ শারীরিক অঙ্গধারী নারীর জন্য লিঙ্গ পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরিত হওয়া বৈধ নয়; বরং এই ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। কারণ, এটি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির পরিবর্তনকে শয়তানের কাজ হিসেবে উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করেছেন। শয়তানের বক্তব্য তুলে ধরে তিনি বলেন,

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

'তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।'

সহীহ মুসলিমে ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى، مَالِي لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

'আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক সেসব নারীর ওপর, যারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে এবং উৎকীর্ণ করায়, যারা চুল, ভ্রু উঠিয়ে ফেলে এবং সৌন্দর্যের জন্য সামনের দাঁত কেটে সরু করে দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়। রাবী বলেন, আমি কেন তার ওপর লানত করব না, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন? আর আল্লাহর কিতাবে আছে : রাসূল তোমাদের কাছে যে বিধান এনেছেন তা গ্রহণ করো।'

দ্বিতীয়ত, যার মাঝে নারী ও পুরুষ উভয়ের আলামত একত্রিত হয়েছে, তার

ক্ষেত্রে আলামতের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হবে। যদি তার মাঝে পুরুষত্বের আলামত প্রাধান্য পায়, তাহলে তার জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে তার পুরুষ লিঙ্গের অস্পষ্টতা দূর করা বৈধ। আর যদি নারীত্বের আলামত প্রাধান্য পায়, তাহলে তার জন্য মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে নারী লিঙ্গের অস্পষ্টতা দূর করা বৈধ। সেটা সার্জারির মাধ্যমে হোক কিংবা হরমোনাল থেরাপির মাধ্যমে হোক। কারণ, এই অবস্থাটা মূলত একধরনের অসুস্থতা। আর চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করাই উদ্দেশ্য, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন নয়।

২. আমার জন্য কি লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী হওয়া বৈধ হবে? আমি পুরুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি এবং এখনো বায়োলজিক্যালি আমি একজন পুরুষ। আমি পশ্চিমা সমাজে বড় হয়েছি। যেই সমাজের মূল্যবোধকে আমি ঘৃণা করি। আমি এর প্রতি পরিপূর্ণরূপে বিরক্ত। আনুমানিক চার বছর আগ থেকে আমি প্রতিদিন সালাতে আল্লাহর কাছেই কেবল দুআ করে এসেছি। এখন আমি এই অবস্থায় পৌঁছেছি যে, আপনাদের মতো আলেমদের কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা সম্ভব হচ্ছে। আশা করি আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রজ্ঞা ও ইলমের মাধ্যমে এই প্রশ্নের সমাধা দেবেন।

আমার এই প্রশ্ন পশ্চিমা চেতনা থেকে তৈরি হয়েছে। যেই চেতনা আর অনুভূতি শৈশব থেকেই তারা আমার ভেতর বপন করেছে। আমি একজন ছেলে হিসেবে জীবনযাপন করতে চাই না। আমি নিজেকে একজন মেয়ে মনি করি। আমার অনুভূতি বর্তমানে আরও পোক্ত হয়েছে। অথচ আমি প্রকৃতিগতভাবে একজন পুরুষ। একজন পুরুষের সকল ভূমিকা পূর্ণাঙ্গরূপেই আমি সম্পাদন করতে পারি। কিন্তু মানসিকভাবে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য ধারণ করি। আমি যৌনসম্পর্ক ও আবেগের জায়গা থেকে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ ও টান অনুভব করি। অথচ আমি এখনো পর্যন্ত কারও সাথে কোনো প্রকার শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করিনি। আমি অনুভব করি, আমাকে একজন মেয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু আমি আমার নারীত্বকে ব্যক্ত করতে পারি না। কারণ আমার শারীরিক গঠন পুরুষের। এ জন্য আমি মনে করি, লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশনই আমার বিদ্যমান অবস্থার নিরাময়ের জন্য সহযোগী হবে। তবে ইসলামী শরীয়ায় এই ধরনের প্রক্রিয়া বৈধ না হলে আমি এমনটি করব না। আর এ জন্যই উত্তর জানার জন্য আপনাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি।

আমি মনে করি, ইতিপূর্বে কেউ আপনাদের এই ধরনের প্রশ্ন করেনি। আমি প্রত্যাশা রাখি, বিষয়টি জটিল হলেও আপনারা আমাকে এর উত্তর জানাবেন এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন। আমি ছেলে হই কিংবা মেয়ে, সর্বাবস্থায় আমি একজন মুসলিম। আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাকে চিরকাল মুসলিম

হিসেবে হেফাজত রাখেন। আশা করি দ্রুতই আপনাদের প্রত্যুত্তর পাব। দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদের সকল নেক কাজের বিনিময় দান করেন। এই আশা ব্যক্ত করেই আমি আমার বার্তার ইতি টানছি। আসসালামু আলাইকুম।

উত্তর :

প্রথমত আল্লাহ তাআলা বলেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।’[১৮]

সুতরাং মুসলিমদের জন্য আবশ্যক হক, আল্লাহর সৃষ্টি ও ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা।

যদি আপনার অবস্থা আপনার বর্ণনা অনুযায়ী হয় যে, আপনার পুরুষত্ব সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। একজন পুরুষের সকল কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে আপনি সম্পাদন করতে পারেন। যদিও এখনো পর্যন্ত আপনি কারও সাথে যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হননি। এমতাবস্থায় আপনার জন্য জরুরি হলো, নিজের পুরুষত্বকে হেফাজত করা, আল্লাহ আপনাকে যে বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দিয়েছেন সে ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা এবং পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করার দরুন আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। দ্বীন ও মানবতার সেবায় একজন পুরুষ একজন নারী থেকেও বেশি সক্ষমতা রাখে। (দায়িত্বের জায়গা থেকেও) একজন পুরুষ উচ্চ আসনে। যেমন আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় :

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

‘পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।’[১৯]

---

১৮. সূরা শুরা, (৪২) : ৪৯-৫০

১৯. সূরা নিসা, (৪) : ৩৪। পূর্বে আল্লাহ যা দ্বারা কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষায়

দ্বিতীয়ত, আপনার পুরুষত্ব যখন সুস্পষ্ট ও সুপ্রমাণিত, তখন নারী হওয়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের অপারেশন করা মূলত আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ও আল্লাহ আপনার জন্য যা নির্বাচন করেছেন তার প্রতি অসন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য হবে। আপনার অপারেশন ও নারীতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও কখনোই আপনার জন্য একজন নারী হওয়া সম্ভব নয়। পুরুষ ও নারী প্রত্যেকেরই সৃষ্টিগত সহজাত কিছু ব্যবস্থাপনা আছে। আল্লাহ ছাড়া সেগুলো তৈরি এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য প্রদান কারও পক্ষেই সম্ভব না। কেবল পুরুষের যৌনাঙ্গ ও নারী যোনিপথের ছিদ্রই সবকিছু নয়; বরং শুক্রাশয় ও ইত্যাদি অঙ্গ থেকে গঠিত, সম্পৃক্ত ও সুবিন্যস্ত এক পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া একজন পুরুষের ভেতর চলমান আছে। আর প্রত্যেকটি অংশেরই আছে অনুভূতি ও নিঃসরণধর্মী বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও কর্ম। এমনিভাবে একজন নারীর ভেতরও আছে ডিম্বাশয় ও এর অনুগামী নানা গ্রন্থির সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়া। আর এর প্রত্যেকটি অংশেরই আছে অনুভূতি ও নিঃসরণধর্মী বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও তৎপরতা। এগুলোর প্রত্যেকটির মাঝে আছে যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা। নারী-পুরুষের উক্ত ব্যবস্থাপনার কোনো কিছু প্রদান করা, জন্ম দেয়া, পরিচালনা করা, রূপান্তর করা ও বহাল রাখার কোনো প্রকার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; বরং সকল কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে, যিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, সর্বোচ্চ পরাক্রমশালী, সূক্ষ্মদর্শী, চিরজ্ঞাত।

সুতরাং যে অপারেশন আপনি করতে চাচ্ছেন, সেটি একটি অনর্থক বিষয়। এর মাঝে কোনো প্রকার উপকারিতা নেই; বরং এই প্রক্রিয়া আপনাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দিলেও আপনার জন্য বিপদ আছে। সর্বনিম্ন বিপদ হলো, আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন আপনি তাও হারাবেন আর যা আপনি অর্জন করতে চেয়েছেন সেটাও অধরা থাকবে। আবার এই ব্যর্থ অপারেশনের মাধ্যমে আপনি যেই মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছেন, সেটাও সঙ্গে থেকে যাবে।

পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হতে নিষেধ করা হয়েছিল। এ স্থলে বিশেষভাবে নারীর ওপর পুরুষকে শ্রেষ্ঠত্বদানের কথা উল্লেখ করে নারীদেরকে তা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে সাধারণভাবে জ্ঞান-বুদ্ধি, পরিচালনা-ব্যবস্থাপনার যোগ্যতা ইত্যাদিতে তার অগ্রগামিতা। বলাবাহুল্য, এসব কেবলই পার্থিব জিনিস, আর এর ভিত্তিতে যে শ্রেষ্ঠত্ব, তাও কেবল পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বের পাশাপাশি পুরুষের ওপর রয়েছে নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বভার। এ দুই কারণে পুরুষকে নারীর অভিভাবক বানানো হয়েছে। শরীয়তের অন্যান্য বিধানের সাথে এই অভিভাবকত্ব পুরুষের প্রতি শরীয়তের এক বিশেষ বিধান। এমনিভাবে তার সে অভিভাবকত্ব মেনে নেওয়াটা নারীর প্রতি অন্যান্য বিধানের সাথে এক বিশেষ বিধান। সুতরাং উভয়েই আপন-আপন ক্ষেত্রে শরয়ী বিধানের অধীন। শরীয়তের সমস্ত বিধান মেনে চলাকে এককথায় তাকওয়া বলে। আখিরাতের শ্রেষ্ঠত্ব তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সে-ই বেশি মর্যাদাবান, যে বেশি মুত্তাকী (সূরা হুজুরাত)। সুতরাং নর-নারী প্রত্যেকের কর্তব্য, আল্লাহ তাকে যে অবস্থানে রেখেছেন তাতে খুশি থেকে তাকওয়ায় অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত, যদি আপনার পুরুষত্ব সুনিশ্চিত না হয়, হয়তো আপনি নিজ শরীরের বাহ্যিক আলামত দেখে নিজেকে পুরুষ ভাবছেন, অপরদিকে মানসিকভাবে নারীত্বের বৈশিষ্ট্য ধারণ করছেন। যৌন ও আবেগের দিক থেকে আপনি ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছেন, তাহলে আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি যে ধরনের অপারেশনের কথা ভাবছেন, সেদিকে ধাবিত না হয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। যদি তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিত করে যে, আপনি বাহ্যিক দেহে পুরুষ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (অভ্যন্তরীণভাবে) নারী, তবে আপনার বিষয়টি তাদের হাতে ছেড়ে দিন। তারা অপারেশনের মাধ্যমে আপনার নারীত্বকে পরিপূর্ণরূপে উন্মোচন করবে। আর এটা পুরুষ থেকে নারী হওয়া হিসেবে বিবেচিত হবে না। কারণ এর ক্ষমতা তো ডাক্তারদের হাতে নেই। এটি বরং আপনার প্রকৃত লিঙ্গকে প্রকাশ বা উন্মোচনকরণ এবং আপনার দেহ ও মনের গহিনে যেই অস্পষ্টতা ও জটিলতা ছিল সেটাকে দূরীকরণ। আর যদি বিশেষজ্ঞদের কাছে ভিন্ন কিছু ধরা না পড়ে, তবে আপনি নিজ থেকে অপারেশন করতে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলবেন না; বরং আল্লাহর ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকুন। এই বিপদে আপনার রবের সন্তুষ্টির জন্য এবং অপারেশনের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্যধারণ করুন। আল্লাহকে ভয় করুন, তাঁর কাছে অনুনয়-বিনয় করুন। যেন তিনি আপনার প্রকৃত অবস্থাকে উন্মোচন করে দেন এবং আপনার মানসিক অস্থিরতা দূর করে দেন। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার কাছে সকল কিছুর রাজত্ব, তিনিই সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।[২০]

২০. আল লাজনাতুদ দায়িমা লিল বুহুসিল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ২৫/৪৪

জটিল হিজড়ার আলোচনা

এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গধারী মানুষ ও সাধারণ হিজড়াদের জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের নামে প্রচলিত অপারেশন করার শরয়ী হুকুম স্পষ্ট করা হয়েছে। এখন আমরা খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়াদের জন্য এই অপারেশনের বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে আলোচনা করব। তবে এর আগে এটা বুঝতে হবে যে, শরয়ী দৃষ্টিতে জটিল হিজড়া পুরুষ, মহিলা নাকি অন্য কোনো লিঙ্গের মানুষ? এই আলোচনার অধীনে আমাদের সামনে আরেকটি মাসআলা স্পষ্ট হয়ে যাবে—শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী ছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের কোনো ধারণা বা অস্তিত্ব আছে কি না?

এই বিষয়ে আলোচনা খুবই জরুরি। কারণ বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্ব পুরুষ ও নারী ছাড়াও ট্রান্সজেন্ডার, ইউনিসেক্স, বাই সেক্সুয়াল, মাল্টি সেক্সুয়াল, জেন্ডার ব্লাইন্ডনেস খোজাসহ এমন নানা ধরনের পৃথক পৃথক লিঙ্গের ধারণা প্রচার করছে এবং মানুষকে সেগুলোর সাথে পরিচিত করাচ্ছে। পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের দেশেও এই ধরনের বিকৃত ধারণাগুলো গ্রহণ করা নেয়া হচ্ছে। এ জন্য জরুরি হলো শরয়ী মানদণ্ডের জায়গা থেকে দেখা যে, পুরুষ ও নারীর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গের ধারণা আছে কি নেই?

ইসলামে লিঙ্গ ধারণা

ইসলামে মানুষের লিঙ্গ-সংশ্লিষ্ট নুসুসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মানুষের লিঙ্গ পুরুষ ও নারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ নাকি এর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গের অস্তিত্বও আছে—এ ব্যাপারে কুরআনে কারীম ও হাদীসে নববীতে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তবে একাধিক নুসুসের আলোকে মুফাসসিরিনে কেরাম এই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করেছেন, মানুষের লিঙ্গ কেবল পুরুষ ও নারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গ শরয়ীভাবে প্রমাণিত নয়। এই সম্পর্কে কিছু আয়াত নিম্নে পেশ করা হলো :

সূরা নাবায় এসেছে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পুরুষ ও নারীর জোড়ারূপে সৃষ্টি

করেছেন। তিনি বলেন,

وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

‘আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।’[২১]

এমনিভাবে অন্য আরেক আয়াতে তিনি বলেছেন,

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ۚ وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা পুত্র ও কন্যা উভয় মিলিয়ে দেন। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।’[২২]

এসব আয়াতে কারীমা থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কতককে পুরুষ আর কতককে নারী হিসেবে জন্ম দিয়েছেন। পুরুষ ও নারী ছাড়া আল্লাহ তাআলা তৃতীয় কোনো লিঙ্গ সৃষ্টি করেননি। যেমনটা ফুকাহায়ে কেরাম সুস্পষ্ট করেছেন। এমনকি ফুকাহায়ে কেরাম হিজড়া, যে নারী ও পুরুষ উভয়ের লিঙ্গগত অঙ্গ ও আলামতধারী হয়, তাকেও প্রাধান্যপ্রাপ্ত আলামতের ভিত্তিতে নারী অথবা পুরুষ স্বীকৃতি দিয়ে তার ওপর সংশ্লিষ্ট লিঙ্গের বিধিবিধান আরোপ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, জটিল হিজড়া—যে পুরুষ ও নারী উভয় ধরনের লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যধারী হয় এবং কোনো এক লিঙ্গের দিকে প্রাধান্য দেয়ার মতো বাহ্যিক কোনো কারণও জানা যায় না—তার ব্যাপারেও উলামায়ে কেরাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়া যদিও আমাদের জন্য জটিল ও অস্পষ্ট, তবে প্রকৃতপক্ষে সে পুরুষ কিংবা নারীই হয়। সুতরাং ইসলামী শরীয়তে পুরুষ ও নারীর বাইরে তৃতীয় লিঙ্গের কোনো ধারণা বা অস্তিত্ব নেই।

মুফাসসিরিনে কেরামের এই দাবিকে বর্তমান বিজ্ঞানও সঠিক প্রমাণিত করেছে। যদিও আগেকার যুগে শারীরিক অঙ্গ ও আলামতের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে হিজড়াকে কোনো কিছুর ভিত্তিতে পুরুষ কিংবা নারী হিসেবে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে যদি বাহ্যিক অঙ্গ ও আলামতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত না নেয়া যায়,

---

২১. সূরা নাবা, (৭৮) : ৮

২২. সূরা শুরা, (৪২) : ৪৯-৫০

তবে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ও এমআরআই ইত্যাদি টেস্টের মাধ্যমে প্রজনন গ্রন্থিকে নির্ণয় করা যায়। আর এর ভিত্তিতে হিজড়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদান করা যায় সে পুরুষ নাকি নারী। যদি এরপরেও অস্পষ্টতা থেকে যায়, তাহলে ক্যারিওটাইপিং (Karyotyping) এর মাধ্যমে মানুষের লিঙ্গগত ক্রোমোজমকে নির্ণয় করা যায়। যার মাধ্যমেও হিজড়ার লিঙ্গ নির্ধারণ করা সম্ভব।

মোটকথা শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গের ধারণার অস্তিত্ব নেই। এমনিভাবে যুক্তি ও চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছে যে, মানুষের লিঙ্গ পুরুষ ও নারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। এই দুই লিঙ্গ ছাড়া তৃতীয় কোনো লিঙ্গের অস্তিত্ব নেই। এ জন্য পশ্চিমা বিশ্ব পুরুষ ও নারীর বাইরে অন্যান্য লিঙ্গের যে প্রচার-প্রচারণা চালাচ্ছে, এটা পরিপূর্ণরূপে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তা ছাড়া যুক্তি ও মেডিকেল সায়েন্সের দৃষ্টিতেও এগুলো ভ্রষ্টতা ও বিকৃতি। এই সম্পর্কে মুফাসসিরিনে কেরাম ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

'আর তিনিই যুগল সৃষ্টি করেন—পুরুষ ও নারী।'[২৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর জাসসাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়াতে আয-যাকার ও আল-উনসা হলো ইসমুল জিনস, যা সকল সৃষ্টিজীবকেই শামিল করে। আর এটি প্রমাণ করে, কেউ হয়তো পুরুষ হবে কিংবা নারী। এর বাইরে কিছু নয়। হিজড়ার বাহ্যিক অবস্থা যদিও আমাদের কাছে অস্পষ্ট লাগে, কিন্তু সেও প্রকৃতপক্ষে এই দুই লিঙ্গের কোনো একটিই হয়। মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, হিজড়ার অবস্থা জটিল থাকে, যতদিন পর্যন্ত সে ছোট থাকে। যখন সে বড় হয়ে যায়, তখন আবশ্যিকভাবে তার মাঝে পুরুষ কিংবা নারীর বিশেষ আলামতসমূহ প্রকাশ পাবে। আর এই আয়াতটিই তার এই বক্তব্যের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে।[২৪]

২. তৃতীয় মাসআলা : পুরুষ ও নারী হিসেবে ভাগ করা আশরাফুল মাখলুকাতের সকল আত্মাকেই শামিল করে। কারণ প্রত্যেক প্রাণীই হয়তো সে পুরুষ হবে অথবা নারী। আর হিজড়াও প্রকৃতপক্ষে হয়তো পুরুষ হবে অথবা নারী। এর একটি দলীল হলো, কেউ যদি কসম খায় যে, আমি আজ কোনো পুরুষ ও নারীর সাথেই সাক্ষাৎ

---

২৩. সূরা নাজম, (৫৩) : ৪৫

২৪. আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, ৫/২৯৮

করেনি। যদি করে থাকি, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার যদি কোনো হিজড়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তাহলে তালাক হয়ে যাবে।[২৫]

৩. হিজড়ার বাহ্যিক অবস্থা আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকলেও আল্লাহর কাছে তার অবস্থা অস্পষ্ট নয়; বরং তার পুরুষত্ব অথবা নারীত্বের ব্যাপারটি তিনি জ্ঞাত। কেউ যদি কসম খায় যে, আমি আজ কোনো পুরুষ ও নারীর সাথেই সাক্ষাৎ করেনি। যদি করে থাকি, তাহলে তালাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার যদি কোনো জটিল হিজড়ার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে, তবে সে কসম ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে জটিল হিজড়া হয়তো পুরুষ কিংবা নারী। যদিও আমাদের কাছে তার অবস্থা জটিল।[২৬]

৪. হিজড়া বলা হয়, যার পুরুষ ও নারী উভয়ের লিঙ্গই আছে। বাস্তবিকপক্ষে একজন মানুষ একই সাথে পুরুষ ও নারী হতে পারে না। হয়তো সে পুরুষ হবে কিংবা নারী।[২৭]

ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদের ভেতর থেকে মুখান্নাসদের এবং নারীদের ভেতর থেকে মুতারাজ্জিলাতদের অভিশাপ দিয়েছেন। আমি বললাম, নারীদের ভেতর থেকে মুতারাজ্জিলাত কারা? তিনি বললেন, তারা হলো পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনকারী নারী।[২৮]

জটিল হিজড়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের বিধান

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, জটিল হিজড়াও সাধারণ হিজড়ার মতো তৃতীয় কোনো লিঙ্গ নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে সেও একজন পুরুষ কিংবা নারী হয়ে থাকে। তবে আমাদের এখানের প্রশ্ন হলো, জটিল হিজড়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তন নামে প্রচলিত অপারেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গ গ্রহণ করে নেয়া বৈধ নাকি অবৈধ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের দুটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

এক হলো, খুনসার লিঙ্গ কী? সে পুরুষ নাকি মহিলা? নাকি তৃতীয় কোনো লিঙ্গ? যদি সে তৃতীয় কোনো লিঙ্গের হয়, তাহলে তার জন্য তৃতীয় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লিঙ্গ পরিবর্তনের মাসআলা অন্তর্ভুক্ত হবে, যা শরয়ী দৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে হারাম। কিন্তু আমাদের উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী শরীয়ার দৃষ্টিতে

---

২৫. আত তাফসীরুল কাবির লির রাযী, ৩১/ ১৮২
২৬. তাফসীরুয যামাখশারী, ৪/ ৭৬২
২৭. বাদাইয়ুস সানায়ী ফী তারতিবিশ শারায়ী, ৭/৩২৭
২৮. মুসনাদে আহমাদ, ৪/ ১৪৩

ও বাস্তবতার দৃষ্টিতেও হিজড়া তৃতীয় কোনো লিঙ্গ নয়; বরং হিজড়া পুরুষ ও নারীর মধ্য থেকে কোনো এক লিঙ্গেরই হয়।

বাকি থাকল দ্বিতীয় বিষয়। সেটা হলো, জটিল হিজড়া তৃতীয় কোনো লিঙ্গের নয়। সাধারণ হিজড়ার মতো সেও নারী কিংবা পুরুষই হয়। কিন্তু এই অবস্থাতে খুনসায়ে মুশকিলের জন্য কোনো নির্দিষ্ট একটি লিঙ্গ গ্রহণ করে নেয়ার জন্য লিঙ্গ পরিবর্তনের নামে প্রচলিত সার্জারি করার হুকুম খুনসায়ে গাইরে মুশকিলের মতোই। পূর্বে আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি যে, বর্তমানে বিভিন্ন মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে খুনসায়ে মুশকিলের অভ্যন্তরীণ প্রধান লিঙ্গের বিভিন্ন আলামত জানা সম্ভব। সুতরাং যদি মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে খুনসায়ে মুশকিলকে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে তার বিধান সুস্পষ্ট। খুনসায়ে গাইরে মুশকিলের মতো তার জন্যও নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গ গ্রহণ করে নেয়া বৈধ। আর এ ক্ষেত্রে খুনসায়ে গাইরে মুশকিলের ব্যাপারে পূর্বে আমরা বিস্তারিত যে আলোচনা পেশ করেছি, সেটাকে সামনে রাখতে হবে।

এখন ধরে নেয়া যাক, মেডিকেল টেস্টের মাধ্যমে 'খুনসায়ে মুশকিল' মুশকিলই রয়ে গেল এবং তাকে নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গে প্রাধান্য দেয়া সম্ভব হলো না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন আসে, এই খুনসায়ে মুশকিল বা জটিল হিজড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিঙ্গ গ্রহণ করা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের নামে প্রচলিত সার্জারি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নাকি অবৈধ? এই প্রশ্নের উত্তরে মৌলিকভাবে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের বিধানের দিকে আমাদের দৃষ্টি যাবে। যার ফলে বাহ্যিকভাবে এটাকে নাজায়েয বলা হতে পারে। এ জন্য আমাদের আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের মাসআলাটি কিছুটা বিস্তারিত আকারে জানা প্রয়োজন।

আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য

আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের বিধান মূলত কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে গৃহীত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

‘এবং আমি তাদেরকে সরল পথ হতে নিশ্চিতভাবে বিচ্যুত করব, তাদেরকে (অনেক) আশা-ভরসা দেব এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান চিরে ফেলবে এবং তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানায়, সে সুস্পষ্ট লোকসানের মধ্যে পড়ে যায়।’[২৯]

এই আয়াতে প্রাণীর কান কাটাকে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন বলা হয়েছে এবং এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ফুকাহায়ে কেরাম এই আয়াতের বিধান কেবল প্রাণীর কান কাটা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং বিধানের ক্ষেত্রকে ব্যাপক করেছেন। এ জন্য জরুরি হলো, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের মূল উৎস ও ক্ষেত্রকে বোঝা, যেন এর আলোকে খুনসায়ে মুশকিলের সংশ্লিষ্ট মাসআলাটি সমাধান হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যায়, প্রাণীর শরীরে যেকোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটানো আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হয় না। কেননা স্বয়ং ফুকাহায়ে কেরাম হজে সাথে নিয়ে যাওয়া হাদির[৩০] কোনো অংশ কাটার কথা উল্লেখ করেছেন। যার দরুন হাদির পশু হিসেবে চেনে মানুষ সেটাতে হাত দেয় না। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে,

---

২৯. সূরা নিসা, (৪) : ১১৯

৩০. হজের কুরবানীর পশুকে হাদি বলে। ফুকাহায়ে কেরাম হাদির পশুকে চিহ্নিত করার জন্য বিশেষ একটি পদ্ধতি চালু ছিল। যেমন উটের কুঁজের একটু অংশ কেটে দিত। এভাবে হাদির পশু চিহ্নিত হয়ে গেলে মানুষ সেই পশুকে হাদির পশু হিসেবে চিনে ফেলত। সেটাতে আর মানুষ হাত দিত না বা সেটার সাথে অস্বাভাবিক কোনো আচরণ করত না।

হাদির পশুকে এভাবে কাটা বৈধ এবং এটি আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর থেকে বোঝা যায়, প্রাণীর শরীরে সাধারণ কোনো পরিবর্তন নিষিদ্ধ নয়। সাধারণ কোনো পরিবর্তন আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্তও হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কোন প্রকার পরিবর্তন আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য মুফাসসিরিনে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে। দেখতে হবে তারা এর কী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। ইমাম তবারী রহিমাহুল্লাহ স্বীয় তাফসীরগ্রন্থে আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

'তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে' এর ব্যাখ্যায় আবু জাফর রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুফাসসিরিনে কেরাম 'তারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করবে' আয়াতের এই অংশের মর্মে মতবিরোধ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হলো, তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা প্রাণীদের মধ্য থেকে আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে খোজাকরণের মাধ্যমে।

তাদের দলীল হলো :

১. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি খোজাকরণ অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের এই অংশটি খোজাকরণ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে।

২. আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি খোজাকরণ অপছন্দ করতেন। তিনি বলেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ আয়াতের এই অংশটি খোজাকরণ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে।

৩. আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ। এই আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খোজাকরণ।

৪. শুবাইল থেকে বর্ণিত, তিনি শাহর বিন হুশাবকে وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ এই আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিলাওয়াতের পর শাহর বিন হুশাব বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো খোজাকরণ। এরপর আমি (শুবাইল) আবুত তায়্যাহকে নির্দেশ দিলাম। সে হাসানকে ছাগল খোজাকরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। তখন হাসান উত্তরে বললেন, ছাগল খোজাকরণে কোনো সমস্যা নেই।

৫. কাসেম বিন আবু বুজ্জা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিলেন ইকরামা রাযি.-কে وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ এই আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

আয়াতে উদ্দেশ্য হলো খোজাকরণ। (কাসেম বিন আবু বুজ্জা থেকে আরেকটি রেওয়ায়েতেও অনুরূপ এসেছে)[৩১]

অর্থাৎ কেউ কেউ এর উদ্দেশ্য বানিয়েছেন কেবল খোজাকরণকে। এর পক্ষে তারা উপরোক্ত বর্ণনাগুলো দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা আয়াতের শানে নুযুলকেও এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

এই ব্যাপারে দ্বিতীয় মত হলো, আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তন। এই মতের প্রবক্তাদের দলীল হলো :

ইমাম তবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবার কারও কারও মত হলো, আয়াতের অর্থ : তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি তথা আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করবে। তাদের দলীলসমূহ :

১. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এই আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন।

২. কায়েস বিন মুসলিম ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এই আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন। (কায়েস বিন মুসলিমের অপর আরও দুটি রেওয়ায়েতেও অনুরূপ এসেছে)

৩. কাসেম বিন আবু বুজ্জা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহকে وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইকরামার বক্তব্যের ব্যাপারে জানালাম। তখন তিনি বললেন, এখানে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন।

৪. মাতর আল ওয়াররাক বলেন, আমি মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহর কাছে وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এই আয়াতের ব্যাপারে ইকরামার ব্যাখ্যা উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীন।

৫. কাসেম বিন আবু বুজ্জার আরেক বর্ণনায় এসেছে, মুজাহিদ ও ইকরামা উভয়েই বলেছেন, এখানে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন।

৬. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, (এখানে উদ্দেশ্য হলো) আল্লাহর দ্বীন। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন,

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

---

৩১. তাফসীরুত তবারী, ৯/২১৫, আহমাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ কৃত নুসখা।

‘সুতরাং তুমি নিজ চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে এই দ্বীনের অভিমুখী রাখো। আল্লাহর সেই ফিতরাত অনুযায়ী চলো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এটাই সম্পূর্ণ সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।’[৩২]

৭. ইবনে আবু নুজাইহ মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হলো ফিতরাত, আল্লাহর দ্বীন। (ইবনে আবু নুহাইহের আরেকটি বর্ণনাতেও অনুরূপ এসেছে)

৮. আবদুল্লাহ ইবনে কাসির থেকে বর্ণিত, তিনি মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহকে বলতে শুনেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীন।

৯. কাতাদা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه তাদেরকে আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি তথা আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করবে। হাসান ও কাতাদা উভয়ের বক্তব্যই এমন। (মুআম্মার থেকে বর্ণিত আরেক রেওয়ায়েতেও কাতাদা রহিমাহুল্লাহর এমন বক্তব্য এসেছে)

১০. উসমান বিন আসওয়াদ কাসেম বিন আবু বুজ্জা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এখানে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন।[৩৩]

এই ব্যাপারে তৃতীয় মত : আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে উলকি চিহ্ন দেয়া বা ট্যাটু লাগানো। এর স্বপক্ষের দলীলগুলো হলো :

১. হাম্মাদ বিন সালমা ইউনুস থেকে, তিনি হাসান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এখানে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য উলকি চিহ্ন দেয়া।

২. খালেদ বিন কায়েস হাসান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এখানে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য উলকি চিহ্ন দেয়া।

৩. হুশাইম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার কাছে ইউনুস বিন উদাইদ ও প্রমুখ হাসান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰه এখানে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য উলকি লাগানো।

৫. আবু হেলাল আর রাসি বলেন, এক লোক হাসান রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞেস

---

৩২. সূরা রূম, (৩০) : ৩০

৩৩. তাফসীরুত তবারী, ৯/২১৮, আহমাদ শাকের রহিমাহুল্লাহ কৃত নুসখা।

করল, যে মহিলা মুখে উলকি লাগায়, তার ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী? তিনি বললেন, তার আর কী হবে, তার ওপর আল্লাহর লানত। সে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করেছে।

৬. ইবরাহীম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, সে সকল মহিলার ওপর আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন, যারা আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য সম্মুখের দাতগুলোর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, চোখ ও মুখের ভ্রু উৎপাটিত করে এবং হাতে-পায়ে উলকি লাগায়। এরাই মহান আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারী।

৭. আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা লানত বর্ষণ করেন সে সকল মহিলার ওপর, যারা দাতগুলো সূক্ষ্ম করে, উলকি লাগায়, মুখ ও চোখের ভ্রু ও লোম উৎপাটিত করে এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য দাতগুলোর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। তারাই আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারী।[৩৪]

সামনে গিয়ে ইমাম তবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, উল্লেখিত মতগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তনের মতটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। আর বাকি মতগুলোও এই অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা সেগুলোর সবই গুনাহের কাজ, যা আল্লাহর দ্বীনবিরোধী বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত।

আবু জাফর তবারী রহিমাহুল্লাহ বলেন, উপরোক্ত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্য থেকে তাদের ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিযুক্ত, যারা বলেছেন, আয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দ্বীন। কারণ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَ لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ এই আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়। আর এটি যখন মেনে নেয়া হবে, তখন আল্লাহ যা কিছু নিষিদ্ধ করেছেন, যেমন যে সকল প্রাণী খোজাকরণ বৈধ নয়, সেগুলোকে খোজাকরণ, উলকি লাগানো, দাঁত সূক্ষ্ম করানোসহ সকল নিষিদ্ধ কাজই এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার আল্লাহ তাআলা যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা বর্জন করাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শয়তান মানুষকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত করতে আহ্বান জানায় এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বারণ করে। শয়তান আল্লাহর নির্দিষ্ট কিছু বান্দাকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট দ্বীন বিকৃত করার জন্য নির্দেশ দেয়া মর্মে যে উক্তি করেছে, এটাই তার প্রকৃত মর্ম।[৩৫]

ইমাম বাগাভী রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের তাফসীরে নিম্নোক্ত মতসমূহ

---

৩৪. তাফসীরুত তবারী, ৯/২২০

৩৫. প্রাগুক্ত, ৯/২২২

উল্লেখ করেছেন :

ইবনে আব্বাস রাযি., হাসান, মুহাজিদ, কাতাদা, সাইদ ইবনুল মুসাব্বিব, দাহহাক রহিমাহুমুল্লাহ বলেন, এখানে আল্লাহর সৃষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য 'আল্লাহর দ্বীন'। এর দলীল হলো এই আয়াত : لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ তথা আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের কোনো পরিবর্তন নেই। এখানে উদ্দেশ্য হলো হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনে বিধান রচনা করা।

আর ইকরামা রহিমাহুল্লাহসহ মুফাসসিরিনে কেরামের আরেক জামাত বলেছেন, তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে খোজাকরণ, উলকি আঁকা ও কান কাটার মাধ্যমে। এমনকি তাদের কেউ কেউ খোজাকরণকে হারাম করেছেন, আবার কেউ কেউ প্রাণীর ক্ষেত্রে বৈধতা দিয়েছেন। কারণ এর বাহ্যিক প্রয়োজন আছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তনের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা প্রাণী সৃষ্টি করেছেন আরোহণ ও ভক্ষণের জন্য। তারা সেগুলোকে হারাম করেছে। আবার আল্লাহ তাআলা সূর্য, চন্দ্র, পাথর সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। কিন্তু তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেগুলোর উপাসনা করেছে। আর যে আল্লাহ ছাড়া শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তথা এমন রব হিসেবে সে যার ইবাদত করে, নিশ্চয় সে সুস্পষ্ট মহাক্ষতির শিকার হয়েছে।[৩৬]

অন্যান্য মুফাসসিরিনে কেরামও কাছাকাছি এই মতগুলোই উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইবনে আতিয়া রহিমাহুল্লাহও উল্লেখিত মত ও বর্ণনাসমূহর মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের মর্মের জন্য একটি সামগ্রিক মূলনীতির মর্যাদা রাখে। তিনি বলেন, এই সব আয়াতের তাফসীরের সারসংক্ষেপ হলো, প্রত্যেক ক্ষতিকর পরিবর্তনই এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রত্যেক উপকারী পরিবর্তনই বৈধ।[৩৭]

অর্থাৎ যে পরিবর্তনই ক্ষতির কারণ হবে এবং কোনো প্রকার উপকারের কারণ হবে না, সেটাই আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নাজায়েয হবে। পক্ষান্তরে যে পরিবর্তনই উপকারী হবে, সেটা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই মূলনীতির ভিত্তিতে সকল মতামতের মাঝে একটি তাতবিক দেয়া যায় এবং আয়াতের সামগ্রিক একটি মিসদাকও নির্ধারিত হয়ে যায়, যার মাধ্যমে হুকুম প্রয়োগও সহজ হয়ে যায়।

---

৩৬. তাফসীরুল বাগাভী, ১/৭০৩, ইয়াহইয়াউত তুরাস কৃত নুসখা।

৩৭. তাফসীরে ইবনে আতিয়া, ২/১১৫

উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে দেখলে আমাদের আলোচিত মাসআলা খুব সহজেই সমাধান হয়ে যায়। কেননা এর আলোকে যেকোনো উপকারী ও কল্যাণকর পরিবর্তন বৈধ। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, জটিল হিজড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো একটি লিঙ্গ গ্রহণ করে নেয়া উপকারীই বটে। কারণ এরপর সে একজন পূর্ণাঙ্গ লিঙ্গের মানুষের মতো সম্মানের জীবন অতিবাহিত করতে পারবে এবং অনেক ধরনের সামাজিক সমস্যা থেকে বেঁচে যাবে। এ জন্য উল্লেখিত আলোচনার আলোকে প্রতীয়মান হয়, জটিল হিজড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো একটি লিঙ্গ গ্রহণ করে নেয়ার অবকাশ আছে। ওয়াল্লাহু আলাম।

(ওয়াল্লাহু তাআলা হুওয়াল মুওয়াফফিক ওয়াল মুঈন)

উপসংহার

ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন যেসব অস্পষ্টতা আর বিকৃত চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে সমাজে বিস্তার লাভ করে, সেগুলোর অন্যতম হলো :

১. শারীরিক লিঙ্গ মূল ব্যাপার নয়, মানুষের অনুভূতি বা মানসিক লিঙ্গবোধই তার প্রকৃত পরিচয়। অর্থাৎ ছেলে নাকি মেয়ে হিসেবে জন্মগ্রহণ করল সেটা বড় ব্যাপার নয়, সে নিজেকে কী হিসেবে ভাবে ও চিন্তা করে, সেটাই তার লিঙ্গ।

২. মানুষের লিঙ্গ নারী ও পুরুষের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়, এই দুই লিঙ্গের বাইরেও আরও অনেক প্রকার লিঙ্গ আছে।

৩. হিজড়ারা নারী-পুরুষের বাইরে তৃতীয় একটি লিঙ্গ, হিজড়াদের মতো ট্রান্সজেন্ডারও তৃতীয় আরেকটি স্বাভাবিক লিঙ্গ।

ওপরের বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের সামনে এই তিনটি বিকৃত ও বাতিল চিন্তার অসারতাই ফুটে উঠেছে। মানুষের মানসিক লিঙ্গ বলতে কিছু নেই। তার জন্মগত লিঙ্গই তার একমাত্র পরিচয়। মানুষের জন্মগত প্রজনন ব্যবস্থা, দেহ, পরিচয় ও এগুলোর প্রকাশ কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়; বরং তার পুরো দেহ ও প্রকাশ এই ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। এখানে জন্মগত লিঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন মানসিক কোনো লিঙ্গের অস্তিত্ব নেই। এটা মানসিক লিঙ্গ নয়; বরং মানসিক অসুস্থতা। সমাজে এর স্বীকৃতি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর স্বীকৃতি নয়; বরং মানসিক চিকিৎসা প্রয়োজন।

পুরুষ ও নারী এই দুই লিঙ্গের বাইরে আর কোনো লিঙ্গের অস্তিত্ব নেই। এমনকি হিজড়ারাও প্রজনন ব্যবস্থার ভিত্তিতে এই দুই লিঙ্গের বাইরের কিছু নয়। তারাও নারী কিংবা পুরুষ হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। ইসলাম ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উভয়ের দৃষ্টিতেই পুরুষ ও নারীর বাইরে কোনো লিঙ্গের অস্তিত্ব নেই। পশ্চিমা বিশ্ব ট্রান্সজেন্ডার, হোমোসেক্সুয়ালিটি, বাইসেক্সুয়াল ইত্যাদি নামে যেসব অবস্থাকে পৃথক পৃথক লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে, সেগুলো বিকৃতি ও অসুস্থতা ছাড়া কিছুই না।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া এক বিষয় নয়। হিজড়ারা জন্ম থেকে শারীরিকভাবে একটি সমস্যা বা অস্পষ্টতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ট্রান্সজেন্ডাররা শারীরিকভাবে পরিপূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। তাদের সমস্যা একান্তই মানসিক ও চিন্তাগত। অসুস্থ মানসিকতা কিংবা বিকৃত চিন্তাচেতনায় আক্রান্ত হয়ে তারা নিজেদেরকে জন্মগত লিঙ্গ থেকে ভিন্ন হিসেবে কল্পনা করতে থাকে। ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন তাদের এই অসুস্থ ও বিকৃত ধ্যানধারণাকেই অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ও আন্দোলন একটি বিকৃত ও ঈমানবিধ্বংসী আন্দোলন। ইসলাম কখনোই জন্মগত লিঙ্গকে অস্বীকার করার অনুমোদন দেয় না, ইসলাম কখনোই মানুষের জন্মগত লিঙ্গকে বিকৃত করার অনুমোদন দেয় না, ইসলাম কখনোই পুরুষ ও নারীর বাইরে তৃতীয় কোনো লিঙ্গের স্বীকৃতি দেয় না। এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান একেবারেই সুস্পষ্ট। কোনো সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারে না, মেনে নিতে পারে না। ট্রান্সজেন্ডার আন্দোলন পুরো মানবসমাজের জন্যই একটি ক্ষতিকর আন্দোলন। এই আন্দোলন মানুষের ফিতরাত বিকৃতির, এই আন্দোলন আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতির, এই আন্দোলন আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তনের। আর যারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তনের মতো জঘন্য খেলায় নিমজ্জিত হয়, মহান আল্লাহ তাদের ওপর লানত করেন।

মুসলিম হিসেবে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব হলো, নিজেদের পরিবার, সমাজ ও দেশকে অভিশপ্ত এই আন্দোলন থেকে বাঁচানো। যারা ট্রান্সজেন্ডার মতবাদকে আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, আমাদের সন্তানদের মাঝে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও সোচ্চার হওয়া।

পাঠকের পাতা

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? - *আসিফ আদনান*

ভূমিকা

বাংলাদেশে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণের কার্যক্রম শুরু হয় নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে। পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে নানান আঙ্গিকে কাজ কর্ম চলছে। মূল আলোচনাতে যাবার আগে, একটা সামারি দিয়ে দেই,

বাংলাদেশে যতো ধরনের এলজিবিটি কর্মকান্ড হয়েছে সবগুলোর মধ্যে নিচের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে –

বিদেশী কানেকশনঃ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলঃ

- পশ্চিমা ফান্ডিং
- আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিও
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক
- দেশীয় এনজিও

শব্দজাদুঃ বাংলাদেশে সরাসরি এলজিবিটি বা সমকামী শব্দটা ব্যবহার করে কাজ করা কঠিন তাই এখানে শুরু থেকে কাজ হয়েছে বিভিন্ন অপরিচিত শব্দ, পরিভাষা এবং অ্যাক্রোনিমের (একাধিক শব্দের একত্রিত সংক্ষিপ্ত রূপ) আড়ালে। যেমন,

- যৌন স্বাস্থ্য,
- MSM (Men Who Have Sex With Men/ এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌনতায় লিপ্ত হয়)
- Gender Identity (মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)
- SRHR (Sexual and Reproductive Health and Rights/যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার)
- SOGI (sexual orientation (যৌন রুচি), gender identity/মনস্তাত্ত্বিক লিঙ্গ পরিচয়)
- SOGISEC (sexual orientation, gender identity, gender expression and sex characteristic)
- যৌন সংখ্যালঘু
- যৌন অধিকার
- যৌন বৈচিত্র্য
- বৈচিত্র্যময় লিঙ্গ পরিচয়

- CSE (Comprehensive Sexuality Education/যৌনতা সম্পর্কিত বিস্তারিত শিক্ষা)
- ট্র্যান্সজেন্ডার (শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষ যে নারী সাজে, অথবা শারীরিকভাবে সুস্থ নারী যে পুরুষ সাজে)

আপাতভাবে পার্থক্য থাকলেও এই সব কথাবার্তার মূল বক্তব্য একঃ অবাধ ও বিকৃত যৌনতা এবং ইচ্ছেমতো নিজের পরিচয় বেছে নেয়ার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ। প্রথম দেখায় অনেক জটিল মনে হলেও এগুলো সহজে বোঝার একটা উপায় আছে।

যখনই এধরনের আলোচনায় ‘অধিকার’ শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃত যৌনকর্মের বৈধতা দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

- যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌনতার অধিকার

যখনই, ‘বৈচিত্র্য’ শব্দটা আসবে, বুঝবেন এখানে বিকৃতির কথা বলা হচ্ছে। যেমন,

- বৈচিত্রময় যৌন পরিচয় = সমকামী বা উভকামী
- বৈচিত্রময় যৌন রুচি = বিকৃত যৌনতা
- বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী

পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতিঃ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের কৌশল হল ধাপে ধাপে আগানো। প্রতি ধাপে তাঁরা নীতিনির্ধারক এবং আমলাদের ছোট ছোট কিছু পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত বা প্রভাবিত করে। এ পদক্ষেপগুলো এমন যে আলাদাভাবে খুব একটা চোখে পড়ার মতো না, কিন্তু দিন শেষে ধাপে ধাপে অনেকদূর এগিয়ে যাওয়া যায়।

মিডিয়া, সুশীল সমাজ, বামপন্থী: মোটামুটি শুরু থেকে বাংলাদেশের মিডিয়া, সুশীল সমাজ এবং বামপন্থীরা এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নে সক্রিয় বা সহযোগী হিসেবে কাজ করে গেছে। প্রথমে ব্যাপারটা একটু অদ্ভূত মনে হতে পারে। আদর্শিকভাবে, কিংবা অন্তত মুখ রক্ষার জন্য হলেও এলজিবিটি আন্দোলনের মতো একটা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের বিরোধিতা বাংলাদেশের বামপন্থীদের করা উচিৎ ছিল। তারা সেটা করেনি, উলটো সহযোগী হয়েছে। একটু খতিয়ে দেখলে এ ব্যাপারটাকে আর অদ্ভূত মনে হয় না।

এলজিবিটি এজেন্ডার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বৈশ্বিক এনজিও নেটওয়ার্ক। আর বাংলাদেশের সুশীল, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের বড় একটা অংশ যেহেতু এনজিও-জীবি, তাই বিরোধিতার কোন ইচ্ছা থেকে থাকলেও তা ডলারের প্রকোপে মুছে গেছে। এছাড়া প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিশ্বাসগত বা আকীদাহগতভাবেই পশ্চিম থেকে আসা যেকোন মতবাদকে বিনা প্রশ্নে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নেয়। ক্রিটিকালি যাচাই করে না।

চার পর্যায়ঃ আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের ইতিহাসকে আমি চার পর্যায়ে ভাগ করেছি।

- প্রথম পর্যায়: ‘এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য’
- দ্বিতীয় পর্যায়: ‘গবেষনা এবং যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য’
- তৃতীয় পর্যায়: সমকামী অধিকার
- চতুর্থ পর্যায়: যৌন শিক্ষা ও ট্র্যান্সজেন্ডার

তবে প্রতি ক্ষেত্রে যে এক পর্যায় শেষ হবার পর নতুন আরেক পর্যায় শুরু হয়েছে, ব্যাপারটা তা না। আন্দোলনগুলোর ইতিহাস সাধারণ এমন পরিপাটিভাবে আগায় না। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ওভারল্যাপ থাকে। এখানেও আছে। যেমন হিজড়াদের ট্র্যান্সজেন্ডার নাম দিয়ে নানা কার্যক্রম শুরু হয় ২০০০ সালেই। এই অর্থে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে বাংলাদেশে কাজ চলছে বিশ বছরের বেশি সময় ধরে। তবে প্রকৃত অর্থে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারটা শুরু হয় ২০১৩ এর পর। তাই ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে আমি চতুর্থ পর্যায়ে রেখেছি।

এই শ্রেনীবিভাগ বোঝার এবং আলোচনার সুবিধার জন্য, কেউ চাইলে অন্য কোন ভাবেও শ্রেনীবিভাগ করতে পারেন।

ভূমিকা শেষ এবার আমরা মূল আলোচনায় যেতে পারি।

পর্ব ১: প্রথম পর্যায়: এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

পর্ব ২: দ্বিতীয় পর্যায়: ‘স্বাস্থ্য সেবা’ থেকে ‘অধিকার’ – যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য

পর্ব ৩: তৃতীয় পর্যায়: প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসম

পর্ব ৪: চতুর্থ পর্যায়: ট্র্যান্সজেন্ডার ও হিজড়া

পর্ব ৫: চতুর্থ পর্যায়: ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ: আইন, পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? পর্ব ১

প্রথম পর্যায়: এইডস প্রতিরোধ ও যৌন স্বাস্থ্য

নব্বইয়ের দশকে অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের পাশাপাশি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এইডস মহামারীকে বৈশ্বিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত করে। এইডস মোকাবেলায় সরকারি বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক খাত থেকে আসে প্রচুর ফান্ড। এই অর্থের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ যায় এইডস সচেতনতা এবং এইডস রোগীদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর কাছে। আর পশ্চিমা বিশ্বে, যেখানে এইডস মহামারী শুরু, এইডস নিয়ে কাজ করা অধিকাংশ সংগঠন কোন না কোনভাবে সমকামী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিল। অনেক ক্ষেত্রে একই লোক একাধিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতো।[1] ফলে এইডস মোকাবেলায় আসা ফান্ডিংয়ের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ পৌছে গেল সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের কাছে। ফান্ডিংয়ের সাথে সাথে বাড়লো তাদের প্রভাব। সবচেয়ে বেশি এইডস ঝুকিতে থাকা জনগোষ্ঠী হিসেবে জাতিসংঘের জাতিসঙ্ঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের(ECOSOC) এর উপদেষ্টা পদও পেয়ে গেল কিছু কিছু সমকামী সংগঠন।[2] জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে বিকৃত যৌনতার অধিকারের আলাপ তারা তুলতে শুরু করলো আন্তর্জাতিক পর্যায়েও। এভাবে গড়ে ওঠলো এলজিবিটি আন্দোলনের বৈশ্বিক প্রভাব ও বিস্তৃতি।

এইডস মহামারীর আরেকটা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ছিল। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশে সমকামিতার ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত নেতিবাচক। কিন্তু সমকামিতাকে ঘৃন্য অপরাধ মনে করা হলেও এইডস সংক্রান্ত উদ্যোগে এসব দেশের সরকারের পক্ষ থেকে সরাসরি সাহায্য পাওয়া যায়।[3] আর এর মাধ্যমে সমকামী সংগঠনগুলো কাজ করার সুযোগ পায় এসব দেশে। এভাবে গড়ে ওঠে প্রভাবশালী নেটওয়ার্ক। বাংলাদেশেও এভাবেই শুরু হয় এলজিবিটি আন্দোলনের কার্যক্রম।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে বেশ কিছু দেশী ও বিদেশী এনজিও ‘এইডস প্রতিরোধ’-এর ব্যানারে বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই সেইসময় (এবং এখনও) বাংলাদেশে এইডস আক্রান্তদের প্রায় সবাই ছিল সমকামী অথবা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ ব্যবহারকারী। কাজেই এইডস নিয়ে কাজ করা কার্যত ছিল সম লিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের নিয়ে কাজ করা। তবে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বিবেচনা করে জনপরিসরে এনজিওগুলো সরাসরি সমকামী বা হোমোসেক্সুয়াল শব্দ ব্যবহার না করে MSM ব্যবহার করে। MSM হল Men who have sex with men (এমন পুরুষ যে অন্য পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়) এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

শিবানন্দ খান ও বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি:

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে উপমহাদেশে এলজিবিটি নেটওয়ার্ক তৈরিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে ভারতীয় সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট শিবানন্দ খান। ছোটবেলা থেকে ব্রিটেনে পড়াশোনা করা শিবানন্দ

খানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল সমকামী অ্যাক্টিভিসমে। ব্রিটেনে থাকা অবস্থায় সেখানকার দক্ষিণ এশীয় সমকামী নারী ও পুরুষদের নিয়ে ‘শক্তি’ নামে একটি সংগঠনও তৈরি করেছিল সে।[4]

শিবানন্দ খান

শিবানন্দ খান, 'শক্তি'

উপমহাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করার জন্য শিবানন্দ নায ফাউন্ডেশন (NAZ Foundation International) নামে এনজিও তৈরি করে।[5] দেশে দেশে ঘুরে শুরু করে নেটওয়ার্ক তৈরির কাজ। আসে বাংলাদেশেও। শিবানন্দের উৎসাহে সমকামী পুরুষদের ‘ যৌন স্বাস্থ্যসেবা’ ও ‘সচেতনতা বৃদ্ধ’র লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে তৈরি হয় বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী রেজিস্ট্রেশন পায় ১৯৯৭ সালে।[6]

গবেষক আদনান হোসেইনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী নায ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি শুরুতে বন্ধু-কে সহায়তা করেছিল ফ্যামিলি হেলথ ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি অ্যামেরিকান এনজিও।[7] অন্যদিকে বন্ধু-র ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী ৯৬-এ শিবানন্দ খান যে প্রকল্প নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিল সেটাতে সহায়তা দিচ্ছিল অ্যামেরিকার ফোর্ড ফাউন্ডেশন।[8]

নায ফাউন্ডেশনের এ প্রকল্পে প্রজেক্ট অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছিল বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতারা।[9]

ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahm

The Person

Shale Ahmed was born in 1971 in Dhaka. He completed his SSC in 1988 from Nawabpur Government High School, and completed his Master's degree from Jagannath University in 1997. His father was an official of the government, and his mother was a housewife. From his childhood, he participated in many different cultural events organized by Bulbul Academy. He is currently serving as the Executive Director of the Bondhu Social Welfare Society. Prior to the establishment of the Society, Ahmed worked as a Project Associate at the Naz Foundation. During his professional life, he conducted a survey named "Strategic Response to the Reproductive and Sexual Health Needs of MSM in Dhaka." The information that was gathered through the survey about the difficult lives of MSM in society and their health problems inspired Ahmed to start working for changes in this field. He is currently serving as a member of the Government of Bangladesh committee to draft the HIV/AIDS Strategic Plan.

Read Less

ভারতের অশোকা ফাউন্ডেশনের সাইটে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে।

লিংকঃ https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed

অর্থাৎ শুরু থেকেই বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলন আমদানী করা হয়েছিল বিদেশী, বিশেষ করে পশ্চিমা শক্তিগুলোর মদদে। সাথে ছিল ভারতীয় কানেকশন। পরবর্তীতে এই প্যাটার্ন বারবার আমরা দেখতে পাবো।

বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি-র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরের এক সাক্ষাতকার থেকে এনজিও-টি গড়ে ওঠার প্রেক্ষাপট সম্পর্ক জানা যায়। সাক্ষাতকারে বন্ধুর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বলেছে,

‘শিবের সাথে আমার প্রথম দেখা ১৯৯৬ সালে। সে তখন বাংলাদেশে পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক করা পুরুষদের যৌনতা, যৌন স্বাস্থ্য, এইচআইভি এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সফর করছিল। আনিসুল ইসলাম হিরো, বন্ধু-র বর্তমান চেয়ারপারসন, ওর (শিবানন্দ) সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেয়। শিব নায ফাউন্ডেশনে কাজ করতো, আর আনিসুল ছিল নায ফাউন্ডেশনের প্রধানের বন্ধু...

সেই সময় বাংলাদেশের এমএসএম (MSM) সম্প্রদায় যৌনবাহিত রোগ এবং যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে গুরুতর সমস্যায় ভুগছিল। আমার মনে আছে আমি শিবের সাথে এমএসএম সম্প্রদায়ের যৌন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দুরবস্থা নিতে কথা বলেছিলাম। শিব তখন এই কমিউনিটির জন্য কাজ করা আইডিয়া দিল...

আমার জন্য শিব ছিল শিক্ষকের মতো, গুরুর মতো। আমি তখন কেবলই একজন ছাত্র। মাত্র মাস্টার্স শেষ করেছি। এনজিও, কিংবা সিএসও (সিভিল সোসাইটি অর্গানাইযেইশান) নিয়ে, কিভাবে এই সিস্টেমগুলো কাজ করে এবং এরকম অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না। এ সব কিছু শিব আমাকে শিখিয়েছে। এমনকি আমার মনে আছে প্রফেশনাল ইমেইল কিভাবে লিখতে হয়, সেটাও আমি শিখেছি শিবের কাছে। আমি এটা বলতে পারি যে আমি আজ যা কিছু হয়েছি তার পুরোটাই শিবের জন্য।’[10]

[1] I remembered him often saying, “I feel proud to be a part of history. We are working against the stigma, against the odds.” APCOM
https://www.apcom.org/i-feel-proud-to-be-a-part-of-history/

উল্লেখ্য এই সাক্ষাতকারটি নিয়েছে অ্যাপকম নামের একটি এনজিও। এমন অ্যাপকমেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হল শিবানন্দ খান।[11]

শিবানন্দ খান ও তার বন্ধু-রা

যেহেতু বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত পুরুষদের এইডস আক্রান্ত হবার আশংকা সবচেয়ে বেশি, তাই এইডস মহামারী প্রতিরোধের অংশ হিসেবে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়ের সাথে সহজেই বন্ধু-র মতো এনজিওগুলো কাজ করার সুযোগ পায়। এই সময়টাতে কেয়ার বাংলাদেশ (CARE Bangladesh) এর সহযোগী হিসেবেও কাজ করতে শুরু করে বন্ধু। পরবর্তী কয়েক বছরে বন্ধু ফান্ডিং পায় ইউএসএইড, নেদারল্যান্ডের দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (DFID) থেকে।[12]

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে তাদের কার্যক্রম। কিছুদিনের মধ্যে সমকামী পুরুষদের জন্য ড্রপ ইন সেন্টার (ডিআইসি) নামে ওয়ান স্টপ ক্লিনিক খোলে বন্ধু এবং অন্যান্য এনজিওগুলো। মেডিকাল চেকআপের পাশাপাশি সমকামীদের ‘নিরাপদ’ পায়ুসঙ্গমের জন্য বিনামূল্যে কনডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করা হয় এসব সেন্টারে। এছাড়া যৌন সঙ্গী খুজতে এবং নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য নিয়মিত এসব ক্লিনিকে আসাযাওয়া শুরু করে সম লিঙ্গের সাথে যৌনতায় লিপ্ত পুরুষরা। অনেক ড্রপ ইন সেন্টার সমকামী পুরুষদের একত্রে নাচগান এবং ক্রসড্রেসিং (নারী সাজা) এর মতো কাজের জন্য ব্যবহৃত হতে শুরু করে।[13]

অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে যৌন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য তৈরি হলেও এই সেন্টারগুলো প্রচারণা, গণসংযোগ, নেটওয়ার্কিং এবং বিকৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। পৃথিবীর অন্যান্য আরও অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও এধরণের এনজিওগুলোর অফিস,

'...*কেবল যৌন উত্তেজক কাজকর্ম না, বরং কমিউনিটি তৈরির স্থান হিসেবেও কাজ করে*' [14]

এসময় আইসিডিডিআরবি-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও সমকামীদের যৌনতা ও যৌন স্বাস্থ্য নিয়ে জনপরিসরে আলাপ তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০০ সাল থেকে হিজড়া সম্প্রদায়কে নিয়েও কাজ করে শুরু করে কেয়ার বাংলাদেশ এবং বন্ধু-র মতো প্রতিষ্ঠানগুলো। পরবর্তীতে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এর প্রচারের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তবে সে আলোচনাতে আমরা যাবো আরেকটু পর।

২০০৭ সাল নাগাদ আইনী ও প্রশাসনিক সমস্যার ক্ষেত্রে সমকামী ও হিজড়াদের সহায়তা করার জন্য ছয় জেলায় উকিলদের গ্রুপ তৈরি করে বন্ধু। এই উদ্যোগেরও অর্থায়ন আসে পশ্চিম থেকে।[15] বর্তমানে বন্ধু বাংলাদেশের ত্রিশটির বেশি জেলায় কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৭ থেকে শুরু করে গত সাতাশ বছরে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ড্রপ ইন সেন্টারের মাধ্যমে ৫০ লাখেরও বেশি কন্ডম এবং লুব্রিকেন্ট বিতরণ করেছে সমকামীদের মধ্যে।[16] পাশাপাশি ভূমিকা রেখেছে সমকামীদের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলায়।

***

এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রথম ধাপ। নায ফাউন্ডেশন পরবর্তীতে ভারতীয় আদালতে সেকশন ৩৭৭-কে চ্যালেঞ্জ করবে। দীর্ঘদিন রোগে (এইডস?) ভোগার পর শিবানন্দ খান মারা যাবে ২০১৩ সালে। অনেকে বলবে শিবানন্দ আত্ম্যহত্যা করেছিল।[17] অন্যদিকে ১৯৯৬ সালে কাজ শুরু করার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার পরিণত হবে সমকামীদের নিয়ে কাজ করা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে।

* * *

[1] Bernstein, Mary. "Identity politics." Annu. Rev. Sociol. 31 (2005), 560

[2] International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) - ১৬০টিরও বেশি দেশ মিলিয়ে মোট ১৭০০টিরও বেশি সংস্থার সাথে কাজ করা এই এনজিও জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উপদেষ্টার পদমর্যাদা উপভোগ করে।

[3] Bernstein, 'Identities and Politics', 558

[4] Remembering Shivananda Khan, APCOM’s founder on Human Rights Day, Dennis Altman
https://www.apcom.org/remembering-shivananda-khan-apcoms-founder-on-human-rights-day-2/

[5] https://www.naz.org.uk/who-we-are#

https://queerbio.com/wiki/index.php/Shivananda_Khan

[6] https://www.bandhu-bd.org/about-bandhu

Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Annual Report 2021, p. 10

[7] Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

[8] https://www.bandhu-bd.org/about-bandhu

[9] Prior to the establishment of the Society, Ahmed worked as a Project Associate at the Naz Foundation. During his professional life, he conducted a survey named “Strategic Response to the Reproductive and Sexual Health Needs of MSM in Dhaka.”

https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed

https://www.thedailystar.net/news-detail-80569

[10] I remembered him often saying, “I feel proud to be a part of history. We are working against the stigma, against the odds.” Shale Ahmed, Executive Director, Bandhu Social Welfare Society (Bandhu)

https://www.apcom.org/i-feel-proud-to-be-a-part-of-history/

[11] Remembering the Legacy of Shivananda Khan (1948 – 2013), the Founder of APCOM,

https://www.apcom.org/remembering-legacy-shivananda-khan-1948-2013-founder/

[12] “Around the same time, The Society was accepted as a partner of Care Bangladesh; and later, through the support of USAID, The Netherlands Embassy and DFID, the Society was able to expand its work to different areas of the country.”

https://www.ashoka.org/en-sg/fellow/shale-ahmed

[13] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115.

[14] Hossain, Adnan. "Section 377,

Wilson, Ara. "NGOs as erotic sites." Development, sexual rights and global governance 29 (2010): 86.

Hall, Kira. "Intertextual sexuality." Journal of Linguistic Anthropology 15, no. 1 (2005): 125-144.

[15] Hossain, Adnan. "Section 377,

[16] A tale of two decades 20-year achievements leading to impacts 1996-2016, Bandhu Social Welfare Society , Executive Summary, p 8

[17] Khan himself faced declining health, and it is believed he died by committing suicide at this home.

https://queerbio.com/wiki/index.php/Shivananda_Khan#Birth_-_Death

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? পর্ব ২

দ্বিতীয় পর্যায়: ‘স্বাস্থ্য সেবা’ থেকে ‘অধিকার’ – যৌন অধিকার, যৌন সংখ্যালঘু, যৌন বৈচিত্র্য

বাংলাদেশে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রথম দশ বছর কাজক্রম চলে ‘এইডস প্রতিরোধ’ আর ‘যৌন স্বাস্থ্য সেবা’র ব্যানারে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৬/০৭ এর দিকে। এ সময় থেকে সেবা প্রদানের পাশাপাশি সমকামীদের ‘যৌন সংখ্যালঘু’ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের ‘যৌন অধিকার’ এর দাবি নিয়ে আলাপ তৈরি করা হয়। বলা বাহুল্য এখানে অধিকার দেয়া বলতে বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ এবং বৈধতার কথা বলা হচ্ছে।

যৌন স্বাস্থ্য এবং এইডস সচেতনতার ব্যানার থেকে বের করে এনে বিকৃত যৌনতার প্রশ্নকে অধিকারের আলাপ হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্র্যাক। বিশেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ। Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh, শিরোনামের নিবন্ধে গবেষক আদনান হোসেইন মন্তব্য করেছেন,

"সেবা প্রদানের মডেল থেকে সরে এসে যৌন অধিকারের ব্যাপারে জনপরিসরে আলাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রনী ভূমিকা রাখে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর প্রচেষ্টাগুলো।"[1]

সমকামী অধিকার নিয়ে ব্র্যাকের এই সময়কার কার্যক্রমের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে ২০১১ সালে প্রকাশিত Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights: A Case Study From Bangladesh নামের নিবন্ধে।[2] এ নিবন্ধের লেখকরা সবাই ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে কার্যরত ছিলেন অথবা আছেন। এই নিবন্ধ থেকেই তাদের কার্যক্রমের বিবরণ দেখবো আমরা। প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ আমি

অনুবাদ করে দিচ্ছি, তবে আমি জোরালো অনুরোধ থাকবে, যাদের পক্ষে সম্ভব তারা যেন মূল প্রতিবেদনটি খুটিয়ে খুটিয়ে পড়েন।

সূচনা:

Creating A Public Space And Dialogue On Sexuality And Rights: A Case Study From Bangladesh শিরোনামের নিবন্ধের লেখকদের ভাষ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে সমকামী অধিকার নিয়ে যুক্তরাজ্যে আয়োজিত এক গবেষণা কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহণ করার পর বাংলাদেশেও এ ধাচে কাজ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তারা। আবারও সেই পশ্চিমা কানেকশন। সমকামীতাসহ অন্যান্য বিকৃত যৌনতা নিয়ে (তাদের ভাষায় 'যৌন বৈচিত্র্য' নিয়ে) সমাজে আলাপ তোলার জন্য ২০০৭ থেকে ব্র্যাক বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করতে শুরু করে। বিষয়টাকে তারা উপস্থাপন করে মানবাধিকারের কাঠামোতে ফেলে। সমকামীতার সামাজিকীকরণের প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার' (Sexual And Reproductive Health & Rights -SRHR) নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা। ব্র্যাকের গবেষকদের ভাষায়,

Context, institutions and actors

The international and national contexts for sexual health and rights have been described briefly in the background section. The specific impetus to push this agenda forward came from an initial international meeting on this topic at the Institute of Development Studies in the UK in 2005. The first author, inspired by this and after returning to Dhaka, took the first step of locating interested persons and holding a small local workshop in January 2007. In the current climate in Bangladesh, sexual rights of minorities are severely undermined by the

Rashid, Sabina Faiz, Hilary Standing, Mahrukh Mohiuddin, and Farah Mahjabeen Ahmed. "Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh." Health Research Policy and Systems 9, no. 1 (2011): 1-9.

"এই এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুনির্দিষ্ট অনুপ্রেরণা আসে ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসে আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সভা থেকে। (এ

নিবন্ধের) প্রথম লেখক এতে অনুপ্রাণিত হন এবং ঢাকায় ফিরে আসার পর আগ্রহী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে প্রথম পদক্ষেপ নেন। ২০০৭ এর জানুয়ারিতে একটি ছোট স্থানীয় ওয়ার্কশপ আয়োজন করেন তিনি।"[3]

মোট ত্রিশ জনের মতো গবেষক, সমকামী, এবং অ্যাকটিভিস্ট অংশগ্রহণ করে। আলোচনা হয় বাংলাদেশে সমকামীতা ও অন্যান্য বিকৃত যৌনতার সামাজিকীকণের কাজকে এগিয়ে নেয়ার সম্ভাব্য পদ্ধতি নিয়ে। নিবন্ধের ভাষ্যমতে,

and brainstormed on how one could move the agenda forward. From this meeting there was a realization that despite the silence, there was much enthusiasm and support for moving sexuality discussions out into the public arena. This was a crucial turning point as many of the participants at this initial meeting identified colleagues, friends, NGOs, and other stakeholders in Bangladesh and abroad working on and promoting sexuality and rights. The team perceived that there was an urgent need for a broader approach and conversation about sexuality and rights in the larger community.

Rashid et al, Creating...

"এই মিটিং থেকে উপলব্ধি ছিল যে নীরবতা সত্ত্বেও যৌনতার আলোচনাকে জনপরিসরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক উৎসাহ ও সমর্থন ছিল।" [4]

এই ওয়ার্কশপটির ফান্ডিং করে ব্রিটেনের DFID (Department of International Development), ওয়ার্কশপের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন ব্রিটেনের সরকারী সাইটে বিদ্যমান আছে।[5]

Acknowledgements

We acknowledge the financial support of (Grant HD4) provided by the UK Department for International Development (DFID) for the Realising Rights Research Programme Consortium. This document is an output from a project funded by DFID for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.

সূত্রঃ ব্রিটেনের সরকারী ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত ওয়ার্কশপের সামারি রিপোর্টের পিডিএফ

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08ba8ed915d622c000e07/monograph_sexualityrights.pdf

Dr. Rashid introduced the first speaker, Dr. Hilary Standing, a Research Fellow from the Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, England; and Director of the Research Programme Consortium (RPC) on Realizing Rights: Improving Sexual and Reproductive Health for Poor and Vulnerable Populations, a DFID funded project, which also sponsored this workshop.

প্রাগুক্ত

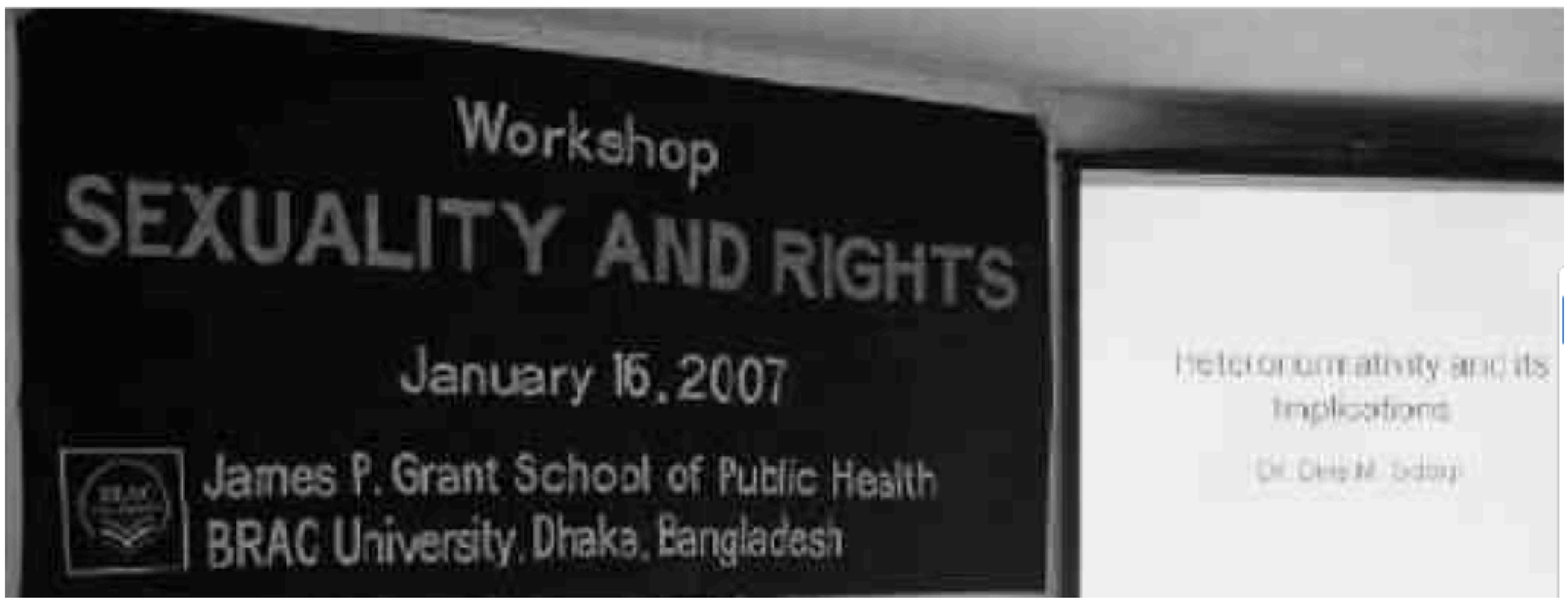

প্রাগুক্ত

প্রথম ওয়ার্কশপের সাফল্য থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছয় মাস পর ২০০৭ এর জুলাইয়ে, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের উদ্যোগে ব্র্যাক সেন্টারে 'জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়ালিটি' (লিঙ্গ ও যৌনতা) এর ওপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান তুরস্ক, কেনিয়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন বক্তা ও অ্যাক্টিভিস্ট। আলোচনা হয় সমকামীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসহ এলজিবিটি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যানারে আয়োজিত হবার কারণে এ কনফারেন্স ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়। এনজিও, নারীবাদী এবং সমকামী গ্রুপের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে অংশগ্রহণ করে দেশের পলিসিমেকার, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি।

This led to the School of Public Health hosting an international conference on Gender and Sexuality in July 2007 with prominent speakers and activists from Turkey, India, Pakistan, USA, United Kingdom, Kenya and Bangladesh who contributed papers, with over 150 participants attending. The workshop covered a range of topics such as society's prejudices towards minority groups, and issues faced by LGBT members in living in a heterosexually dominated society. As the conference was being held at the BRAC Centre and hosted by the University, this gave the subject matter legitimacy and credibility. We therefore decided to invite a diverse group of policy actors and practitioners (women's groups, activists, researchers, academics, media professionals, students, and health providers, NGOs and gay, lesbian and transgender groups).

Rashid et al, Creating...

"*যেহেতু কনফারেন্সটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্র্যাক সেন্টারে এবং আয়োজক ছিল ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, তাই (কনফারেন্সের) বিষয়বস্তু বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা পায়। আমরা তাই নীতি নির্ধারক এবং প্র্যাকটিশানারদের (নারীবাদী, অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, মিডিয়া প্রফেশনাল, ছাত্র, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, এনজিও, সমকামী, লেসবিয়ান এবং ট্র্যান্সজেন্ডার) বিভিন্ন গ্রুপকে আমন্ত্রন জানানোর সিদ্ধান্ত নেই।*"[6]

এই কনফারেন্সের অল্প কিছুদিন পর ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC) নামে একটি এনজিও ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট পাবলিক স্কুল অফ হেলথের সাথে যোগাযোগ করেজানায়, তারা বাংলাদেশে 'যৌন অধিকার' সংক্রান্ত কার্যক্রমে অনুদান দিতে আগ্রহী। যুক্তরাষ্ট্রের এই এনজিওটি জাতিসঙ্ঘের পপুলেশন ফান্ড (UNFPA) এবং বিশ্বব্যাংকের সাথে কাজ করে দীর্ঘদিন ধরে। এ প্রতিষ্ঠানের গভীর সম্পর্ক আছে অ্যামেরিকার রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের সাথেও।[7] ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন (IWHC) এর দেয়া অনুদানের অর্থ দিয়ে তিনটি কর্মশালা আয়োজন করে ব্র্যাকের গবেষকরা। এর মধ্যে দুটি ছিল প্রশিক্ষণের জন্য আর তৃতীয়টি ছিল ফলোআপ। প্রশিক্ষণের তিন ধরণের মানুষকে টার্গেট করা হয়,

Soon after the International conference in 2007, the School was approached by the International Women's Health Coalition (IWHC), interested to fund further activities on sexuality and rights in Bangladesh. Two training workshops and a follow up workshop were held with this funding. Three core groups were targeted. One group was academics from outside Dhaka to encourage them to develop sexuality dissemination activities and provide a space for discussions among academics and students outside of Dhaka, who are often overlooked in metropolitan debates. Another group was journalists and advertising agencies to encourage writings on sexuality and discuss representations (and the absence of) and constructions of sexuality in the media and in advertisements. Currently in Bangladesh, there is nothing written on the diversity of sexualities, or often these issues are biased or misrepresented. The third group was the LGBT community who remain mainly underground, with only some visibility of MSM and transgender groups who work under the umbrella of HIV/AIDS organizations. The idea was to provide non-conforming sexual groups the capacity and space to argue for advocacy, training and build their own agenda to fight for their basic rights.

‘একটি গ্রুপ ছিল ঢাকার বাইরের অ্যাকাডেমিকরা। যাতে তারা ঢাকার বাইরে যৌনতা প্রচারসংক্রান্ত কার্যক্রম (sexuality dissemination activities) ডেভেলপ করতে উৎসাহিত হন এবং ঢাকার বাইরের অ্যাকাডেমিক ও ছাত্রদের আলোচনা করার জায়গা করে দেন...

আরেকটি গ্রুপ ছিল সাংবাদিক এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থা। যাতে করে তারা যৌনতা নিয়ে লিখতে উৎসাহিত হন এবং মিডিয়া ও বিজ্ঞাপনে যৌনতার নির্মান এবং উপস্থাপনা (এবং যথাযথ উপস্থাপনার অনুপস্থিতি) নিয়ে আলোচনা করেন...

তৃতীয় গ্রুপটি ছিল এলজিবিটি সম্প্রদায়, যারা মূলত ছিল আন্ডারগ্রাউন্ড। (বাংলাদেশে) কেবল অল্প কিছু এমএসএম এবং ট্র্যান্সজেন্ডার গ্রুপ আছে যারা এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ছত্রছায়ায় প্রকাশ্যে কাজ করে। (তাদের টার্গেট করার) উদ্দেশ্য ছিল এই non-conforming যৌন গ্রুপগুলোকে সক্ষমতা ও জায়গা করে দেয়া, যাতে তারা তাদের মৌলিক অধিকার নিয়ে লড়াই করার জন্যে নিজস্ব এজেন্ডা গঠন, প্রশিক্ষণ, অ্যাডভোকেসি করতে পারে।[৪]

অর্থাৎ একদিকে ব্র্যাক অ্যাকাডেমিক ও মিডিয়ার লোকজনকে এলজিবিটির পক্ষে কথা বলতে উৎসাহিত করছিল, অন্যদিকে সমকামীদের বিভিন্ন সংগঠনকে দিচ্ছিল কাজ করার সুযোগ ও প্রশিক্ষণ।

বিস্তার:

ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে কার্যক্রম। ২০০৭ সালের কনফারেন্সের আলোচনার নির্যাস বুকলেট আকারে ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেয়া হয় সারা বাংলাদেশের ১৫০ জন ‘স্টেকহোল্ডারের’ কাছে। যৌন অধিকার নিয়ে কোন ধরণের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিৎ তা নিয়ে আলোচনার জন্য ২০০৮ সালে অ্যাকাডেমিক, এলজিবিটি সমর্থক এবং বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার সদস্যদের নিয়ে একটি মিটিং করে ব্র্যাকের গবেষকরা। এরই ধারাবাহিকতায় এলজিবিটি ইস্যু নিয়ে আরও গোছানো এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য ২০০৮ সালে ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট পাবলিক হেলথ স্কুল আলাদা একটি সেন্টার বা কেন্দ্র তৈরি করে, যার নাম Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights। এই কেন্দ্র তৈরির ফান্ডিং আসে জাতিসংঘের একটি সংস্থার কাছ থেকে।[9]

২০০৭ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়টার কাজকর্মের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে,

ested stakeholders grew. Throughout this period, we initiated small meetings and forums and hosted some series of films on sexual diversity, inviting students and partners to attend. We also hosted a meeting to discuss the implications of the Bangladesh penal code 377, and more recently a meeting on a South Asian network working on human rights for LGBT communities across South Asia.

"এই পুরো সময় জুড়ে,আমরা বিভিন্ন ছোট ছোট মিটিং এবং ফোরাম শুরু করি। আমরা যৌন বৈচিত্র্যের ওপর কিছু সিনেমা (প্রদর্শনের) আয়োজন করি। অংশীদারদের এবং ছাত্রদের আমন্ত্রন জানাই। বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা-র ধারার তাৎপর্য নিয়েও একটি মিটিং আয়োজন করি আমরা। সম্প্রতি দক্ষিন এশিয়া জুড়ে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করার জন্য একটি দক্ষিণ এশীয় নেটওয়ার্ক নিয়েও আমরা মিটিং আয়োজন করেছি।"[10]

ব্র্যাকের কার্যক্রম এবং নেটওয়ার্কিং এর প্রভাব ছড়িয়ে যেতে থাকে সাড়া বাংলাদেশ জুড়ে। ২০০৭ এর কনফারেন্স এবং ২০০৯ এর কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ঢাকার বাইরের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমকামীতা ও অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারের অধিকার নিয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স বা মডিউল চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন তারা। আগ্রহ দেখান নিজ নিজ অঞ্চলে যৌন বিকৃতির অধিকার নিয়ে আলাদা কনফারেন্স আয়োজনেও। অ্যাকাডেমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে ঢাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু শিক্ষার্থী এলজিবিটি সামাজিকীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়ে পড়ে।

মিডিয়াতে সমকামীতাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার দিকেও মনোযোগী হয় ব্র্যাকের গবেষকরা। এ জন্য অভিনব এক কৌশল গ্রহণ করে তারা। এ কৌশলের ব্যাপারে তাদের নিজেদের মুখ থেকে শোনা যাক,

personal or professional lives. Moreover, we set up an awards system to actively encourage journalists to write news stories on sexuality and rights in local and regional newspapers, by giving a small monetary award for any news item/story published. Initial reports indicate that at least five regional journalists had written pieces on Sexuality and Rights, which were published in local newspapers, and one journalist had developed a radio story to be broadcast.

"এছাড়া, যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকাতে সাংবাদিকদের লেখালেখি করতে উৎসাহিত করার জন্য আমরা প্রকাশিত প্রতিটি নিউস আইটেম বা গল্পের জন্য সামান্য কিছু আর্থিক পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা চালু করি। প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত করে যে অন্তত পাঁচজন আঞ্চলিক সাংবাদিক যৌনতা এবং অধিকারের উপরে লিখেছেন, এবং সেগুলো স্থানীয় পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর একজন সাংবাদিক রেডিওতে প্রচার করার জন্য একটি গল্প তৈরি করেছেন।" [11]

'আর্থিক পুরস্কার' এর মাধ্যমে এলজিবিটি আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক লেখালেখি এবং সংবাদ প্রকাশের এই পদ্ধতি পরবর্তীতে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিও কাজে লাগাবে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচারণায়।

প্রভাব:

ব্র্যাকের উদ্যোগ বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এর আগে সমকামী তথা এলজিবিটি আন্দোলনের কার্যক্রম চলছিল 'এইডস প্রতিরোধ' আর 'সচেতনতা' সংক্রান্ত কার্যক্রমের আড়ালে। কাজ হচ্ছিল যৌন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যানারে। ব্র্যাক এসে কাজ শুরু করে মানবাধিকারের কাঠামোকে সামনে রেখে। সরাসরি সমকামী শব্দটা ব্যবহার না করে জোর দেয় 'যৌন অধিকার', 'যৌন বৈচিত্র্য', 'যৌন শিক্ষা' এবং 'জেন্ডার আইডেন্টিটি'র মতো পরিভাষার ওপর। যদিও ঘুরেফিরে এই সব বুলির পেছনে মূল বক্তব্য এক – যৌন বিকৃতির সামজিকীকরণ ও বৈধতা। ব্র্যাকের কর্মপদ্ধতি এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা নিয়ে জনপরিসরে আলাপ তোলার কাজটা এগিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূর।

ব্র্যাকে কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং ফলাফল নিয়ে তাদের নিজেদের মূল্যায়ন দেখা যাক। ২০০৭ সালে শুরু করা কার্যক্রমের ব্যাপারে তাদের নিবন্ধে বলা হয়েছে,

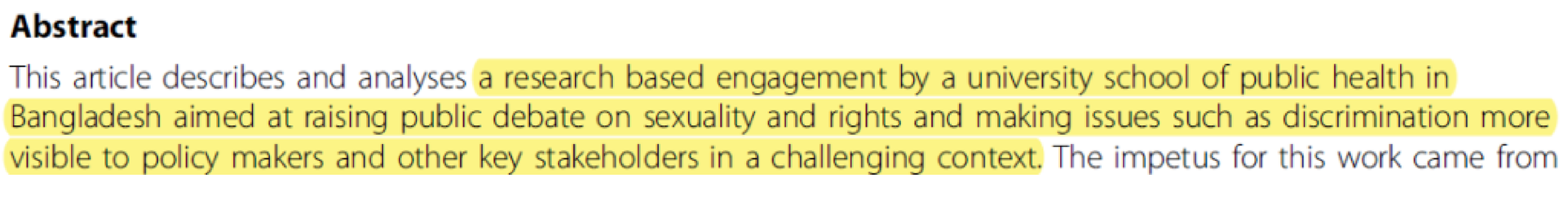

Abstract

This article describes and analyses a research based engagement by a university school of public health in Bangladesh aimed at raising public debate on sexuality and rights and making issues such as discrimination more visible to policy makers and other key stakeholders in a challenging context. The impetus for this work came from

"...(এ উদ্যোগের) লক্ষ্য ছিল যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে বিতর্ক উত্থাপন করা এবং (বাংলাদেশের) চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে নীতি নির্ধারকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেইকহোল্ডারদের সামনে বৈষম্যের মতো ইস্যুগুলোকে আরও দৃশ্যমান করে তোলা।" [12]

অর্থাৎ তাদের নিজেদের বক্তব্য অনুযায়ীই- ব্র্যাকের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল জনপরিসরে সমকামীতা এবং অন্যান্য যৌন বিকৃতির (তাদের ভাষায় 'যৌনতা ও অধিকার') আলাপ তোলা, এবং নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশে যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ। আর এই কাজটা তারা করেছে অধিকারের বুলি ব্যবহার করে। তাদের ভাষায়,

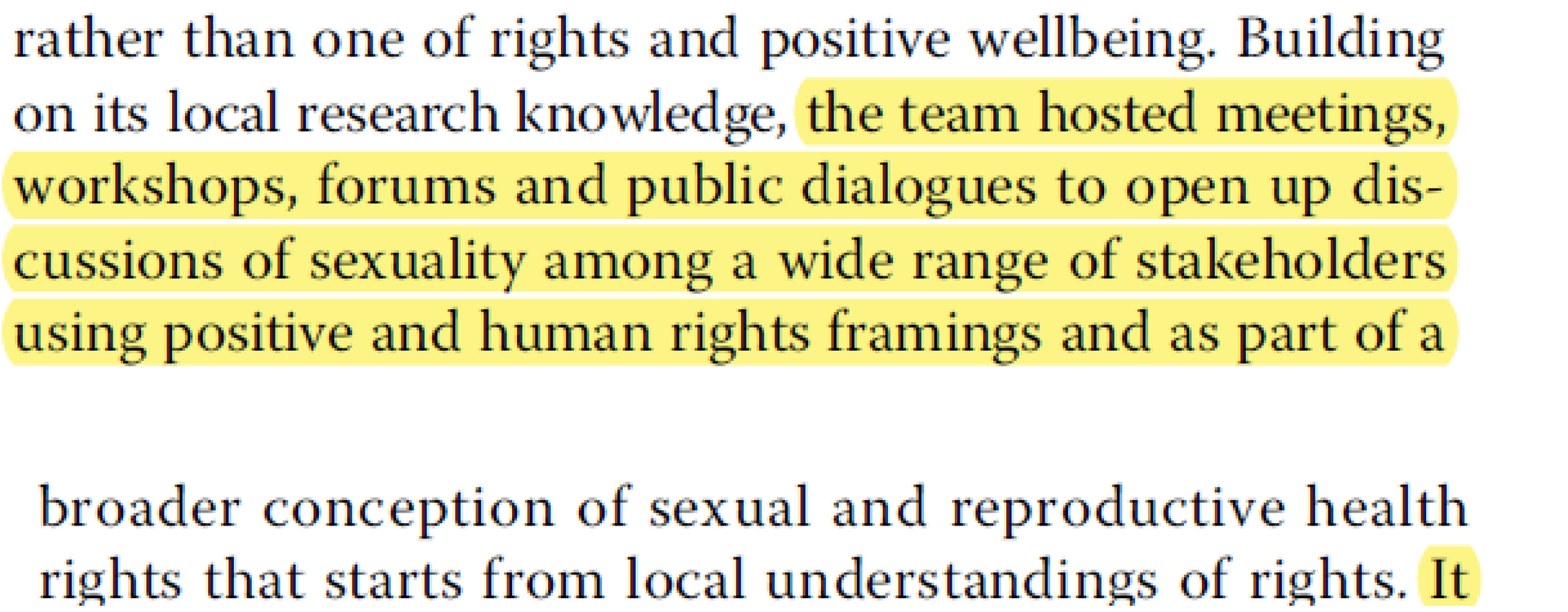

rather than one of rights and positive wellbeing. Building on its local research knowledge, the team hosted meetings, workshops, forums and public dialogues to open up discussions of sexuality among a wide range of stakeholders using positive and human rights framings and as part of a broader conception of sexual and reproductive health rights that starts from local understandings of rights. It

"...ইতিবাচক এবং মানবাধিকারের ফ্রেইমিং ব্যবহার করে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে যৌনতা নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা) টিমটি বিভিন্ন মিটিং, ওয়ার্কশপ, ফোরাম এবং জনসংলাপের আয়োজন করেছে...।" [13]

এক্ষেত্রে ঢাল হিসেবে কাজ করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও হিসেবে ব্র্যাকের পরিচয় ও প্রভাব। পাশাপাশি পুরো ব্যাপারটাকে মুন্সিয়ানার সাথে দেখানো হয়েছে 'নিরীহ' গবেষনা হিসেবে। 'সমকামীতার বৈধতা চাই' বলা হলে যেভাবে বাঁধা তৈরি হতো 'গবেষণা'র ক্ষেত্রে তা হয়নি, বরং এভাবে তুলে ধরার ফলে অনেকের কাছে বিষয়টা গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় এবং এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমকে সমকামীতার মোড়কে উপস্থাপন করার ইতিবাচক দিকের কথা উল্লেখ করে এ নিবন্ধে বলা হয়েছে,

broader conception of sexual and reproductive health rights that starts from local understandings of rights. It was felt that, as a school of public health, we were well positioned in terms of academic legitimacy to play this kind of role and to begin to challenge the silence and discrimination which characterises this important aspect of human experience.

"...এটি অনুভূত হয়েছিল যে, (একটি বিশ্ববিদ্যালয়) এর জনস্বাস্থ্য অনুষদ হিসাবে এই ধরণের ভূমিকা পালনে অ্যাকাডেমিক বৈধতার দিক থেকে আমরা ভাল অবস্থানে ছিলাম..."[14]

এই উদ্যোগের ফলে কী কী অর্জিত হয়েছে তার আলোচনা করতে গিয়ে ব্র্যাকের গবেষকরা তিনটি কাঠামোগত ক্ষেত্রে অগ্রগ্রতির কথা উল্লেখ করেছেন।

commitments (ibid). The process described in this paper contributed to effecting change in three of the structural areas identified by the ORS report as critical to final outcomes. The first was widening and strengthening the base of support for advocacy on sexuality and rights through bringing together key actors who were in a position to influence the wider climate, such as the media. The second was strengthening alliances, through providing platforms and spaces for allies to come together. This was done by assessing strategic opportunities and building sustained alliances and partnerships with media, activists, academics and sexual minority groups. The third was through contributing to shifts in social norms around sexuality through creating a more open climate of discussion and dialogue in a wider range of arenas.

- প্রথমত, এই উদ্যোগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা বিভিন্ন মানুষকে একত্রিত করা গেছে যারা নিজেদের অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে (যেমন মিডিয়ার লোকজন)। এতে 'যৌনতা এবং অধিকারের' (পড়ুন, এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের) জন্য সমর্থনের ভিত্তি মজবুত এবং প্রসারিত হয়েছে।
- দ্বিতীয়ত, এই উদ্যোগের ফলে মিডিয়া, সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট, গবেষক এবং এলজিবিটি গ্রুপগুলোর মধ্যে 'মৈত্রী' এবং 'অংশীদারিত্বের সম্পর্ক' গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন আয়োজনের মাধ্যমে তাদের একত্রিত হবার এবং আলোচনার করার প্ল্যাটফর্ম ও জায়গা করে দিয়েছে ব্র্যাক ।
- তৃতীয়ত, এই উদ্যোগের মাধ্যমে জনপরিসরে এলজিবিটি সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে আরও খোলামেলাভাবে কথা বলার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যা যৌনতার ব্যাপারে সামাজিক চিন্তা এবং নিয়মগুলো পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।[15]

ব্র্যাকের এই গবেষকরা তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

However, we found that it is possible to create a public space and dialogue on sexuality and rights in a conservative and challenging environment like Bangladesh by bringing together a diverse group of stakeholders – LGBT groups, research, academics, NGO professionals, health providers, journalists and policymakers – to successfully challenge representations of sexuality in the public arena.

"*আমরা দেখেছি যে এলজিবিটি গ্রুপ, গবেষক, অ্যাকাডেমিক, এনজিও, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী, সাংবাদিক এবং নীতিনির্ধারকদের মতো বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের একত্রিত করে, জনপরিসরে যৌনতার উপস্থাপনাকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে, বাংলাদেশের মতো রক্ষনশীল এবং চ্যালেঞ্জিং পরিবেশেও যৌনতা এবং অধিকার নিয়ে জনপরিসরে জায়গা তৈরি করা এবং আলাপ তোলা সম্ভব।*"[16]

এই 'অবদানের' স্বীকৃতিও পায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৩ সালে বিলিয়েনেয়ার জর্জ সরোসের ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন ১ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করে। এই তহবিলের জন্য পৃথিবীর ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মনোনীত করা হয় যার মধ্যে একটি ছিল ব্র্যাক।[17]

THE BUSINESS STANDARD

Saturday
January 06,
2024

Brac Uni to be early recipient from Soros's $1 billion fund

EDUCATION

Mir Mohammad Jasim

28 January, 2020, 10:30 am
Last modified: 28 January, 2020, 01:52 pm

Brac university will promote the values of open society, including free expression and diversity of belief

এরপর থেকে 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার' নিয়ে ব্র্যাকের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত হয়েছে। উল্লেখ্য জর্জ সরোস বর্তমান পৃথিবীতে এলজিবিটি আন্দোলনের পেছনে সবচেয়ে বড় দাতাদের একজন।

রোমানিয়ান বংশোদ্ভুত এই ইহুদী ধনকুবের জর্জ সরোস

***

ব্র্যাকের উদ্যোগের পর ক্রমশ বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের গতি বাড়তে থাকে। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্র্যাকের আনা মানবাধিকার ও 'যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার'-এর আলাপ তাদের প্রচারণা এবং কার্যক্রমের মধ্যে যুক্ত করে নেয়। মিডিয়া, অ্যাকাডেমিক এবং নীতিনির্ধারকদের মধ্যে এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থনে কিছু মানুষ তৈরি হয়। পাশাপাশি বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত লোকেরা অ্যাডভোকেসি এবং অ্যাকটিভিসম সংক্রান্ত জরুরী প্রশিক্ষণ পায় ব্র্যাকের ওয়ার্কশপগুলোতে। সক্রিয় হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলজিবিটি সংগঠন। এদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আগ্রহী হয় বাংলাদেশে প্রকাশ্যে সমকামী আন্দোলন শুরু করার প্রতি। আর এভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়।

***

[1] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115.

[2] Rashid, Sabina Faiz, Hilary Standing, Mahrukh Mohiuddin, and Farah Mahjabeen Ahmed. "Creating a public space and dialogue on sexuality and rights: a case study from Bangladesh." Health Research Policy and Systems 9, no. 1 (2011): 1-9.

[3] Ibid, p 4

[4] Ibid

[5] https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/summary-report-sexuality-and-rights-workshop-january-2007

ওয়ার্কশপের সামারি রিপোর্টের পিডিএফ - https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08ba8ed915d622c000e07/monograph_sexualityrights.pdf

[6] Rashid et al, Creating, p 4

[7] আইডাব্লিউএইচসি-র প্রতিষ্ঠাতা দুইজন, জোঅ্যান ডানলপ (Joan Dunlop) এবং অ্যাড্রিয়েন জার্মেইন (Adrienne Germain)। প্রথম জন এই প্রতিষ্ঠান শুরুর আগে রকাফেলার ফাউন্ডেশনে কাজ করতো। দ্বিতীয় জন কাজ করতো ফোর্ড ফাউন্ডেশনে। আইডাব্লিউএইচসি বিভিন্ন সময়ে রকাফেলার এবং ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অনুদানও পেয়েছে।

https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/awarded-grants/grantee/international-womens-health-coalition/

[8] Rashid et al, Creating, p 4

[9] “In 2008, I established a Centre for Gender and Sexual and Reproductive Health and Rights with seed funding from a UN organization, pushing for laws to stop child marriage; providing a safe space for LGBTQI communities and working to develop online resources on sensitive topics that bypass traditional gatekeepers such as parents and teachers.”

https://www.brac.net/brac-in-the-media/item/1155-meet-the-two-professors-working-together-to-improve-the-lives-of-vulnerable-populations-in-bangladesh

[10] Rashid et al, Creating, p 5

[11] Ibid, p 7

[12] Ibid, p 1

[13] Ibid, p 2

[14] Ibid, p 3

[15] Ibid, p 7

[16] Ibid, p 7

[17] The Buinesss Standard, Brac Uni to be early recipient from Soros’s $1 billion fund, 2020

https://www.tbsnews.net/bangladesh/education/brac-uni-be-early-recipient-soross-1-billion-fund-39805

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? পর্ব ৩

তৃতীয় পর্যায়: প্রকাশ্যে এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসম

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ইন্টারনেট চ্যাট গ্রুপ, মেইল গ্রুপ এবং ফোরামের মাধ্যমে সম লিঙ্গের সাথে যৌনতায় আসক্ত ব্যক্তিদের একধরনের অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। সমকামীরা এসব অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতো। সমকামী অ্যাক্টিভিস্টদের বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং সাক্ষাতকারের বক্তব্য অনুযায়ী, ১৯৯৯ সালে রেঙ্গু নামে একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি ‘গে বাংলাদেশ’ নামে একটি অনলাইন গ্রুপ তৈরি করে। এটি ছিল বাংলাদেশে এধরণের প্রথম গ্রুপ। বাংলাদেশের এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের প্রতিটা ধাপেই বিদেশী কানেকশন খুঁজে পাওয়া যায়। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের শুরু বিলেত ফেরত ভারতীয় শিবানন্দ খানের মাধ্যমে। ব্র্যাকের কর্মকান্ডের ‘অনুপ্রেরণা’ আসে ব্রিটেনে কনসোর্টিয়ামে অংশগ্রহনের পর। আর সমকামী ই-গ্রুপগুলোর পথচলা শুরু হয় বিদেশফেরত রেঙ্গুর মাধ্যমে। ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলোর সদস্য রেঙ্গু পড়াশোনার জন্য জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় কাটিয়েছিল পশ্চিমে। ২০০৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় রেঙ্গু। গে বাংলাদেশের কার্যক্রম থেমে যায় সেখানেই।[1]

কিন্তু গে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রানিত হয়ে ২০০২ গড়ে ওঠে আরেকটি ই-গ্রুপ, বয়েস অফ বাংলাদেশ (Boys of Bangladesh/BoB)। কাজী হক নামে একজন ব্যক্তি (বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী) ইয়াহু চ্যাটে এই গ্রুপটি চালু করে।[2]

অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে ‘গেট টুগেদার’ এবং ‘ডিজে পার্টি’-র আয়োজন করতে শুরু করে বয়েস অফ বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানগুলো ছিল সমকামীদের জন্য যৌন সঙ্গী বাছাইয়ের আর এক সাথে ‘ফূর্তি’ করার সুযোগ। বয়েস অফ বাংলাদেশের সদস্যরা ছিল মূলত মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির। তাদের ‘অনুষ্ঠান’গুলো হতো ঢাকাতে। অন্যদিকে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম ছিল মূলত নিম্ন, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং ঢাকার বাইরের সমকামীদের নিয়ে।

২০০৫ সালে বন্ধু-র সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বয়েস অফ বাংলাদেশের। একই বছরের এপ্রিলে আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর সাথে মিলে বাংলাদেশে এলজিবিটি সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি নিয়ে একটি গবেষনাতে কাজ করে তারা। তবে এ গবেষনার ফলাফল পরে আর প্রকাশিত হয়নি।[3]

অ্যাক্টিভিসম:

প্রথম পাঁচ বছরে বয়েস অফ বাংলাদেশের কার্যক্রম অনলাইন নেটওয়ার্কিং আর অফলাইন ‘ডিজে পার্টি’-র মধ্যে সীমিত থাকে। পরিবর্তন আসতে শুরু করে ২০০৭ থেকে। সে বছর ব্র্যাকের জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আয়োজিত আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বয়স অফ বাংলাদেশ।

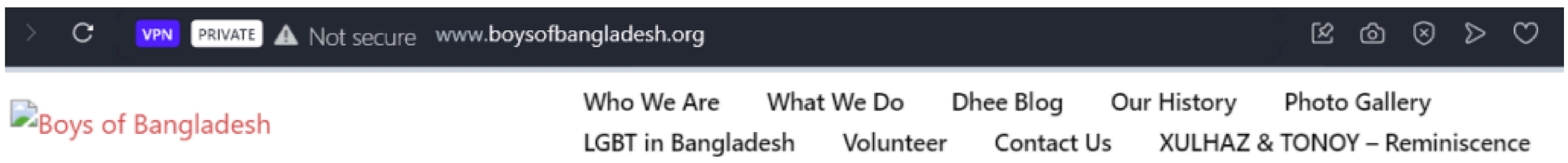

www.boysofbangladesh.org, Our History

এই ওয়ার্কশপ গভীরভাবে প্রভাবিত করে তাদের কাজের গতিপথকে। ‘ডিজে পার্টি’র পাশাপাশি তারা অ্যাক্টিভিসমে আগ্রহী হয়ে ওঠে, অন্যদিকে এলজিবিটি এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে তাদের।

ব্র্যাকের অনুষ্ঠানের পর প্রকাশ্যে কাজ করা শুরু করে বয়েস অফ বাংলাদেশ। ২০০৮ সালে প্রথম বারের মতো এলজিবিটির প্রতীক রংধনু পতাকা টাঙ্গিয়ে ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটের ছাদের ক্যাফেতে অনুষ্ঠান করে তারা। এটাকে সমকামী অধিকার নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে।[4] এখানেও সেই একই পশ্চিমা কানেকশন।

But in 2008 when the political situation settled down a bit, BoB planned to revive its regular activities and started organizing get-togethers again On May 17, the International Day Against Homophobia (IDAHO) was celebrated at a prominent cafe in Dhanmondi. BoB also launched its logo and future events there. This is worth mentioning because it was the first event where BoB appeared openly as a gay group with the approval of the venue authority. For the first time a public venue recognized BoB and its crowd. There was a display of BoB logo with the rainbow props scattered all around at the venue. It was a moment of pride indeed!

https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

২০১০ এ বয়েস অফ বাংলাদেশের ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠানের ছবি

একই বছর নেপালের কাঠমুণ্ডুতে এলজিবিটি এজেন্ডা নিয়ে কাজ করা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন সংগঠনকে নিয়ে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটি নামে একটি সমকামী সংগঠন। এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বয়েস অফ বাংলাদেশের সদস্য শওকত ইমাম রাজীব।[5] এ ওয়ার্কশপের অর্থায়ন করে এলএলএইচ নামে নরওয়ের একটি সমকামী সংগঠন। পরবর্তীতে এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশেও সমকামী অ্যাক্টিভিসমের অর্থায়ন করবে।[6] মজার ব্যাপার হল ব্লু ডায়মন্ড সোসাইটি এবং এর প্রতিষ্ঠাতার সাথেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নায ফাউন্ডেশনের শিবানন্দ খানের।[7] ২০০৮ এ ব্র্যাকের আয়োজিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ ও গবেষণাতেও অংশ নেয় বয়েস অফ বাংলাদেশ।[8]

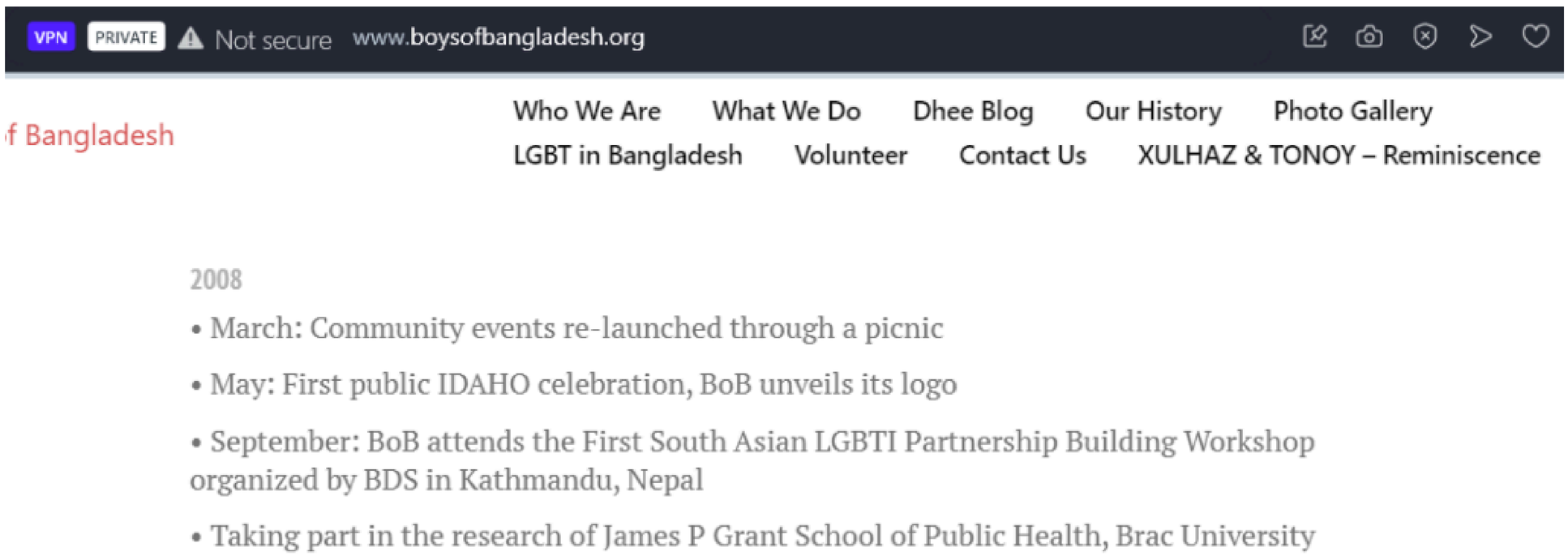

www.boysofbangladesh.org, Our History

২০০৯ সালে বয়েস অফ বাংলাদেশ কক্সবাজারে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করে। এটি ছিল বাংলাদেশে কোন সমকামী সংগঠনের আয়োজিত প্রথম ওয়ার্কশপ। ‘Workshop on Sexual Diversity, Partnership Building and Networking’ শিরোনামের এ ওয়ার্কশপের ফান্ডিং করে নরওয়ের এলএলএইচ।[9] সমকামী পুরুষ ও নারীদের বিভিন্ন সংগঠনের পাশাপাশি এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে হিজড়া সম্প্রদায়, মিডিয়া এবং ‘সুশীল সমাজ’ এর কিছু প্রতিনিধিও। ওয়ার্কশপে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রথমত, বিকৃত যৌনতার বৈধতা আদায়ের জন্য একটি কোয়ালিশন বা জোট গঠন করা। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিলের জন্য কাজ করা।[10]

সূত্রঃ https://en.wikipedia.org/wiki/Boys_of_Bangladesh

এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ এ জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে ৩৭৭ ধারা বাতিলের সুপারিশ করা হয়।[11] জাতিসংঘে এই সুপারিশ তোলা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে এসআরআই (সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ) নামে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। আর এসআরআই-কে সহযোগিতা করে বয়েস অফ বাংলাদেশ।[12]

Report on Bangladesh –
4th Round of the Universal Periodic Review – February 2009

This report is submitted by the Sexual Rights Initiative (a coalition including Mulabi – Latin American Space for Sexualities and Rights; Action Canada for Population and Development and Creating Resources for Empowerment and Action-India[1] and others). It focuses on the **socio-political rights of the sexual and gender minority communities of Bangladesh** particularly with reference to **gay, lesbian, bisexual, transgender, Intersex, Hijra, Kothi and other linguistically unmarked groups**.

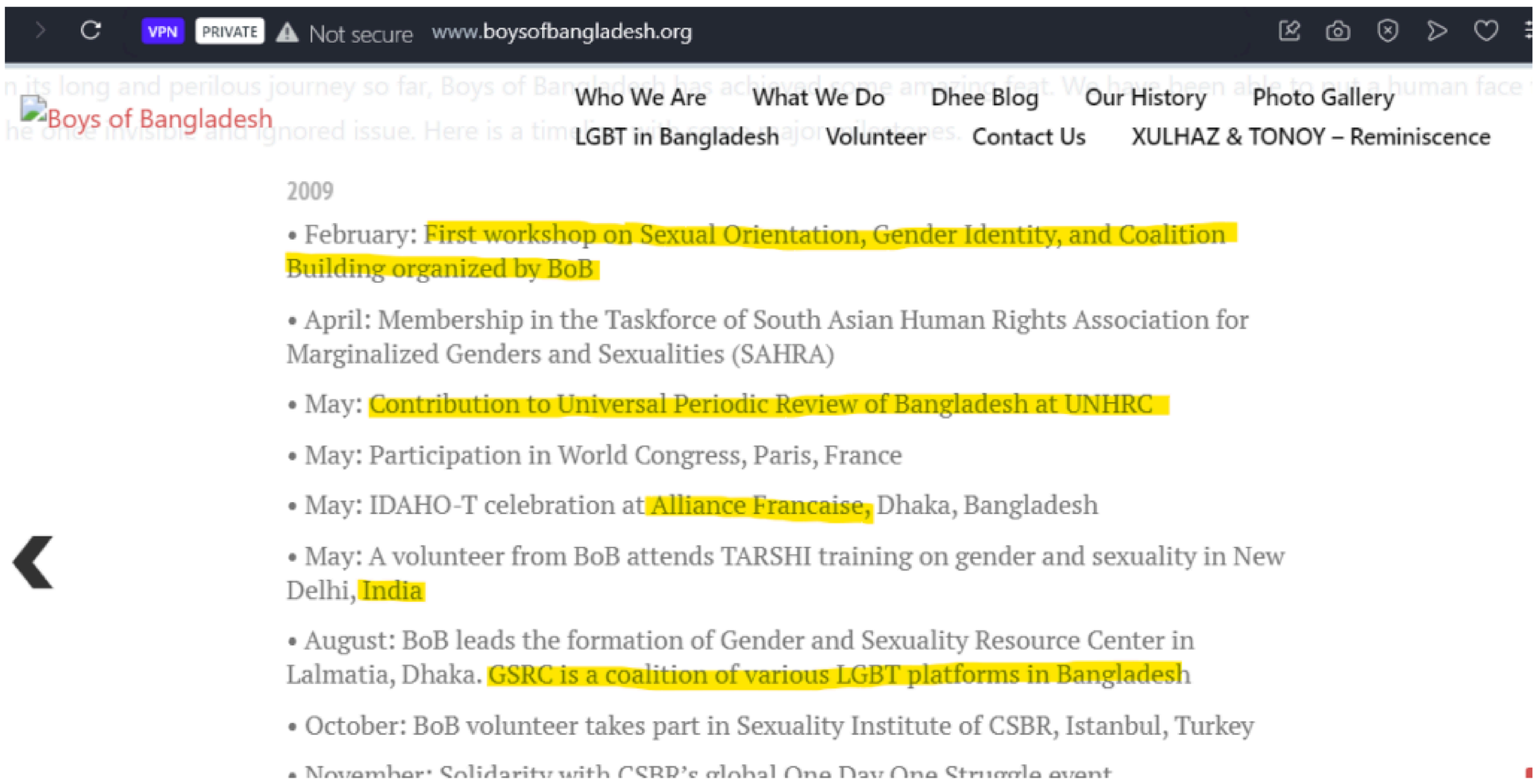

বয়েস অফ বাংলাদেশের মতো একটি অনিবন্ধিত, ইন্টারনেটকেন্দ্রিক সংগঠন কতো সহজে জাতিসঙ্ঘ পর্যন্ত পৌছে যেতে পারে তা থেকে বৈশ্বিক এলজিবিটি মাফিয়ার শক্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

২০১০ সালে বইমেলায় শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে বের হয় কুখ্যাত মুক্তমনা ব্লগের প্রতিষ্ঠাতা অ্যামেরিকা প্রবাসি ইসলামবিদ্বেষি অভিজিৎ রায়ের বই ‘সমকামিতা’। অভিজিৎ রায় তার এই বইয়ে বিজ্ঞানের জগাখিচুড়ি ব্যাখ্যা, এবং নানা লজিকাল ফ্যালাসি ব্যবহার করে সমকামিতা-কে স্বাভাবিক মানবিক আচরণ হিসেবে প্রমানের চেষ্টা করে। তার অন্যান্য লেখার মতো এই লেখাটিও ছিল বিভিন্ন পশ্চিমা লেখকের লেখার ছায়া অনুবাদ। ২০১০ সালে অগাস্টে অভিজিৎ রায়ের বইটির রিভিউ প্রকাশ করে প্রথম আলো। বিশাল এক পাঠকশ্রেণীর ড্রয়িং রুমে সমকামিতার মতো জঘন্য বিকৃতির সাফাই পৌছে যায় প্রায় সবার অলক্ষ্যে।[13]

এই বই প্রকাশিত হবার পর বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা অভিজিৎ রায়ের সাথে দেখা করে। একই বছর ধানমন্ডির জার্মান ইন্সটিটিউটে আন্ডার দা রেইনবো নামের একটি এলজিবিটি উৎসব আয়োজন করা হয়। পরের দুই বছরেও এ 'উৎসব' আয়োজিত হয়।

২০১৩ সাল নাগাদ আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সাথে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায় বয়েস অফ বাংলাদেশ। জাতিসংঘের ইকোসকের উপদেষ্টা মর্যাদা পাওয়া ইলগার এশীয় শাখার সদস্য পদ পায় তারা। ২০১৩ এর ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে ইলগার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করে বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি তানভীর আলিম।[14]

https://web.archive.org/web/20150303033427/https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

Oral Statement
International Lesbian and Gay Association (ILGA)
24th Session of the Human Rights Council
UPR Bangladesh
Friday 20th September 2013

Delivered by: Tanvir Alim

Thank you Mr. President,

This statement is also on behalf of Boys of Bangladesh, the oldest and largest platform of self identified gay men in Bangladesh.

We thank the Government of Bangladesh for positively engaging with the UPR process and accepting many of the recommendations from other state parties. We appreciate that the government has recognized the existence of the LGBTI population in Bangladesh through its reply to USA during the UPR working group session.

However, we regret that the Government has rejected recommendation to abolish Section 377 which criminalizes consensual same-sex relationship. The government already has an extensive HIV/AIDS program including men who have sex with men (MSM) and Hijras. Hence, this rejection indicates that it's just to avoid acknowledging human rights violations of sexual and gender minorities.

We know that a law can't be changed overnight. But, at the same time, decriminalizing Section 377 is important because it can help bring social change.

Despite government accepting recommendation of UPR 2009 to train law enforcers in sexual orientation and gender identity, we are concerned about how Sanjida and Puja, a lesbian couple, has been treated recently.

We also ask the Government of Bangladesh to proactively stop intolerant groups from making inflammatory homophobic remarks, which have often resulted in violence towards LGBT community.

We call on the Government of Bangladesh to take concrete steps to implement the recommendations to protect all people regardless of sexual orientation or gender identity. We will be happy to share our expertise in this regard.

Thank you.

জাতিসঙ্ঘে বয়েস অফ বাংলাদেশ এবং ইলগার পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য। সূত্রঃ https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2013-10/international_lesbian_gay_assoc_oral_bangladesh_2013.pdf

এ বছর আবারও জাতিসঙ্ঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে বাংলদেশ সরকারকে ৩৭৭ নম্বর সেকশন বাতিল করতে বলা হয়। বাংলাদেশ এ সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঙ্গে এই সুপারিশ গ্রহণযোগ্য না।[15]

সমকামী সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সরকারের এ অবস্থানের সমালোচনা করে আইন ও সালিশ কেন্দের মতো সংস্থাগুলোও। ভারতীয় পত্রিকা ডিএনএ ইন্ডিয়াকে দেয়া সাক্ষাকারে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের অ্যাক্টিভিস্ট বিনা ডি কস্টা বলেন,

> Activist Bina D'Costa of Ain o Salish Kendra (ASK) said, "We're dismayed the GoB has not agreed to accept several key recommendations on abolishing death penalty and repealing article 377 of the penal code."
>
> A joint statement of International Lesbian and Gay Association (ILGA) and Boys of Bangladesh too brought up the instance of Shibronty Roy Puja, a 16-year-old Hindu, and Sanjida Akter, 21-year-old Muslim, arrested in Dhaka on 23 July.

https://www.dnaindia.com/world/report-bangladesh-refuses-to-abolish-criminalisation-of-consensual-same-sex-ties-1899219

"*বাংলাদেশের সরকার মৃত্যুদণ্ড বাতিল এবং দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ গ্রহন করতে রাজি হয়নি, এতে আমরা হতাশ।*"[16]

এরপর এপ্রিল ও মে মাসে ব্র্যাক জেইমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ আর বয়েস অফ বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে দুটি গোলটেবিল বৈঠক হয়। বাংলাদেশে এলজিবিটি অধিকার আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আলোচনা হয় তা নিয়ে। এ অনুষ্ঠানে সমকামী সংগঠনগুলোর সদস্য এবং ব্র্যাকের পাশাপাশি অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন দূতাবাস এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও।[17]

Roundtable on LGBT movement

Publish Date: May 29th, 2013

The Centre for Gender, Sexual and Reproductive Health Rights, JPGSPH and Boys of Bangladesh (BoB) jointly organized a roundtable discussion on ' 'UPR 2013 and Beyond: Way forward for LGBT movement in Bangladesh' on May 28, 2013 at the School. The key objective of the session was to share highlights from the Universal Periodic Review meeting held in Geneva between 22 April and 3 May, 2013 and to discuss how to move forward with the LGBT rights issues in the country. About fifteen people from research, activist and donor organizations actively participated in the discussion.

২০১৪ সালে সমকামীতাদের সামাজিকীকরণের জন্য মার্কিন সরকারের স্টেইট ডিপার্টমেন্টের অর্থায়নে ‘প্রজেক্ট ধী’ নামে একটি প্রকল্প শুরু করে বয়েস অফ বাংলাদেশ। এ প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০১৫ সালে মুন্সিগঞ্জের একটি রিসোর্টে দুই দিন ব্যাপী ‘ধী রেসিডেন্সি’ নামের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।[18] দেশের সমকামীতাদের সামাজিকীকরণ নিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এই কর্মশালায়।

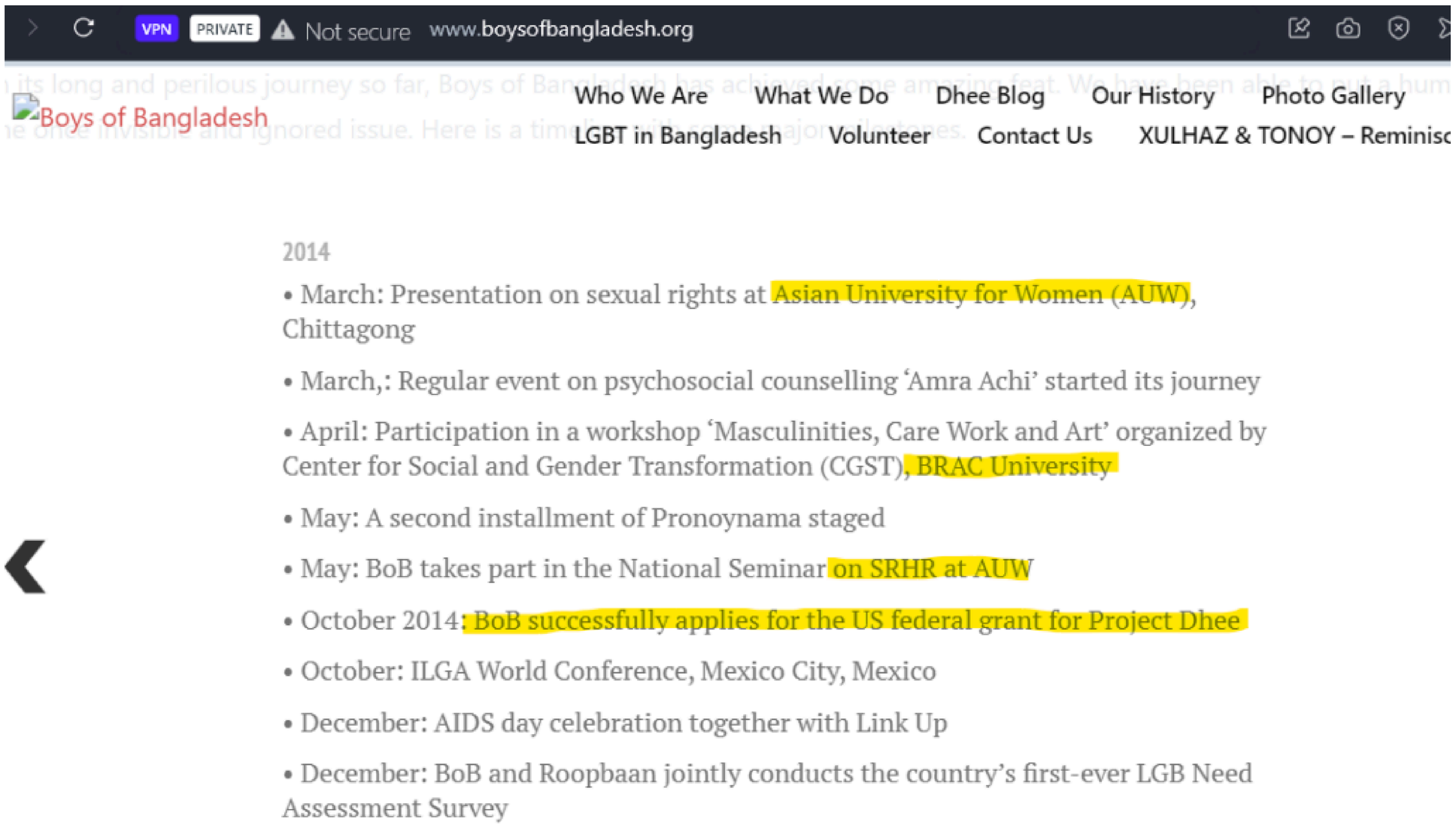

Not secure www.boysofbangladesh.org

Boys of Bangladesh

Who We Are What We Do Dhee Blog Our History Photo Gallery LGBT in Bangladesh Volunteer Contact Us XULHAZ & TONOY – Reminisc

2014

• March: Presentation on sexual rights at Asian University for Women (AUW), Chittagong

• March,: Regular event on psychosocial counselling 'Amra Achi' started its journey

• April: Participation in a workshop 'Masculinities, Care Work and Art' organized by Center for Social and Gender Transformation (CGST), BRAC University

• May: A second installment of Pronoynama staged

• May: BoB takes part in the National Seminar on SRHR at AUW

• October 2014: BoB successfully applies for the US federal grant for Project Dhee

• October: ILGA World Conference, Mexico City, Mexico

• December: AIDS day celebration together with Link Up

• December: BoB and Roopbaan jointly conducts the country's first-ever LGB Need Assessment Survey

বর্তমানে ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট হিসেবে খ্যাতি পাওয়া অনেকেই বয়েস অফ বাংলাদেশের উদ্যোগে আয়োজিত এই ধী রেসিডেন্সিতে অংশ নেয়।[19]

← Boys of Bangladesh (BoB) - আপনা...

Boys of Bangladesh (BoB)

আপনাদের সবার ব্যাপক সাড়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।
প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আবেদন জমা পড়ায় আমরা একদিন আগেই আবেদন গ্রহণ বন্ধ করে দিচ্ছি।
সাত বিভাগের একুশজন ধী-এর সাথে দেখা করতে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপনাদের বরণ করে নিতে নিজ হাতে আমরা তৈরি করছি নানা জিনিস।
আশা করি দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

Thank you for your amazing response to attend our Dhee Residency! We are inspired and elated to think that so many of you are willing to work for the LGBT movement in Bangladesh. But sadly, due to space limitation, we are having to stop receiving applications.

We apologize to those who we could not accommodate. But congratulations to those who got selected! Amazing stuffs are waiting for you at Dhee Residency!

Follow us on: www.facebook.com/projectdhee

Image: Project Dhee/ধী

#projectdhee #dheeresidency #residentialtraining #bangladeshilgbt #lgbtbangladesh #lgbt

Boys of Bangladesh (BoB)

ধী রেসিডেন্সী প্রস্তুত সারাদেশ থেকে বাছাইকরা ২১ জন ধীমানকে বরণ করে নেওয়ার জন্য! আজ আর আগামীকাল আমরা এক অপুর্ব সময় কাটাবো কিছু অসাধারণ ব্যক্তিদের সাথে, নিজেদের জানবো আর শিখবো change-maker হিসেবে কি করতে পারি।

বয়েজ অফ বাংলাদেশ-এর এই উদ্যোগ সফল করার জন্য যারা সাথে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, তাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

এই দুদিনের আয়োজন জানতে আমাদের পেইজ ফোলো করুনঃ www.facebook.com/projectdhee

Dhee Residency is all set to welcome its 21 participants carefully chosen from all across the country! Today and tomorrow we look forward to spending an amazing time with some amazing souls, learn more about each other and arm ourselves with knowledge and resources to be a better change-maker.

Boys of Bangladesh would like to thank everyone who is involved in making this initiative a success.

Keep an eye on our Project Dhee page to see how the training unfolds: www.facebook.co

অক্টোবরে ধী- নামে কমিক প্রকাশ করে বব, যে কমিকের প্রধান চরিত্র একজন সমকামী নারী। এই কমিকের মোড়ক উন্মোচন হয় ব্রিটিশ কাউন্সিলে। ডেইলি স্টার এবং ডয়েচ ভেলের মত মিডিয়াগুলো ইতিবাচকভাবে নিউজ করে অনুষ্ঠানটি নিয়ে।[20] প্রজেক্ট ধী-র অংশ হিশেবে ২০১৬ নাগাদ দেশের ১৩টি জেলায় অনুষ্ঠান আয়োজন করে বয়েস অফ বাংলাদেশ।

বয়েস অফ বাংলাদেশ এবং এ ধরণের সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের পরিধি ও প্রভাব কেমন ছিল সে ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যায় ২০১৮ সালে দৈনিক মানবজমিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে। *ঢাকায় সমকামী ক্লাব* শিরোনামের এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

"ইদানীং রাজধানীসহ দেশের বিভিন্নস্থানে সমকামীরা ক্লাব খুলে তাদের কাজ করছে। কেউ কেউ এক সঙ্গে থাকছে। এমন একাধিক সমকামী সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এসব সংগঠন গোপনে চালাচ্ছে কার্যক্রম। কিছু এনজিও দিচ্ছে তাদের সহায়তা। ফেসবুক, টুইটার, ইমো, হোয়াটস অ্যাপসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে এরা এখন সরব। সাংকেতিক কোড ব্যবহার করে বাড়াচ্ছে সদস্য সংখ্যা। সদস্য সংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি করবে তারও ট্রেনিং দেয়া হয় এখানে।...

২০১৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ কাউন্সিলে একটি সমকামী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেদিন ২০০-এর বেশি সমকামী তরুণ-তরুণী জড়ো হয়েছিল। যেখানে ‘ধী’ নামে একটি সমকামী কমিক উপস্থাপন করা হয়েছিল। আর এর চরিত্র ধারণ করেছিলেন দেশের খ্যাতনামা এক সাংস্কৃতিক দম্পতির মেয়ে। সেদিনকার সমাবেশে সমকামীদের অধিকারের পক্ষে ‘নিজেরা করি’ এনজিওর সমন্বয়কারী নানা কথা বলেছিলেন। এ কারণে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বৃটিশ কাউন্সিলের সমকামীদের সে সমাবেশের খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশে নিন্দা-প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। এর আগে ২০১৩ সালের ২৯শে এপ্রিল জেনেভায় অনুষ্ঠিত ‘ইউনিভার্সাল পিরিয়ডিক রিভিউতে’ তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমকামীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলায় দেশে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। ২০১৭ সালের আগস্টে কেরানীগঞ্জ থেকে এক গোপন বৈঠক চলাকালে ২৮ সমকামীকে পুলিশ আটক করে। এ ঘটনা নিয়েও দেশজুড়ে তোলপাড় হয়।"[21]

ঢাকায় সমকামী ক্লাব, দৈনিক মানবজমিন

২০০৯ থেকে ২০১৬ এর মধ্যে বয়েস অফ বাংলাদেশের আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের তালিকা (তাদের সাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী) নিচে দেয়া হল -

- ২০০৯ সালে সাহরা (South Asian Human Rights Association for Marginalized Genders and Sexualities-SAHRA) নামে একটি আঞ্চলিক এলজিবিটি প্ল্যাটফর্মের সদস্য হয় বয়েস অফ বাংলাদেশ।

- ২০১১ সালে বব এবং বন্ধু যৌথভাবে বাংলাদেশে সাহরার মিটিং আয়োজন করে।
- জার্মান কালচারাল ইন্সটিটিউট এবং অলিয়স ফ্রসেজে এলজিবিটি নিয়ে বেশ কিছু শিল্প প্রদর্শনী ও 'ফেস্টিভাল' আয়োজন ও অংশগ্রহণ করে
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগামের এশিয়ান উইমেনস ইউনিভার্সিটিতে একাধিকার প্রেসেন্টেশান দেয় এবং সেমিনারে অংশগ্রহণ করে
- বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস ফোরামের সদস্যপদ লাভ
- সমকামীতার ওপর একটি ব্রোশিয়ার প্রকাশ (২০১৩)
- প্রনয়নামা নামে দুটি আবৃত্তি অনুষ্ঠান আয়োজন
- সমকামীতার পক্ষে যাদুর শহর নামে মঞ্চ নাটক আয়োজন
- এলজিবিটি নিয়ে আয়োজিত ব্র্যাকের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ
- সমকামী ফিল্ম ফেস্টিভাল নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে যৌথ আয়োজন
- বাংলাদেশের সমকামীরা যেন সহজে যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করতে পারে তার জন্য সমকামীদের আন্তর্জাতিক ডেইটিং অ্যাপ (যৌন সঙ্গী খুঁজে বের করার জন্য তৈরি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন)-এর সাথে কোলাবরেশন
- সমকামীদের 'আইনী ক্ষমতায়ন' নিয়ে ব্ল্যাস্টের সাথে কাজ করা
- বয়েস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি (শওকত ইমাম রাজীব) ২০১৫ সালে ইলগা এশিয়ার বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়।[22]
- ২০১৬ সালে বয়েস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশে সমকামীতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণের লক্ষ্যে ৫ বছরের একটি স্ট্র্যাটিজিক পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য ময়মনসিংহে ওয়ার্কশপ আয়োজন করে বব।

রূপবান:

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ ও উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে এবং বয়েস অফ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে থেকে গড়ে ওঠে আরও কিছু সমকামী সংগঠন। 2008 এ কুইয়ার বাংলা (Queer Bangla) এবং (Gay Bangla) নামে দুটো সংগঠন তৈরি হয়, যদিও কোনটাই ঐভাবে স্থায়ী হয় না। তবে সক্রিয় হয় রূপবান নামে আরেকটি উদ্যোগ। ২০১১ থেকে নেটওয়ার্কিং শুরু করলেও রূপবান আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ২০১৪ সালে 'রূপবান' নামে দেশের প্রথম সমকামী ম্যাগাযিন প্রকাশের মাধ্যমে।[23]

এই ম্যাগাযিনের প্রচারনা চলে প্রিন্ট মিডিয়া (যেমন ডেইলি স্টারে বিজ্ঞাপন দেয়ার মাধ্যমে) এবং অনলাইনের মাধ্যমে। ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত রূপবানের প্রথম সংখ্যার প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় তৎকালীন ব্রিটিশ হাই-কমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্যারিস্টার সারা হোসেনসহ আরো অনেকে। ম্যাগাযিনটির প্রকাশনার খবর ফলাও করে প্রচার করে ডেইলি স্টার, বাংলা ট্রিবিউন, ঢাকা ট্রিবিউন, বিবিসি সহ বিভিন্ন পত্রিকা ও গণমাধ্যম।[24] বরাবরের মতো এখানেও ছিল পশ্চিমা কানেকশন। রূপবানের প্রধান উদ্যোক্তা জুলহাস মান্নান ছিল মার্কিন দূতাবাসের সাবেক কর্মকর্তা, তার সম্পর্ক ছিল ছিল ইউএসএইডের সাথেও।[25]

বয়েস অফ বাংলাদেশের সাথে মিলে বাংলাদেশের সমকামীদের নিয়ে একটি জরিপ চালায় রূপবান। দাবি করে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ নাকি সমকামী! এই হাস্যকর দাবি পরবর্তীতে বিদেশী এনজিও, পশ্চিমা সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তাদের প্রতিবেদনগুলোতে বারবার ব্যবহার করবে। বয়েস অফ বাংলাদেশের মতো রূপবানও সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট তৈরির জন্য দেশজুড়ে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ আয়োজন করে রূপবান ইয়ুথ লিডারশীপ প্রোগ্রাম নামে।[26]

তবে প্রকাশ্য কর্মকান্ডের দিক থেকে বয়েস অফ বাংলাদেশকে বেশ অনেকটা ছাড়িয়ে যায় রূপবান। ২০১৪ এবং ২০১৫ সালে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে রঙধনু র‍্যালি আয়োজন করে রূপবান। শাহবাগে রংবেরঙের পোশাক পরে মিছিল করে হিজড়া এবং সমকামী পুরুষরা। এ সময়টাতে রূপবান দুটি ‘ফ্যাশন শো’ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে যেগুলোর মূল থিম ছিল ট্র্যান্সজেন্ডার ও ক্রসড্রেসিং, অর্থাৎ সমকামী পুরুষদের নারীর পোশাকে সাজা।[27]

জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা জুলহাস মান্নান ও তার সহগামী মাহবুবকে ২০১৬ সালে হত্যা করার পর রূপবানসহ স্তিমিত হয়ে আসে অন্যান্য সমকামী সংগঠনের কার্যক্রম।

theguardian.com/world/2016/apr/2

Support us

The Guardian

News Opinion Sport Culture Lifestyle

World ▶ Europe US Americas Asia Australia More

Bangladesh

This article is more than **7 years old**

Founder of Bangladesh's first and only LGBT magazine killed

Xulhaz Mannan hacked to death in country where several academics and bloggers have

অনেক অ্যাকটিভিস্ট দেশ ছেড়ে চলে যায়। প্রায় বন্ধ হয়ে যায় সমকামী অধিকার নিয়ে প্রকাশ্য কার্যক্রম।

এমন পরিস্থিতিতে শুরু হয়ে বাংলাদেশে এলজিবিটি আন্দোলনের চতুর্থ পর্যায়।

* * *

[1] https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

[2] Star Observer, Getting connected in Bangladesh, 2008,

https://www.starobserver.com.au/news/getting-connected-in-bangladesh-2/585

[3] “Though ASK (Ayan o Saleesh kendro, literally "law and arbitration center") at- tempted to undertake a situation analysis of the LGBT in Dhaka, the research findings were never made public.” Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

www.boysofbangladesh.org, Our History

[4] www.boysofbangladesh.org, Our History

[5] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115. এবং, www.boysofbangladesh.org, Our History

[6] The workshop was titled ‘South Asian Partnership Building Workshop’ organized by Blue Diamond Society of Nepal in cooperation with LLH, Norway.

https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

[7] https://bluediamondsociety.wordpress.com/2013/05/22/honouring-shivananda-duncan-george-khan-obe-june-6-1948-may-20-2013/

[8] https://web.archive.org/web/20171001100805/http://www.boysofbangladesh.org/history_of_e-group.html

[9] www.boysofbangladesh.org, Our History

LLH: Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity, নরওয়ের প্রথম ও সর্ববৃহৎ এলজিবিটি সংগঠন।

[10] Hossain, Adnan. "Section 377

[11] ইউনিভার্সালা পিরিওডিক জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশনের একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হয়।

[12] Sexual Rights Initiative. "Report on Bangladesh–4th Round of the Universal Periodic Review–February 2009." (2009).

www.boysofbangladesh.org, Our History

[13] https://web.archive.org/web/20130430084114/https://www.prothom-alo.com/detail/date/2010-08-06/news/84289

[14] The Universal Periodic Review and LGBTI Rights in Bangladesh, 17th October 2013, Alessia Valenza, ILGA Asia

https://web.archive.org/web/20150303033427/https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

[15] Bangladesh refuses to abolish criminalisation of consensual same-sex ties,

https://www.dnaindia.com/world/report-bangladesh-refuses-to-abolish-criminalisation-of-consensual-same-sex-ties-1899219

[16] প্রাগুক্ত

[17] https://www.bracu.ac.bd/news/jpgsph-hosts-round-table-sogi-issues-bangladesh-upr-2013

https://www.bracu.ac.bd/news/roundtable-lgbt-movement

[18] www.boysofbangladesh.org, Our History

[19] https://www.instagram.com/projectdhee/

[20] https://www.thedailystar.net/the-star/human-rights/the-story-dhee-140974

https://www.dw.com/bn/বাংলাদেশে-সমকামী-নারীদের-নিয়ে-কমিক-স্ট্রিপ/g-18697567

[21] https://mzamin.com/article.php?mzamin=107312

[22] ILGA Asia New Board, ২০১৫

https://ilgaasiatw2015.wordpress.com/2015/10/30/ilga-asia-new-board/
https://thequeerness.com/2018/03/25/lgbtq-people-dont-exist-in-a-vacuum-tq-speaks-to-shakhawat-imam-rajeeb/

[23] Hossain, Adnan. 2019. “Roopban.” Pp. 1390–92 in The Global Encyclopedia of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer History, edited by H. Chiang and A. Arondekar. Farmington Hills, MI: Charles Scribner and Sons.

[24] https://www.thedailystar.net/first-local-magazine-for-gays-launched-7611

https://web.archive.org/web/20140123051238/http://www.dhakatribune.com/arts-amp-culture/2014/jan/20/first-ever-lgbt-magazine-launched

[25] Hossain, Adnan. 2019. “Roopban.”.

[26] https://roopbaan.org/2017/09/23/roopbaan-youth-leadership-program-2015-2016/

[27] https://roopbaan.org/2017/09/23/rb-sns-trans-show-2014/
https://roopbaan.org/2017/09/23/dragonball-2015/

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? পর্ব ৪

চতুর্থ পর্যায়: ট্র্যান্সজেন্ডার ও হিজড়া

২০১৬ সালের পর বাংলাদেশে এলজিবিটি নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো বুঝতে পারে সরাসরি সমকামী অধিকারের দাবি তুলে এখানে আগানো কঠিন হবে। তারা কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়। সামনে আনে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে। এই পরিবর্তনের আরো কিছু কারণ ছিল।

২০১৫ তে অ্যামেরিকায় ‘সমকামী বিয়ে’ বৈধ হয়ে যাবার পর থেকে পশ্চিমা দাতারা ক্রমেই ট্র্যান্সজেন্ডার সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ফান্ড দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং দাতারা যৌন শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে বিকৃতির স্বাভাবিকীকরণে অর্থায়নও শুরু করে। তাই দেশীয় এনজিও-গুলোও ঝুকতে শুরু করে এদিকে।

ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে কাজ করার আরও একটি সুবিধা ছিল। উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরে হিজড়া নামক সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আছে। সমাজে তাদের একধরনের পরিচিতি ও স্বীকৃতি আছে, আছে তাদের প্রতি সহানুভূতিও। ফলে হিজড়া আর ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দদুটোকে এক সাথে ব্যবহার করে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

অন্যদিকে যৌন বিকৃতির সামাজিকীকরণ এবং বৈধতার জন্য শিক্ষার ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। শিশুকিশোরদের মাথায় শুরুতেই যদি ঢুকিয়ে দেয়া যায় যে মানুষ ইচ্ছেমতো যৌন সঙ্গী বেছে নিতে পারে, ইচ্ছে মতো যৌনতায় লিপ্ত হতে পারে, নিজের পরিচয় বেছে নিতে পারে ইচ্ছে মতো – সবই ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকারের বিষয় -তাহলে এক প্রজন্মের মধ্যেই সমাজের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের অবনতি নিয়ে আসা সম্ভব।

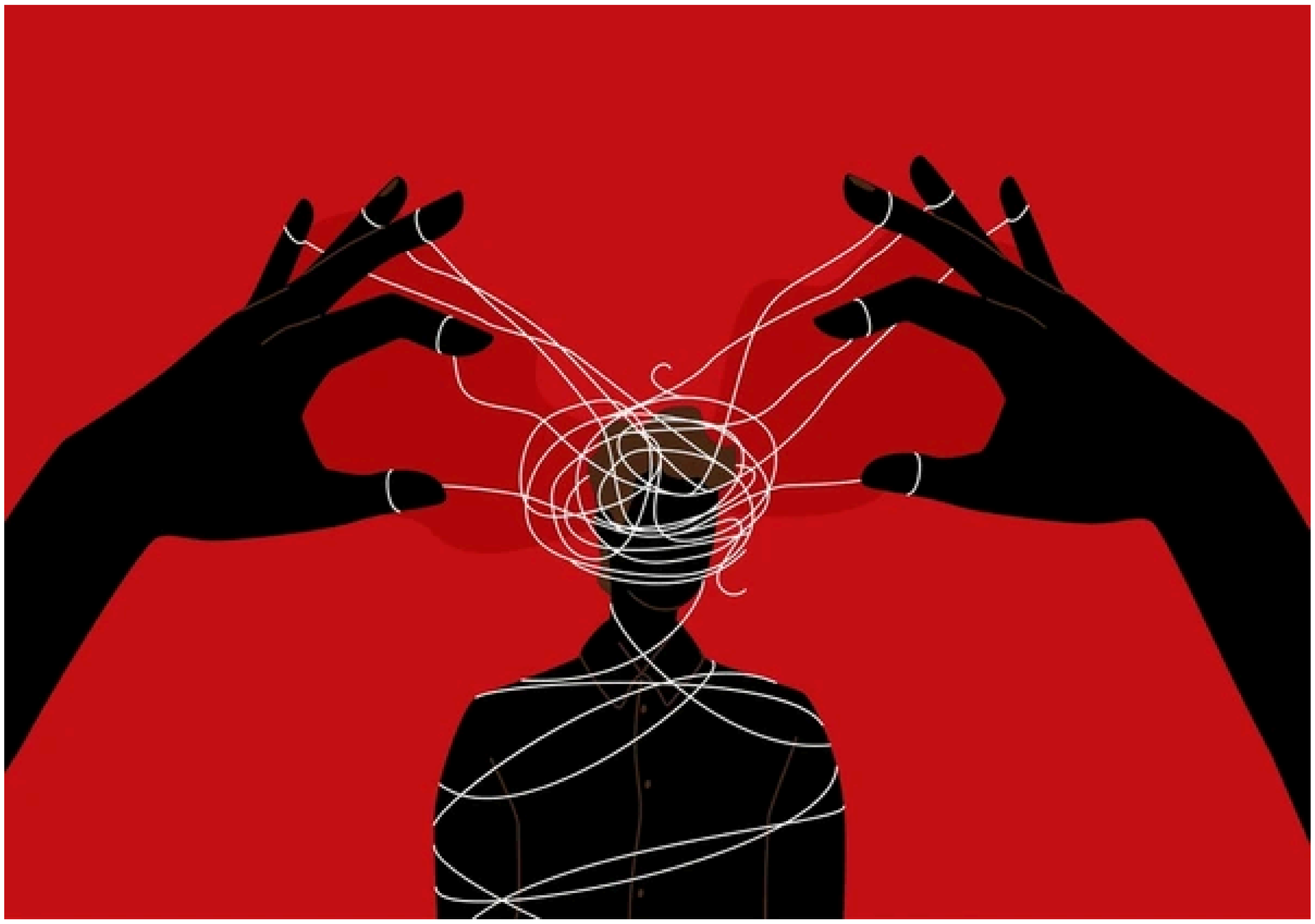

দেশীয় এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাই সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাতাদের পছন্দ, কৌশল মূল্যায়নসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং যৌন শিক্ষাকে সামনে রেখে এলজিবিটি মতবাদের প্রচার, প্রসার ও সামাজিকীকরণে মনোযোগী হয়। আর এজন্য তারা কাজে লাগায় হিজড়া ও তৃতীয় লিঙ্গ শব্দাগুলিকে।

হিজড়া নিয়ে অ্যাকটিভিসম:

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে এনজিওগুলো যখন এইডস নিয়ে কাজ শুরু করে তখন কাজ শুরু হয় হিজড়া সম্প্রদায় নিয়েও। ২০০০ সালে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে বাঁধন হিজড়া সঙ্ঘ নামে একটি এনজিও গড়ে ওঠে। পরের বছর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করার জন্য সুস্থ জীবন নামে একটি এনজিও তৈরি করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।[1] ২০১০ নাগাদ হিজড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এনজিওগুলোর কাজ ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপকভাবে। এমনকি হিজড়া এবং তাদের নিয়ে কাজ করা ‘সুশীল সমাজ’ এর মধ্যে ‘এনজিও হিজড়া’ নামে একটা নামই চালু হয়ে যায়।[2] তবে এসব এনজিও-র মাধ্যমে হিজড়া সম্প্রদায়ের লাভ কতোটুকু হয়েছে তা নিয়ে আছে মিশ্র অনুভূতি। হিজড়াদের অনেকে মনে করেন এনজিও চালানো লোকেরা প্রচুর টাকা কামিয়ে নিলেও গরীব হিজড়াদের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হয়নি।[3]

২০০৭ সালে ব্র্যাকের উদ্যোগের পর হিজড়াদের নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলো যৌন স্বাস্থ্যের বদলে ‘অধিকার’ এর আলাপের দিকে ঝুকে পড়ে। এ সময়টাতে উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি দেয়ার দাবি ওঠে। এই দাবির পেছনেও মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে পশ্চিমা দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং আন্তর্জাতিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক। তারা হিজড়াদের এলজিবিটি সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। ২০০৭-এ নেপালে এবং ২০০৯-এ পাকিস্তানের পর, ২০১৩ সালে বাংলাদেশেও হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। দেশীয় এনজিও, তাদের বিদেশী ডোনার এবং এলজিবিটি আন্দোলন এই স্বীকৃতিকে দেখে নিজেদের সাফল্য হিসেবে।

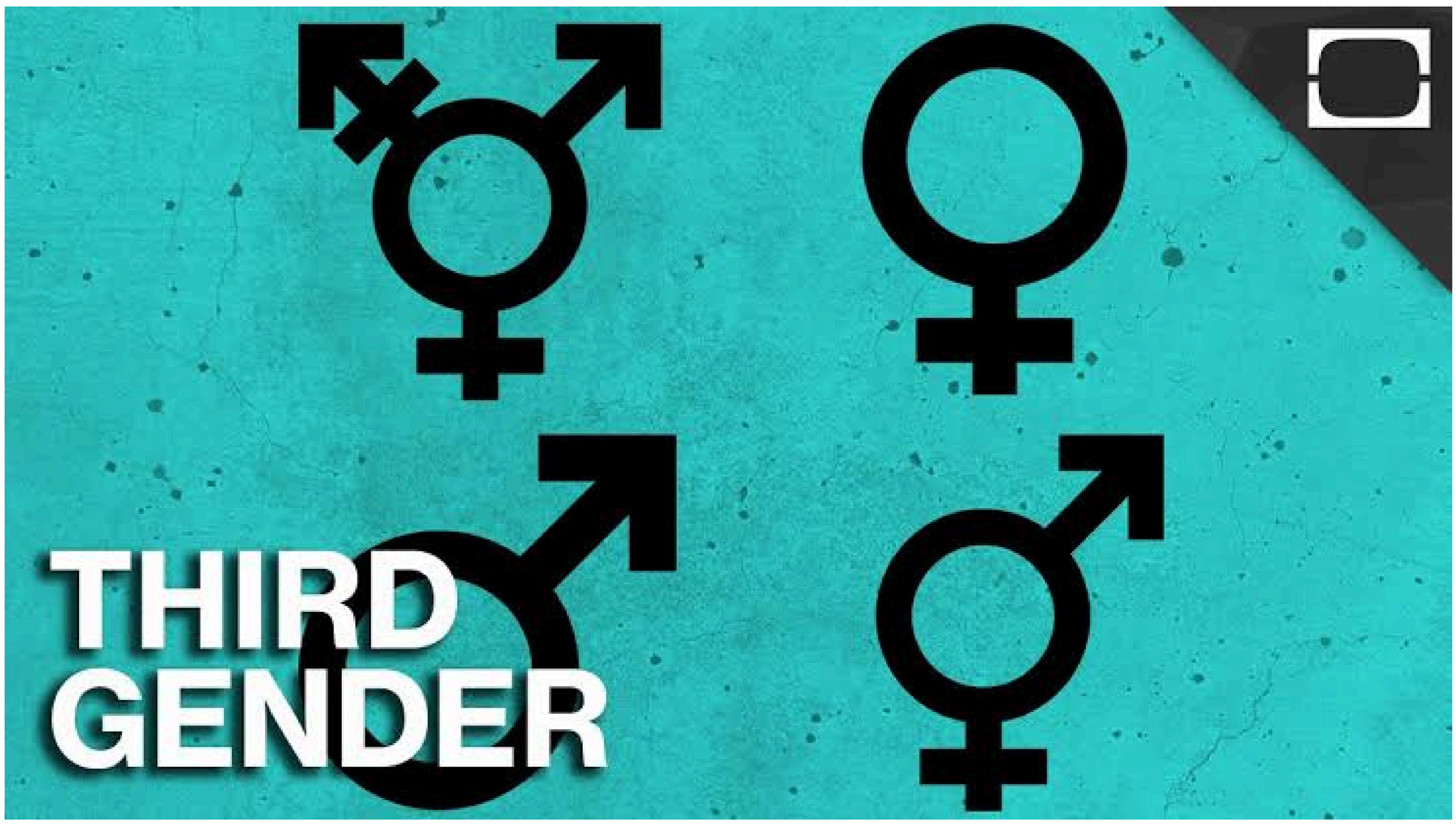

২০১৫ সালে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ঢাকায় ব্যাপক জাকজমকের সাথে হিজড়া প্রাইড নামে মিছিল আয়োজন করা হয়। প্রাইড প্যারেড বা প্রাইড মিছিলের ধারণাটা সরাসরি অ্যামেরিকান ও পশ্চিমা এলজিবিটি আন্দোলন থেকে আসা।[4] হিজড়া প্রাইডে হিজড়াদের পাশাপাশি দেখা যায় বিভিন্ন পশ্চিমা দূতাবাস আর দাতা সংস্থার কর্মকর্তাদেরও।[5]

Pride parade

Article Talk

A **pride parade** (also known as **pride event**, **pride festival**, **pride march**, or **pride protest**) is an event celebrating lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) social and self-acceptance, achievements, legal rights, and pride. The events sometimes also serve as demonstrations for legal rights such as same-sex marriage. Most occur annually throughout the Western world, while some take place every June to commemorate the 1969 Stonewall riots in New York City, a pivotal moment in modern LGBT social movements.[4] The parades seek to create community and honor the history of the movement.[*opinion*] In 1970, pride and protest marches were held in Chicago, Los Angeles, New York City, and San Francisco around the first anniversary of Stonewall. The events became annual and grew internationally.[5] In 2019, New York and the world celebrated the largest international Pride celebration in history: Stonewall 50 - WorldPride NYC 2019, produced by Heritage of Pride commemorating the 50th anniversary of the Stonewall Riots, with five million attending in

VICE News

In Photos: Bangladesh's Trans Pride Parade Was Massive and Fabulous

Bangladesh hosted the largest trans pride parade in the nation's history earlier this month to celebrate the one-year anniversary of an inclusive government policy.

By Sabrina Toppa

24 November 2014, 12:44am

তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতিতে পশ্চিমা মিডিয়াতে দেখানো হয় ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের স্বীকৃতি হিসেবে

অন্যদিকে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে এমন মানুষকে বোঝায় যাদের জন্মগতভাবে প্রজননব্যবস্থা এবং যৌন বিকাশের ত্রুটি থাকে। এক কথায় সাধারণ মানুষ হিজড়া বলতে বোঝায় 'যৌন এবং লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' মানুষকে। অর্থাৎ ইন্টারসেক্স বা আন্তঃলিঙ্গ মানুষকে। যেহেতু তাদের সমস্যা জন্মগত এবং এর ওপর তাদের কোন হাত নেই, তাই এ ধরণের মানুষের প্রতি সমাজে সহানুভূতি আছে। এটি হল হিজড়াদের ব্যাপারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। সরকারী স্বীকৃতিতেও হিজড়াদের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধি হিসেবে। অর্থাৎ যাদের জন্মগত সমস্যা আছে শুধু তাদেরকেই হিজড়া হিসেবে তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।[6]

> বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে এই মানুষদের 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। সরকারি সংজ্ঞানুযায়ী 'এরা জন্মগতভাবে যৌন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের দৈহিক বা জেনেটিক কারণে নারী-বা পুরুষ কোনো শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এবং সমাজে এই জনগোষ্ঠী হিজড়া হিসেবে পরিচিত।'

হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডার: শব্দের রাজনীতি

কিন্তু বিপত্তি বাঁধলো ২০১৫ সালে। এ বছর হিজড়াদের সামাজিকীকরণের অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ে কেরানী বা অফিস সহকারী হিসেবে চাকরি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয় মোট চৌদ্দ জন হিজড়াকে। দুজন চট্টগ্রামে, বাকিরা ঢাকায়। প্রাথমিকভাবে বাছাই করার পর মেডিকাল টেস্ট করা হয় তাদের। টেস্টে দেখা যায় ঢাকার ১২ জনের মধ্যে ১১ জনেরই লিঙ্গ এবং অন্ডকোষ আছে। তারা সুস্থ স্বাভাবিক পুরুষ। বাকি যে একজন, সেও ছিল জন্মগতভাবে সুস্থ পুরুষ, এই টেস্টের বছর দুই আগে স্বেচ্ছায় সার্জারি করে নিজের লিঙ্গ আর অন্ডকোষ অপসারণ করেছে সে। এরপর বারো জনেরই অ্যাপয়ন্টমেন্ট বাতিল করা হয়।[7]

ডাক্তারি পরীক্ষার পর ১২ 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত

১ জুলাই ২০১৫

ডাক্তারি পরীক্ষার পর, বাংলাদেশ সমাজসেবা দপ্তরে চাকরির জন্য মনোনীত ১২ জন 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে।

ঢাকার সিভিল সার্জনের দপ্তর তাদের পরীক্ষার রিপোর্টে বলেছে, ঐ ১২ জন "পূর্ণাঙ্গ পুরুষ বলে প্রতীয়মান হয়।"

দুদিন আগে এই মেডিকেল রিপোর্ট পাওয়ার পর, সমাজসেবা অধিদপ্তর নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে।

এ ঘটনা বিবিসির কাছে নিশ্চিত করেছেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক পারভীন মেহতাব।

এ ঘটনার পর থেকে এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠনগুলো তাদের দাবিতে পরিবর্তন আনে।

- প্রথমত, হিজড়া সনাক্তকরণে শারীরিক পরীক্ষা বাদ দিতে বলে।
- দ্বিতীয়ত, তারা হিজড়ার পাশাপাশি ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা সামনে আনতে শুরু করে।

শারীরিক পরীক্ষার ব্যাপারে তারা দাবি করে বসে, এতে নাকি যৌন হয়রানী হচ্ছে। অথচ ক্যাডেট কলেজ থেকে শুরু করে সামরিক বাহিনী, বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রবাসে কাজ করা মানুষদের ক্ষেত্রে শারীরিক পরীক্ষা হয় নিয়মমাফিক, এ নিয়ে কেউ আপত্তি করে না। সমস্যা কেবল হিজড়াতেই ক্ষেত্রেই?

যেখানে হিজড়াদের বিশেষ সুবিধা এবং স্বীকৃতি দেয়াই হচ্ছে ‘যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী’ হবার কারণে, সেখানে শারীরিক পরীক্ষা আবশ্যক। কোন মানুষ যদি অন্ধ বা বধির হবার কারণে বিশেষ সুবিধা পায়, ভাতা পায়, তাহলে সে আসলেই অন্ধ বা বধির কি না তা যাচাই করা জরুরী। কাজেই হিজড়াদের শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে এই আপত্তি একেবারেই অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করি।

এলজিবিটি নেটওয়ার্ক চায় সুস্থ দেহের পুরুষ নিজেকে নারী পরিচয় দিলে, সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে নারী হিসেবে মেনে নেবে। একই ভাবে সুস্থ দেহের নারী নিজেকে পুরুষ বলে পরিচয় দিলেও সমাজ ও রাষ্ট্র সেটা মেনে নেবে। কোন শারীরিক পরীক্ষা থাকবে না, কেউ দাবি করলেই সে স্বীকৃতি পাবে।

তারা ভেবেছিল হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এটা অর্জিত হবে। কিন্তু সরকারীভাবে হিজড়াকে যখন যেহেতু 'যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, তাই এতে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হলো না।

হিজড়া বা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বলতে রাষ্ট্র ও সমাজ বোঝাচ্ছে আন্তঃলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষকে, যাদের জন্মগত সমস্যা আছে। কিন্তু এটাই যদি তৃতীয় লিঙ্গের অর্থ হয় তাহলে নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারীরা (অর্থাৎ 'ট্র্যান্সজেন্ডাররা) এবং স্বেচ্ছায় লিঙ্গ পরিবর্তন করা লোকেরা তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি পাবে না।

যখন শারীরিক পরীক্ষা হবে তখন তারা ধরা পড়ে যাবে। নারী সাজা পুরুষদের মধ্যে আগে যারা হিজড়া বলে পরিচিত ছিল ধরা পড়ে যাবে তারাও। অর্থাৎ ২০১৩ এর স্বীকৃতির ফলে তাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে না, উল্টো সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

করণীয় কী?

এক্ষেত্রে এলজিবিটি নেটওয়ার্কের সামনে দুটো রাস্তা খোলা থাকে।

- হিজড়া শব্দকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা, অথবা
- হিজড়ার পাশাপাশি আইনে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা যুক্ত করা।

হিজড়াকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার মধ্যে বড় ধরনের সমস্যা আছে। পথেঘাটে চাঁদাবাজি, বাসাবাড়িতে হানা দেয়া, দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধের সাথে হিজড়াদের যুক্ত থাকার খবর প্রায়ই পত্রপত্রিকাতে দেখা যায়। এধরনের কার্যকলাপের কারণে সমাজের অনেক মানুষের মধ্যে হিজড়াদের প্রতি ক্ষোভ আছে। তবু সমাজ তাদের জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে, কারণ মানুষ মনে করে হিজড়ারা জন্মগতভাবে যৌন ও লিঙ্গ প্রতিবন্ধী। এ অবস্থার ওপর তাদের কোন হাত নেই, এবং তাদের প্রতি সমাজের একটা দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কেউ যদি কেউ বলে বসে- হিজড়া আসলে শুধু জন্মগত সমস্যাযুক্ত মানুষ না, বরং শারীরিকভাবে সুস্থ মানুষও স্বেচ্ছায় হিজড়া হতে পারে। তখন সমাজের ঐ সহানুভূতিটুকু আর থাকে না। কিছু পুরুষ স্বেচ্ছায় নারী সাজছে, সমকামীতায় লিপ্ত হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উপদ্রব করছে, নানা অপরাধ করে বেড়াচ্ছে আবার তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ সুবিধাও চাইছে - এটা সমাজ মেনে নেবে না। সহানভূতি উবে যাবে, থেকে যাবে ক্ষোভ। ফলাফলটা ভালো হবে না। কাজেই হিজড়া শব্দকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।

বাংলাদেশে সক্রিয় এলজিবিটি নেটওয়ার্ক এজন্য পরের রাস্তা বেছে নেয়। ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের ওপর জোর দিতে শুরু করে। সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকে আইনের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ঢুকিয়ে দেয়ার।

ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দ ব্যবহার করলে দু দিকেই সুবিধা পাওয়া যায়। একদিকে হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডারকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সাধারণ মানুষ যেহেতু হিজড়া বলতে জন্মগত সমস্যাকে বোঝে, তাই এতে করে ‘ট্র্যান্সজেন্ডার’দের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয়।

অন্যদিকে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা অনুযায়ী আইনে ঢুকিয়ে দেয়া গেল এলজিবিটি এজেন্ডার একটা বড় বিজয় চলে আসে। তৈরি হয়ে যায় সমকামীতার বৈধতার পথও। কারণ ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের – পুরুষের নারী সাজা বা নারীর পুরুষ সাজার - অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো সমকামিতাসহ অন্যান্য যৌন বিকৃতি।

এজন্যই ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটাকে আইনে ঢোকানোর জন্য এতোটা জোর দিচ্ছে তারা। এজন্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কোটা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের ভোটার আইডি সংশোধনের কাগজপত্রে হিজড়া না লিখে ট্র্যান্সজেন্ডার লেখা হচ্ছে।

এবং এজন্যই দেখবেন ট্র্যান্সজেন্ডার অ্যাকটিভিস্ট এবং তাদের সমর্থকদের দুটি কাজ করে,

প্রথমত, তারা 'তৃতীয় লিঙ্গ' কথাটার বিরোধিতা করে, কারণ তৃতীয় লিঙ্গ দ্বারা, আন্তলিঙ্গ বা ইন্টারসেক্স মানুষ বোঝানো হয়।

> তবে এই বক্তব্য চরম আপত্তিকর বলে মনে করছেন ট্রান্সজেন্ডার নারী তাসনুভা আনান। তিনি নিউজবাংলাকে বলেন, ‘এখানে প্রথম আপত্তিকর শব্দ তৃতীয় লিঙ্গের শিশু। তাহলে প্রথম লিঙ্গ কারা, দ্বিতীয় বা চতুর্থ কারা? লিঙ্গতে এমন কোনো ক্রমবিভাজন নেই।’

https://www.newsbangla24.com/news/168853/Controversy-over-transgender-clinic-at-BSMMU

দ্বিতীয়ত, তারা বলে '*হিজড়া’ কোনো জেন্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় না, এটি একটি সংস্কৃতি*।'

এটা বলার মূল কারণ হল আইনের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ঢোকানোর সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য অজুহাত তৈরি করা। যখন তাদের প্রশ্ন করা হবে, হিজড়াদের তো স্বীকৃতি দেয়াই হয়েছে তাহলে তোমরা ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দ নিয়ে কেন এতো মাতামাতি করছো?

তখন তারা বলবে, 'হিজড়া কোন জেন্ডার না, এটা একটি সংস্কৃতি' - আর যেহেতু এটা নির্দিষ্ট একটা সংস্কৃতি তাই অনেকে এই সংস্কৃতি নিজের মধ্যে ধারণা না-ও করতে পারে। হিজড়া নামে নিজেকে পরিচয় না-ও দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা ব্যবহার করা উচিৎ।

আদতে মূল কারণ হল, শারীরিকভাবে সুস্থ পুরুষের নারী পরিচয় দিয়ে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ নারীর নিজেকে পুরুষ পরিচয় দিয়ে সমকামীতায় লিপ্ত হওয়ার সামাজিক ও আইনী বৈধতা তৈরি।

এই হল হিজড়া আর ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের পেছনের রাজনীতি।

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রসারে কার্যক্রম:

গত ৭-৮ বছরে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে ব্যাপক কার্যক্রম হয়েছে। বাংলাদেশের এলজিবিটি আন্দোলন বর্তমানে তাদের পুরো শক্তি একত্রিত করেছে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়েছে, মিডিয়াতে ট্র্যান্সজেন্ডারদের তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে, প্রশাসনিকভাবে তাদের একধরণের

অনানুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়ার আলামত পাওয়া যাচ্ছে, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের এই ব্যাপক প্রচারণা ও প্রভাবের পেছনেও আছে সেই পুরনো খেলোয়াড়েরা। পশ্চিমা দাতা, বৈশ্বিক এলজিবিটি নেটওয়ার্ক আর দেশীয় এনজিও। ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এসব এনজিও এবং বিভিন্ন এলজিবিটি সংগঠনগুলোর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে এই ইস্যু নিয়ে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকান্ড থেকে।

প্রথমদিকে সমকামী পুরুষদের নিয়ে কাজ করলেও গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়েও প্রচুর কাজকর্ম করে যাচ্ছে বন্ধু। নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেয়া বাৎসরিক প্রতিবেদনগুলোতে খুটিয়ে খুটিয়ে নিজেদের কার্যকলাপের ফিরিস্তি দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এসব প্রতিবেদন যেহেতু ডোনারদের জন্য বানানো তাই কিছুটা অতিরঞ্জন এতে থাকা স্বাভাবিক। তবে সামগ্রিক যে চিত্রটা পাওয়া যায় তা মোটাদাগে সঠিক। এই প্রতিবেদনগুলো থেকে যা বোঝা যায় তা হল, ট্র্যান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তকে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদের শিক্ষা,

এমনকি মিডিয়াতে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণার, প্রতিটি পদক্ষেপের পেছনে আছে এলজিবিটি সংগঠন, এনজিও এবং তাদের পশ্চিমা মালিকেরা।

মিডিয়া

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন গত ২/৩ বছর ধরে মিডিয়াতে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং পরিচয়কে তুলে ধরা হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে নিউজ মিডিয়াতে নিয়মিত আসছে নানা ধরনের প্রতিবেদন। বিনোদন জগতের মাধ্যমেও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও নারী সাজা পুরুষদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ রানারআপও হয়েছে! [৪]

প্রথম আলো

ইয়াছিন আহমেদ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানারআপ

ট্রান্সজেন্ডার ইয়াছিন আহমেদ সকাল মনে করেন, সুন্দরী প্রতিযোগিতায় তাঁর এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে লিঙ্গবৈচিত্র্যময় মানুষেরও...

16 Nov 2023

Dhaka Tribune Bangla

সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার আপ হলেন ট্রান্সজেন্ডার নারী সকাল

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ট্রান্সজেন্ডার নারী হিসেবে ইয়াছিন আহমেদ সকাল সুন্দরী প্রতিযোগিতায় এই খেতাপ জিতলেন.

13 Nov 2023

Somoy Tv

বাংলাদেশের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার ...

আজ শনিবার (১৬ সেপ্টেম্বর) বিউটি পেজেন্ট শো মিস এভারগ্রিন বাংলাদেশের অডিশন রাউন্ড হয়ে গেল। অনুষ্ঠিত হয়েছে গুলশানের...

16 Sept 2023

বিভিন্ন বেসরকারী টিভি চ্যানেলের টক শো তে অতিথি হিসেবে আনা হয়েছে নারী সাজা পুরুষদের। সুস্থ দেহের মানুষ অপারেশন করে ‘লিঙ্গ পরিবর্তন’ করছে এমন ঘটনাকে দেখানো হচ্ছে ইতিবাচকভাবে। নারী সাজা পুরুষদের মডেল বানিয়ে আলাদাভাবে নিউজ করা হয়েছে পত্রিকার ফ্যাশন সাময়িকীতে।[9]

প্রথম আলো

অস্ত্রোপচার করে পুরুষ থেকে নারী হয়েছি, গোপন করার কিছু নেই: হো চি মিন ইসলাম

দিল্লিতে অস্ত্রোপচার করেছেন। জানালেন, অস্ত্রোপচারের পর নিজের পরিচিতি ফিরে পেয়ে তাঁর আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে।

7 Oct 2023

দেশ রূপান্তর

পুরুষ থেকে নারী হয়ে হো চি মিন বললেন, ‘গোপন করার কিছু নেই’

অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী হয়েছেন হো চি মিন ইসলাম। স্তন ও জরায়ু প্রতিস্থাপন (ইমপ্ল্যান্ট) করে রূপান্তরিত...

7 Oct 2023

এ খবরগুলো দেখতে থাকলে যেকোন মানুষের মনে হতে পারে, হয়তো আমাদের সমাজে দিন দিন ‘ট্র্যান্সজেন্ডার’ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। আর তাই এতো জায়গাতে দেখা যাচ্ছে তাদের। কিন্তু বিষয়টা আসলে তা না। মিডিয়াতে আসা এই সব ব্যক্তিরা ঘুরেফিরে একই দাতা-এনজিও-অ্যাক্টিভিস্ট নেটওয়ার্কের অংশ। অল্প কিছু মানুষকে কৌশলে বারবার নানাভাবে মিডিয়াতে আনা হচ্ছে যাতে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যায়।

ব্র্যাক যেমন এলজিবিটির ব্যাপারে ইতিবাচক খবর প্রকাশের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিল ঠিক একই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডারের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ট্র্যান্সজেন্ডার নিয়ে ইতিবাচকভাবে লিখলেই সাংবাদিকরা পাচ্ছে ‘পুরস্কার’। এ কথার স্বীকৃতি এসেছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে কাজ করা বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নিজস্ব নথিপত্রে। বন্ধু-র ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

trans-inclusive programs through advocacy approaches. Bandhu continued strong media advocacy that resulted in powerful positive media representation of GDP through television shows, community radio, short films, signature campaigns, and others.

To ensure a safe workplace for the GDP and other colleagues, Bandhu developed and revised different policies and oriented the colleagues on safeguarding including child protection policy, SHEA policy, code of conduct, zero tolerance, gender policy, holistic safety security and others.

We would like to express our heartfelt gratitude to all our colleagues, well-wishers, development partners from home and abroad, stakeholders, and the beloved gender-diverse community for making the year 2022 a great success with their enduring

বন্ধু শক্তিশালী মিডিয়া অ্যাডভোকেসি চালিয়ে গেছে যার ফলে ‘নাটক, কমিউনিটি রেডিও , শর্ট ফিল্ম, গণসাক্ষর অভিযান এবং অন্যান্য ভাবে মিডিয়াতে জেন্ডার বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিদের (জিডিপি) শক্তিশালী ইতিবাচক উপস্থাপনা ঘটেছে।’[10]

২০১৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ভাষ্য অনুযায়ী ৫৬ জন সাংবাদিককে ‘মিডিয়া ফেলোশিপ’ দিয়ে পুরস্কৃত করেছে প্রতিষ্ঠানটি। বন্ধুর কাছে প্রশিক্ষণ পাওয়া এই মিডিয়া ফেলোরা ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরে যৌন সংখ্যালঘুদের (অর্থাৎ এলজিবিটি) নিয়ে পত্রপত্রিকাতে মোট ১৪৭টি প্রতিবেদন করেছে।

https://web.archive.org/web/20210629053112/https://www.bandhu-bd.org/wp-content/uploads/2017/05/A-Tale-of-Two-Decades.pdf

২০২১ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মিডিয়ার জন্য বন্ধু-র বারো সদস্যদের উপদেষ্টা কমিটি আছে। এই কমিটি প্রতিষ্ঠানটির মিডিয়া স্ট্র্যাটিজি ঠিক করে। এছাড়া পুরো দেশের বন্ধুর ৯০ জন 'মিডিয়া ফেলো' আছে। যেসব সাংবাদিক 'যৌন বৈচিত্র্যময়' মানুষদের নিয়ে, অর্থাৎ নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারীদের নিয়ে লেখালেখি করতে 'আগ্রহী', বন্ধু তাদেরকে ফেলোশিপ প্রদান করে।

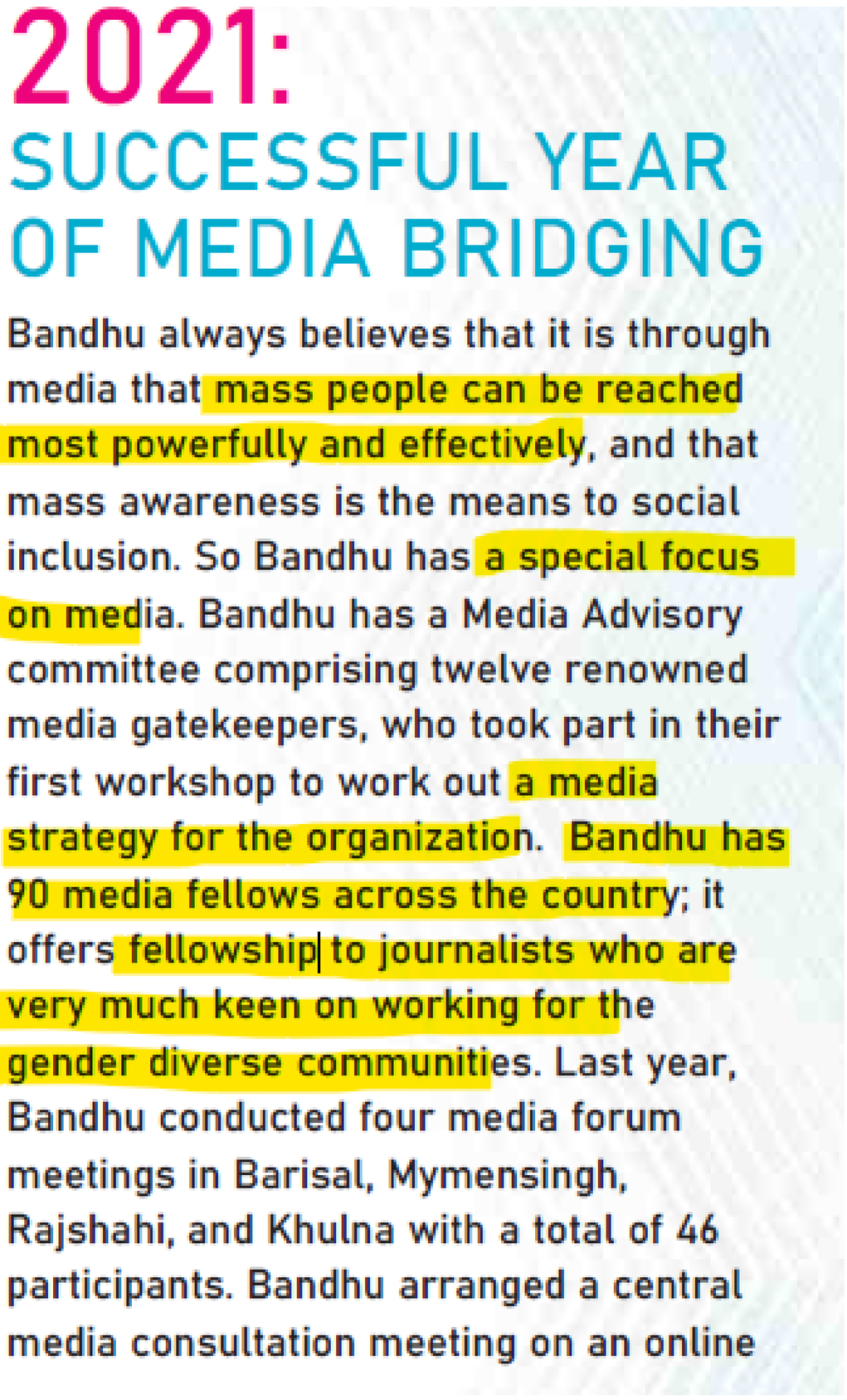

বন্ধু বাৎসরিক প্রতিবেদন, ২০২১

এছাড়া একাধিক বেসরকারী টিভি চ্যানেলে (আর টিভি, ডিবিসি ও বাংলা ভিশনে) ট্র্যান্স টক – নামে অনুষ্ঠান স্পন্সর করেছে বন্ধু। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলছে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের সামাজিকীকরনের কাজ।[11]

5. Bandhu produced a series talk show titled 'TRANS TALK'. Broadcast on Bangla Vision, the show focused on mental health, SRHR, human rights, livelihood, and Gender-Based Violence.

people. Bangla vision, one of the prominent television channels, produced another five-episode talk show titled 'Trans Talk'. The issues were GBV, mental Health, SRH services, Livelihood, and Human Rights. More than 500K people enjoyed the show.

বন্ধুর ভাষ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশের মিডিয়া এলজিবিটি অধিকার সুরক্ষা এবং দাবি আদায়ের ‘দক্ষ ওয়াচডগে’ পরিণত হয়েছে।[12] মিডিয়া যে এলজিবিটি নিয়ে প্রশিক্ষিত কুকুরের মতো আচরণ করছে বন্ধু-র এই দাবির সাথে দ্বিমত করার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

সরকার, প্রশাসন

সেই ২০০৭ সাল থেকেই এনজিওগুলো সরকারী নীতিনির্ধারকদের এলজিবিটি এজেন্ডার সমর্থকে পরিণত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রনালয় এবং জাতীয় মানবাধিকার কাউন্সিলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে ‘এলজিবিটি এজেন্ডার প্রতি সহনশীল’ করে তুলতে সক্রিয় ও সফল ভূমিকা রেখেছে তারা। এমনকি বন্ধুর দাবি মতে জাতীয় সাইকোসোশ্যাল কাউন্সেলিং পলিসি এবং জাতীয় লিগ্যাল এইড সেবা সংগঠনগুলোকেও ‘যৌন সংখ্যালঘুদে’র (অর্থাৎ এলজিবিটি) ব্যাপারে ইতিবাচক অবস্থান নিতে প্রভাবিত করেছে তারা।[13]

Impact of Bandhu's Work on the policy environment

Being the only community-led group working on the health and human rights of sexual minorities in Bangladesh, Bandhu has a distinct advantage and uniqueness that has enabled it to create some significant impact. Bandhu was responsible for the inclusion of MSM in the first ever Strategic Plan of the National AIDS/STD Programme, Bangladesh in 1997. Since then Bandhu has played an instrumental role in increasing the sensitivity of the government, different ministries and national institutions like the National Human Rights Commission (NHRC). The NHRC included sexual minorities as a group needing attention in its 2nd Strategic Plan (2016-20). Likewise, Bandhu has been successful in influencing the National Psychosocial Counseling Policy, the National Curriculum and Textbook Board of Bangladesh, National Legal Aid Services Organization and the Central Bank of the country for financial inclusion who have greater responsiveness to the needs of sexual minorities vis-a-cis their respective jurisdictions.

ট্র্যান্সজেন্ডারদের ‘অন্তর্ভুক্তির’ জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে ডিসি, সাংবাদিক, মিডিয়া, উকিল, নাগরিক সংগঠন এবং ট্র্যান্সজেন্ডারদের নিয়ে অ্যাডভোকেসি করেছে বন্ধু। এধরনের অ্যাডভোকেসির ফলস্বরূপ হবিগঞ্জের ডিসি অফিসের পক্ষ থেকে হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডারদের জন্যে ‘ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে’ একটি বিলবোর্ড টাঙ্গানো হয়েছে। বন্ধুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিলবোর্ড উদ্বোধনের সময় এনডিসি, অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার এবং এক্সেকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন,

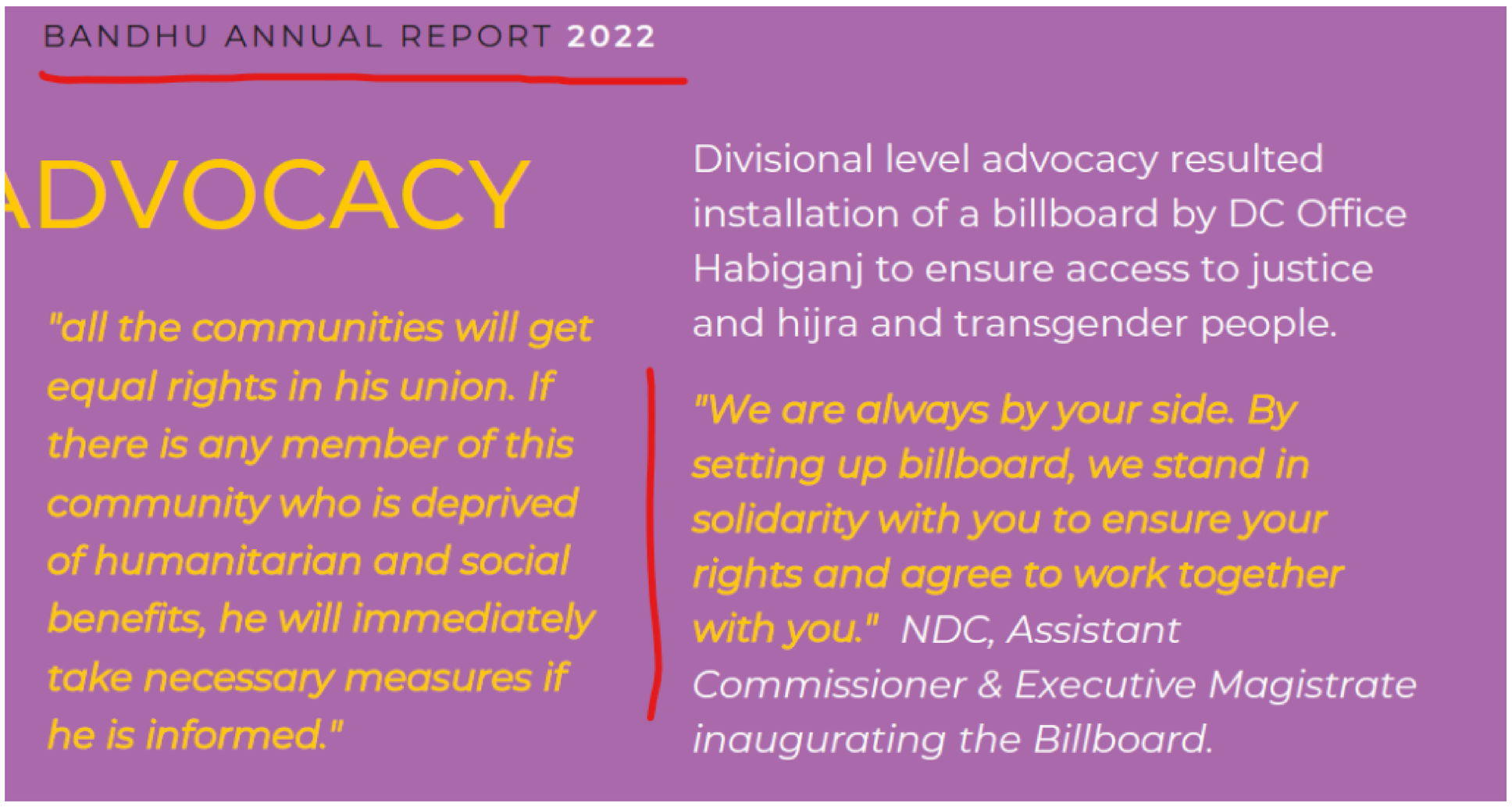

বন্ধু বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০২২

আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি। বিলবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে, আমরা আপনার অধিকার নিশ্চিত করতে আপনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি এবং আপনার সাথে একসাথে কাজ করতে একমত পোষণ করছি।"[14]

অন্যান্য:

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রসারে বন্ধু-র আরও কিছু কর্মকান্ডের তালিকা দেখা যাক-

- লিগ্যাল হেল্পলাইন তৈরি করেছে।[15]
- সমকামী ও অন্যান্য বিকৃতকামীদের ‘মানবাধিকারের’ ব্যাপারে পাঁচশোর বেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে ‘সংবেদশনশীল’ করে তুলেছে বন্ধু।[16]
- সিলেট হবিগঞ্জ ও মৌলভী বাজারে ইউনিয়ন পর্যায়ে ৯০টি ‘সংলাপ অনুষ্ঠান’ হয়েছে, যেখানে মোট ১৬২০ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য অংশগ্রহন করেছে। এসব সংলাপে ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে ‘ট্র্যান্সজেন্ডার এবং হিজড়াদের অন্তর্ভুক্তির’ কথা বলা হয়েছে।[17]
- বন্ধুর উদ্যোগে তিন বিভাগে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কমিটিগুলোর কাজ হল হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডারদের পক্ষে ওকালতি করা। বিভিন্ন অঙ্গন থেকে ৭৫ জনকে এসব কমিটির মেম্বার বানানো হয়েছে।[18]
- এলজিবিটি অ্যাক্টিভিসমের জন্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতেও কাজ করেছে বন্ধু।

- এছাড়া ২৫টি তৃণমূল সংগঠনের ৩৫ জন ব্যক্তিকে অ্যাক্টিভিসমসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে বন্ধু।[19]
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের ৭৪ জনের বেশি স্টাফকে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের ব্যাপারে সবক দেয়া হয়েছে
- ট্র্যান্সজেন্ডারদের চাকরির সুযোগ করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের সাথে 'লিংক' তৈরি করা হয়েছে
- ট্র্যান্সজেন্ডারদের মূল ধারার চাকরির বাজারে সুযোগ দেয়ার জন্য চেইম্বার অফ কমার্স, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বাংলাদেশের ব্যাংকের কাছে অ্যাডভোকেসি করেছে[20]
- ব্র্যাকের অনুকরণে এমপি, অ্যাকাডিমক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রথম আলোর সাথে মিলে গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন করেছে, যেখানে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল হিজড়া ট্র্যান্সজেন্ডারদের 'যৌন অধিকার' সুরক্ষা, এবং তাদের বিরুদ্ধে 'বৈষম্য প্রতিরোধ'।[21]
- বাংলাদেশ মেডিকাল স্টুডেন্ট সোসাইটি (বিএমএসএস) এর সাথে মিলে তরুণ চিকিৎসকদের মধ্যে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে কাজ করেছে।[22]
- রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এলজিবিটি মতবাদের ধ্যানধারণার সবক দেয়া হচ্ছে[23]
- জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিপোর্টের বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিত মূল্যায়নের প্রতিবেদনে তৈরিতে অংশ নিয়েছে। ট্র্যান্সজেন্ডারদের নিয়ে আলাদা আইনের কথা বলেছে[24]
- ডাক্তারদের সাথে যোগাযোগ করে লিঙ্গ পরিবর্তনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের হরমোন থেরাপির ব্যবস্থা করে দিয়েছে[25]
- নিজেদের ট্র্যান্সজেন্ডার দাবি করা লোকেরা নিজেদের সমকামী যৌনতার কারণে যৌনাঙ্গ ও মলদ্বারের বিভিন্ন যৌন রোগে আক্রান্ত হয়। এদের সহজে চিকিৎসা দেয়ার জন্য অনলাইন এবং অফলাইন পরামর্শের ব্যবস্থা করেছে বন্ধু।[26]

এই রিপোর্টগুলো তাদের সাইটে দেয়া আছে, যে কেউ যাচাই করে নিতে পারেন। এই প্রতিষ্ঠানের ডোনার বা অর্থায়নকারীদের মধ্যে আছে বিদেশী এনজিও, বিভিন্ন দূতাবাস, ইউএসএইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থা।

DEVEOPMENT PARTNERS

LOCAL PARTNERSHIP

List of Donors

1.	The Peoples Republic of Bangladesh
2.	Arrow
3.	Ausaid
4.	BHC
5.	British High Commission, Dhaka
6.	Embassy of the Kingdom of Netherlands (EKN)
7.	Elton Joan Foundation
8.	Fk Norway
9.	The Global Fund - RCC/ICDDR'B
10.	The Global Fund-Regional/PSI
11.	The Global Fund-Regional/UNDP Bangkok Regional Hub
12.	GHRD
13.	The Global Fund - NFM
14.	H & M Hennes & Mauritz
15.	High Commission of Canada
16.	LLH - The Norwegian LGBT Association
17.	Link Up/HASAB
18.	Manusher Jonno Foundation (MJF)
19.	MRGI
20.	Rutgers WPF - The Netherlands
21.	SIDA - RFSU

22.	ShareNet
23.	The Royal Tropical Institute/KIT
24.	The Royal Norwegian Embassy
25.	Tides Foundation International
26.	The foundation for AIDS Research (amfAR)
27.	USAID/Family Health International (FHI)
28.	UNICEF
29.	UNFPA
30.	UNAIDS
31.	USAIDS
32.	US Embassy - Dhaka
33.	ViiV Health Care - UK
34.	World Bank

সূত্রঃ
https://web.archive.org/web/20210629053112/https://www.bandhu-bd.org/wp-content/uploads/2017/05/A-Tale-of-Two-Decades.pdf

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা এগিয়ে নেয়ার জন্য আক্ষরিক অর্থে শত শত কোটি কোটি টাকা খরচ করছে পশ্চিমারা। এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে তাদের হয়ে কাজ করছে দেশীয় এনজিও আর সমকামী সংগঠনগুলো। আর এ কাজ করা হচ্ছে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দের আড়ালে।

* * *

[1] Hossain, Adnan. "The paradox of recognition: hijra, third gender and sexual rights in Bangladesh." Culture, Health & Sexuality 19, no. 12 (2017): 1418-1431.

[2] Ibid

[3] Hossain, A. "Bangladesh: Review of LGBT situation in Bangladesh." The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide (2010): 333-346.

[4] Pride Parade: https://en.wikipedia.org/wiki/Pride_parade

[5] Hossain, Adnan. The paradox.

[6] Ibid

[7] বিবিসি নিউজ, ডাক্তারি পরীক্ষার পর ১২ 'হিজড়া'র নিয়োগ স্থগিত, ২০১৫

https://www.bbc.com/bengali/news/2015/07/150701_sa_bd_hijra_job_controversy

[8] সুন্দরী প্রতিযোগিতায় ট্রান্সজেন্ডার নারী রাদিয়া | DBC NEWS
https://www.youtube.com/watch?v=WyB64zUFi7Y

সুন্দরি প্রতিযোগিতায় লড়বেন আরও এক ট্রান্সজেন্ডার | সময় টিভি
https://www.youtube.com/watch?v=Hhg_XzxRrxk

[9] প্রথম আলো, ট্রান্সজেন্ডার মডেল সকালকে দেখুন নতুন রূপে, ২০২৩

https://www.prothomalo.com/lifestyle/fashion/t89duuel20

[10]Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p 7

[11] Bandhu Annual Report 2021, p 52

[12] Bandhu, A tale of two decades 20-year achievements leading to impacts 1996-2016, Bandhu Social Welfare Society , executive summery ,p- 9

[13] Bandh, A tale, Impact of Bandhu's Work on the policy environment, p 8

[14] Bandhu Annual Report 2022, Improving Human Rights, p 23

[15] Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p 7

[16] Bandhu, A tale, Executive Summary, p 9

[17] Bandhu Annual Report 2022, Improving Human Rights , p- 21

[18] Ibid

[19] Ibid, p 17

[20] Ibid, p 29

[21]Ibid, p 15

[22] Ibid, p 11

[23] Bandhu Annual Report 2021, p 43,44

[24] Bandhu Annual Report 2022, p 18

[25] Ibid, p 19

[26] Ibid, p 38

বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডার নেপথ্যে কারা? পর্ব ৫

ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ: আইন, পাঠ্যপুস্তক এবং যৌন শিক্ষা

বাংলাদেশের ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডার প্রতিষ্ঠায় এখনো পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুতর অবনতি দেখা গেছে আইন এবং শিক্ষার দিকে। তাই এ দুটি বিষয়ের দিকে নজর দেয়া প্রয়োজন আলাদাভাবে।

আইন

বাংলাদেশে রীতিমতো আইন প্রনয়ন করে ট্রান্সজেন্ডারবাদ তথা এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া চলছে। ২০২৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাম্প্রতিক দেশকাল পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে’ শিরোনামের এক খবরে বলা হয়েছে,

“সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি। এই কমিউনিটির সদস্যদের সমাজের মূলস্রোতধারায় আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে...”[1]

অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে এধরণের বিকৃতিতে মূলস্রোতে মিশিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে। আর তা করা হচ্ছে অধিকারের নামে। ৫ই ডিসেম্বর ২০২৩-এ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত ‘সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা’, শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

“ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ ’শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করার জন্য আমরা কাজ করছি। এক বছরের মধ্যে আইনটি করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সরকার চায় এই বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায় হোক। তাই এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে।”[2]

দৈনিক ইত্তেফাক

সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা

- খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন

ইত্তেফাক রিপোর্ট

প্রকাশ : ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩, ২০:৪৭

ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ ‘শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে বলে জানান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. খায়রুল আলম শেখ। তিনি বলেন, নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে পাস করার জন্য আমরা

যার অর্থ হল, যথাসম্ভব দ্রুততার সাথে এ আইনের খসড়া হয়েছে এবং তা পাস করানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসাবে আছে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, বিভিন্ন এনজিও এবং মার্কিন সরকার। এ বিষয়টি উঠে এসেছে মার্কিন রাজনীতিবিদদের বক্তব্যেই।

ফ্লোরিডা রাজ্যের রিপাবলিকান গর্ভনর রন ডিস্যান্টিস ২০২৪ এর জানুয়ারিতে মার্কিন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন ইউএসএইডের মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রচারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করছে। এটা অ্যামেরিকান জনগণের ট্যাক্সের টাকার অপচয়। তবে সিএনএন জানিয়েছে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে ২০১৮ সালে।[3]

Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump

By Marshall Cohen and Kit Maher, CNN

2 minute read

Published 9:22 PM EST, Fri January 12, 2024

Rebecca Wright/CNN

Republican presidential candidate and Florida Gov. Ron DeSantis participates in a CNN Republican Town Hall moderated by CNN's Kaitlan Collins at Grand View University in Des Moines, Iowa, on Thursday, January 4, 2024.

(CNN) — While criticizing President Joe Biden's economic policies at two Iowa events this week, Florida Gov. Ron DeSantis

ইউএসএইডের যে প্রতিবেদনগুলোর বরাতে রন ডিস্যান্টিস অভিযোগ করেছেন, সেখানে ঠিক কী বলা হয়েছে তা দেখা যাক। বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এলজিবিটি এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন সিভিল সোসাইটি অর্গানাইযেইশান বা নাগরিক সংগঠনকে সহায়তা দিচ্ছে তারা। আর এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ২০২১ সালে আদমশুমারীতে প্রথমবারের মতো ‘তৃতীয় লিঙ্গ’-এর জন্য আলাদা ঘর যুক্ত করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে,

5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World

Championing inclusive development through intersectional programming worldwide

USAID · Follow
Published in U.S. Agency for International ...
4 min read · Aug 5, 2021

The program also strengthened nine CSOs across Bangladesh and convened stakeholders, including human rights activists, journalists, medical professionals, and religious leaders. Through these efforts, the National Human Rights Commission agreed to include a third gender option in Bangladesh's 2021 National Census for the first time. Civil society participants in the Rights for Gender Diverse Populations also submitted a draft Transgender Law to the National Human Rights Commission to increase protections and other rights for gender

https://medium.com/usaid-2030/5-ways-usaid-promotes-lgbtqi-inclusion-around-the-world-dd665506c7ab

লিঙ্গ বৈচিত্র্যপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রকল্পে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে একটি ট্র্যান্সজেন্ডার আইনের খসড়া জমা দিয়েছে, যাতে যৌন বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং অন্যান্য অধিকার বৃদ্ধি পায়।[4]

অর্থাৎ ইউএসএইডের অর্থায়নে ‘নাগরিক সংগঠন’গুলো বাংলাদেশ ট্র্যান্সজেন্ডার আইনের খসড়া তৈরি করেছে। সেই নাগরিক সংগঠন করা?

এই প্রশ্নের উত্তর আছে ইউএসএইডের আরেক প্রতিবেদনে। সেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের প্রচারের সেই প্রকল্পের টাকা দেয়া হয়েছে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে।

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

FINAL PERFORMANCE EVALUATION FOR USAID'S RIGHTS FOR GENDER DIVERSE POPULATIONS (RGDP) ACTIVITY

May 7, 2021

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

The United States Agency for International Development in Bangladesh (USAID/Bangladesh) commissioned ME&A, Inc. (ME&A) to conduct a final performance evaluation of the Rights for Gender Diverse Populations (RGDP) Activity, implemented by the Bandhu Social Welfare Society (Bandhu). The evaluation's purpose was to assess the extent to which the activity has achieved its overall objectives and focused on the following four evaluation questions (EQs):

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XRQS.pdf

এর আগে ২০১৫ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত-ও ইউএসএইডের অর্থায়নে এলজিবিটি এজেন্ডা প্রতিষ্ঠার আরেকটি প্রকল্পে কাজ করেছে বন্ধু। শুধু তাই না ইউএসএইডের অর্থায়নে 'সমতা' নামে আরেকটি ৫ বছর ব্যাপী প্রকল্প চলছে বাংলাদেশে। এখানেও আছে বন্ধু। এই প্রকল্পের অধীনে কাজ চলছে বাংলাদেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে।[5]

1.1 RGDP ACTIVITY BACKGROUND

RGDP built on the successes of the USAID-funded Human Rights in Development Project (HRID) implemented by Bandhu from June 2015 to June 2018. RGDP provides awareness building, legal services, community education, and fellowships[2] to students, lawyers, and media professionals, and supports and trains community members (*e.g.*, local front line defenders and watchdogs) to promote and protect the basic human rights of gender diverse populations (GDPs).[3] Additionally, the activity works to address human rights abuses and denial of health rights, and provides a rights-based approach to health and social services for GDPs in Bangladesh. Implementation of RGDP programming has focused on achieving the following activity outcomes:

- HRID established Ain-Alap, a legal helpline to field calls and provide information and referrals to additional resources. To provide greater legal support to GDPs, RGDP formed a panel of lawyers to provide legal advice and services. The panel now includes 204 lawyers in 64 districts. These lawyers also provide services at 10 legal clinics across the country.

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XRQS.pdf

ট্র্যান্সজেন্ডার আইনের পেছনে বন্ধু-র ভূমিকার কথা উঠে এসেছে তাদের নিজস্ব প্রতিবেদনেও। বন্ধু-র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

> Through long advocacy initiatives of Bandhu, trans, Hijra and gender-neutral people could be included in the first digital National Population and Housing Census in 2022 conducted by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Department of Social Services (DSS) and National Human Rights Commission (NHRC) collaborated with Bandhu and drafted the Transgender Protection Act Bangladesh. With tenacious lobbying and advocacy with the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), a comprehensive section on topics regarding transgender, Hijra and gender-transformative approach was included in textbook of Class-VII. Along with that government agencies adopted a number of

‘সমাসেবা অধিদফতর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বন্ধু-র সাথে কোলাবরেশন করেছে, এবং ট্র্যান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইন বাংলাদেশের খসড়া প্রস্তুত করেছে।’[6]

এই সহযোগিতা ঠিক কেমন তার বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, বন্ধু-র আরেকটি প্রতিবেদনে। এ প্রতিষ্ঠানের পচিশ বছর পূর্তী উপলক্ষে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্র্যান্সজেন্ডার সুরক্ষা আইনের খসড়া তৈরি করেছে বন্ধু-ই। তারপর তারা সেটা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে জমা দিয়েছে।

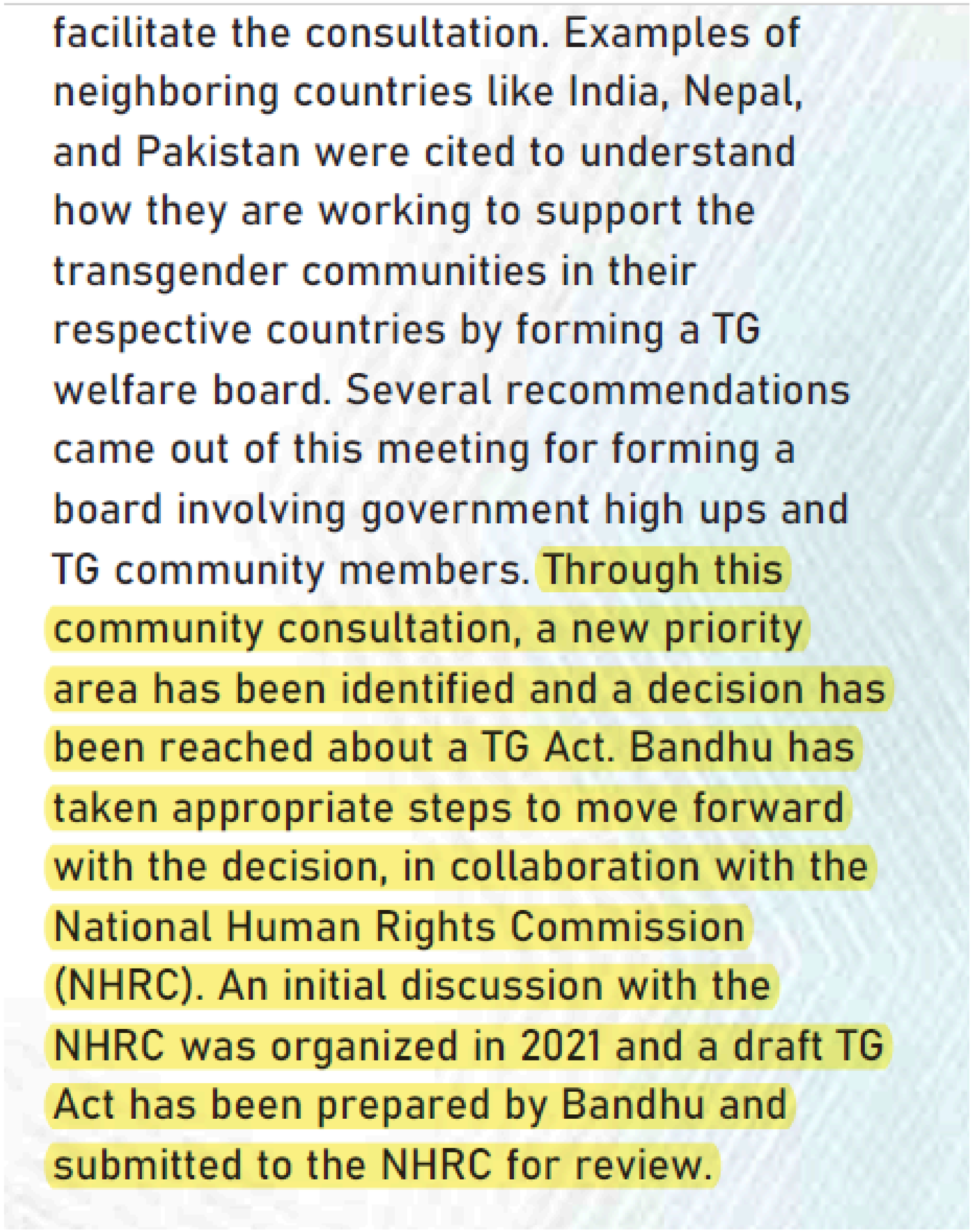
facilitate the consultation. Examples of neighboring countries like India, Nepal, and Pakistan were cited to understand how they are working to support the transgender communities in their respective countries by forming a TG welfare board. Several recommendations came out of this meeting for forming a board involving government high ups and TG community members. Through this community consultation, a new priority area has been identified and a decision has been reached about a TG Act. Bandhu has taken appropriate steps to move forward with the decision, in collaboration with the National Human Rights Commission (NHRC). An initial discussion with the NHRC was organized in 2021 and a draft TG Act has been prepared by Bandhu and submitted to the NHRC for review.

বন্ধু বাৎসরিক প্রতিবেদন, ২০২২

২০২১-এ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে প্রাথমিক আলোচনা আয়োজন করা হয়, বন্ধু ট্রান্সজেন্ডার আইনের একটি খসড়া তৈরি করে এবং পর্যালোচনার জন্য জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে জমা দেয়।[7]

এই খসড়াটিই পরে গৃহীত হয়েছে। টাইমলাইনটা লক্ষ্য করুন।

বন্ধু এবং তাদের অ্যামেরিকান মনিবরা বলছে ২০২১ সালে তারা খসড়া বানিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে ২০২২ এর মার্চ মাসে সংবাদমাধ্যমে আমরা দেখছি, “সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন, আমরা ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইনের খসড়া প্রণয়ন করতে পেরে খুশি...”[8]

তারপর আবার ২০২৩ এর সেপ্টেম্বরে সমাজসেবা অধিদপ্তরের আয়োজিত কর্মশালাতে বলা হচ্ছে ‘ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে’।[9]

সবশেষে ২০২৩ এর ডিসেম্বরে বলা হচ্ছে, ‘ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০২৩ শীর্ষক আইন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই পাস করা হবে’, ‘এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের নেতৃত্বে এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি কমিটি আইনের খসড়া চূড়ান্ত করেছে’।[10]

অর্থাৎ এজেন্ডা আর পয়সা দিয়েছে অ্যামেরিকা ও এডিবি, তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আইনের খসড়া বানিয়েছে বন্ধু, আর সেটাই গৃহীত হয়ে গেছে!

উপরের তথ্যগুলো ও স্বীকারোক্তি থেকে অকাট্যভাবে প্রমান হয় যে বাংলাদেশে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে অ্যামেরিকা তথা পশ্চিমা বিশ্বের নির্দেশনায়, এবং এটি করা হচ্ছে এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ হিসেবে।

পাঠ্যপুস্তকে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ:

সামাজিকভাবে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদকে বৈধতা দেওয়ার জন্য চলমান নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ ও বিকৃত যৌনতার স্বাভাবিকীকরণ। এখানে কাজ চলছে দুইটি ধারায়। একটি হল সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের শিক্ষা, অন্যটি হল যৌন শিক্ষার নামে অবাধ, বিকৃত যৌনতা এবং এলজিবিটি মতবাদের স্বাভাবিকীকরণ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড NCTB-এর ২০২৩ সালের সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলন বইয়ে ৫১-৫৬ পৃষ্ঠায় ‘শরীফার গল্প’ শিরোনামের লেখায় সরাসরি ট্র্যান্সজেন্ডারবাদের দীক্ষা দেওয়া হয়েছে। ৫১ পৃষ্ঠায় দেয়া গল্পে মূল চরিত্র শরীফা বলছে,

“আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে...

এ গল্পে শরীফা নিজেই স্বীকার করছে, ছোটবেলায় সে ছেলে ছিল। নাম ছিল শরীফ আহমেদ ।যখন আস্তে আস্তে বড় হলো তখন সেই শরীফ আহমেদই নিজেকে মেয়ে ভাবতে শুরু করলো এবং মেয়েদের মতো আচরণ করতে লাগলো। আর এটাই তার ভালো লাগে। ৫২ পৃষ্ঠায় মূল চরিত্র শরীফাকে একজন বলছে,

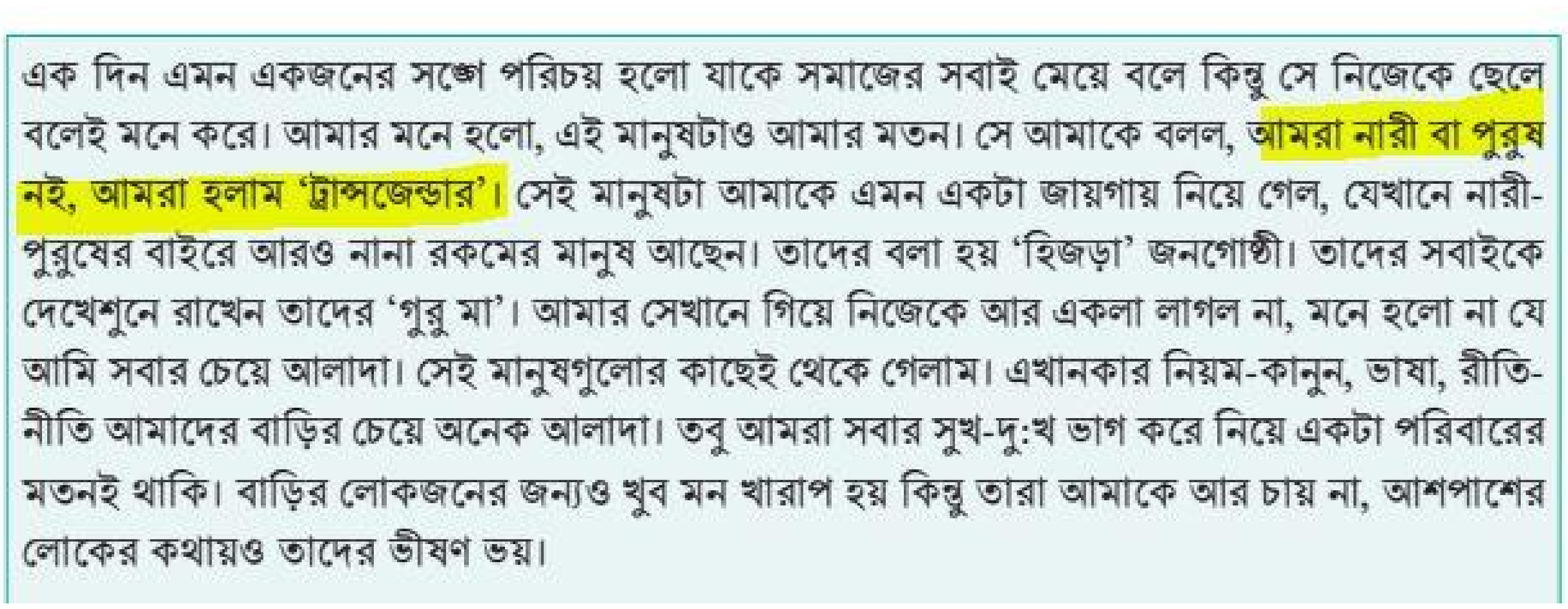
এক দিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম 'ট্রান্সজেন্ডার'। সেই মানুষটা আমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও নানা রকমের মানুষ আছেন। তাদের বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী। তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম। এখানকার নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতি-নীতি আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা। তবু আমরা সবার সুখ-দু:খ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয় কিন্তু তারা আমাকে আর চায় না, আশপাশের লোকের কথায়ও তাদের ভীষণ ভয়।

২০২৩ সালের বই

"...আমরা নারী বা পুরুষ নই। আমরা হলাম ট্র্যান্সজেন্ডার।"

একই বইয়ের ৫৩ পৃষ্ঠায় নতুন প্রশ্ন অনুচ্ছেদে পাঁচজন শিক্ষার্থীর কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই কথোপকথনে এক শিক্ষার্থী বলছে তার মা তাকে শিখিয়েছে,

'...ছোটদের কোনো ছেলে-মেয়ে হয় না। বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে।'

৫৫ এবং ৫৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে,

'আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।'

'...এখন বুঝতে পারছি, ছেলে-মেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।'

'...একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়।'[11]

কথাগুলো সরাসরি পশ্চিমা বিশ্ব থেকে আমদানী করা ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি মতবাদের বক্তব্য। আত্মপরিচয় এবং যৌনতা নিয়ে বিকৃতিকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ করে নিতে শেখানো হচ্ছে আমাদের শিশুদের।

বইয়ের এ অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদের মুখে ২০২৪ সালের সংস্করণে ট্র্যান্সজেন্ডার শব্দটা বাদ দেয়া হয়, কিন্তু মূল বক্তব্য একই থাকে। ২০২৪ সালের বইয়ে শরীফার গল্প এসেছে ৩৯-৪৪ পৃষ্ঠায়। ৪০ পৃষ্ঠায় এখনো বলা হচ্ছে-

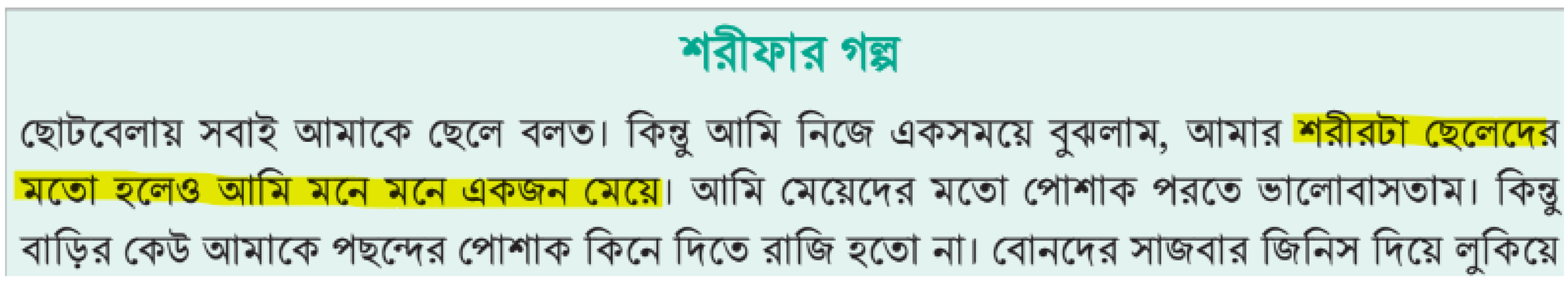

শরীফার গল্প

ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে। আমি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতাম। কিন্তু বাড়ির কেউ আমাকে পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। বোনদের সাজবার জিনিস দিয়ে লুকিয়ে

২০২৪ সালের বই

“আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে..."

সেই একই ছোটবেলায় ছেলে, তারপর নিজেকে মেয়ে ভাবা, শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার গল্প শোনানো হয়েছে নতুন বইয়েও।

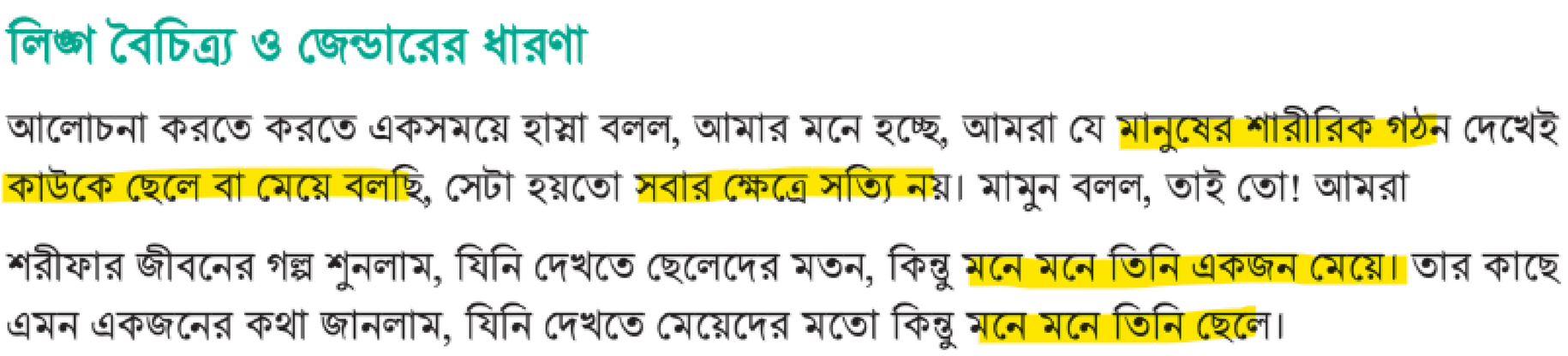

লিঙ্গ বৈচিত্র্য ও জেন্ডারের ধারণা

আলোচনা করতে করতে একসময়ে হাম্না বলল, আমার মনে হচ্ছে, আমরা যে মানুষের শারীরিক গঠন দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়। মামুন বলল, তাই তো! আমরা

শরীফার জীবনের গল্প শুনলাম, যিনি দেখতে ছেলেদের মতন, কিন্তু মনে মনে তিনি একজন মেয়ে। তার কাছে এমন একজনের কথা জানলাম, যিনি দেখতে মেয়েদের মতো কিন্তু মনে মনে তিনি ছেলে।

মনে মনে ছেলে, মনে মনে মেয়ে = ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ, ২০২৪ সালের বই

৪২ এবং ৪৪ পৃষ্ঠায় বাচ্চাদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে,

‘আমরা যে মানুষের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখেই কাউকে ছেলে বা মেয়ে বলছি, সেটা হয়তো সবার ক্ষেত্রে সত্যি নয়।’[12]

খুশি আপা: আমরা চারপাশে দেখে এবং অন্যদের কাছে শুনে জেনেছি যে, শারীরিক গঠন একটা নির্দিষ্ট ধরনের হলে সে ছেলে হয়, অন্য আরেকটা ধরনের হলে সে মানুষটা মেয়ে হয়। ছেলেদের গলার স্বর মোটা, মেয়েদের চিকন। মেয়েরা সাজগোজ করে, তাদের লজ্জা বেশি, তাদের মন নরম হয়। সাধারণত ছেলেরা সাজগোজ করে না, লজ্জা কম পায়, তারা বাইরে যেতে পছন্দ করে। আমরা এগুলোকেই স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নিচ্ছি।

ফাতেমা: কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, ছেলেমেয়েদের চেহারা, আচরণ, কাজ বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের কোনো স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম নেই।

খুশি আপা: ঠিক বলেছ!

সুমন: আমার মনে হচ্ছে, আমরা যেমন করে ভাবছি, অনেকেই তার চেয়ে ভিন্ন রকম করে ভাবে।

সাবা: কিন্তু সবার তো নিজের মত, নিজের অনুভূতি, নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা আছে!

খুশি আপা: যতক্ষণ না তাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই আছে।

শিহান: তাহলে শরীফা আপারা কার কী ক্ষতি করেছেন?

সপ্তম শ্রেণীর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ এবং জেন্ডার আইডেন্টিটি তত্ত্বের শিক্ষা

অর্থাৎ, একজন মানুষ পুরুষের শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সে যদি কোনো এক বয়সে নিজেকে নারী দাবী করে তাহলে সে নারী। আবার নারী দেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করা কেউ যদি নিজেকে পুরুষ দাবী করে তাহলে সে পুরুষ। যতোক্ষণ না অন্যের কোনো ক্ষতি হচ্ছে ততোক্ষণ যা খুশি তা-ই করা যায়। চাইলেই লিঙ্গ পরিবর্তন করা যায়। আর যারা এটা মেনে নেবে না তারা সেকেলে, পশ্চাৎপদ।

পাঠ্যবইয়ে এই মতবাদ আসলো কিভাবে?

পাঠ্যবইয়ে ট্র্যান্সজেন্ডার মতবাদ ঢোকানোর পেছনে নিজেদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদের ২০২১ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে লিখেছে,

“পলিসি অ্যাডভোকেসি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বন্ধু তাই একটি নির্দিষ্ট এজেন্ডা নিয়ে ২০১৫ সাল থেকে এনসিটিবির সাথে সংলাপ শুরু করেছে...”[13]

সেই নির্দিষ্ট এজেন্ডা কী? উত্তর একটু পরেই দেয়া হয়েছে,

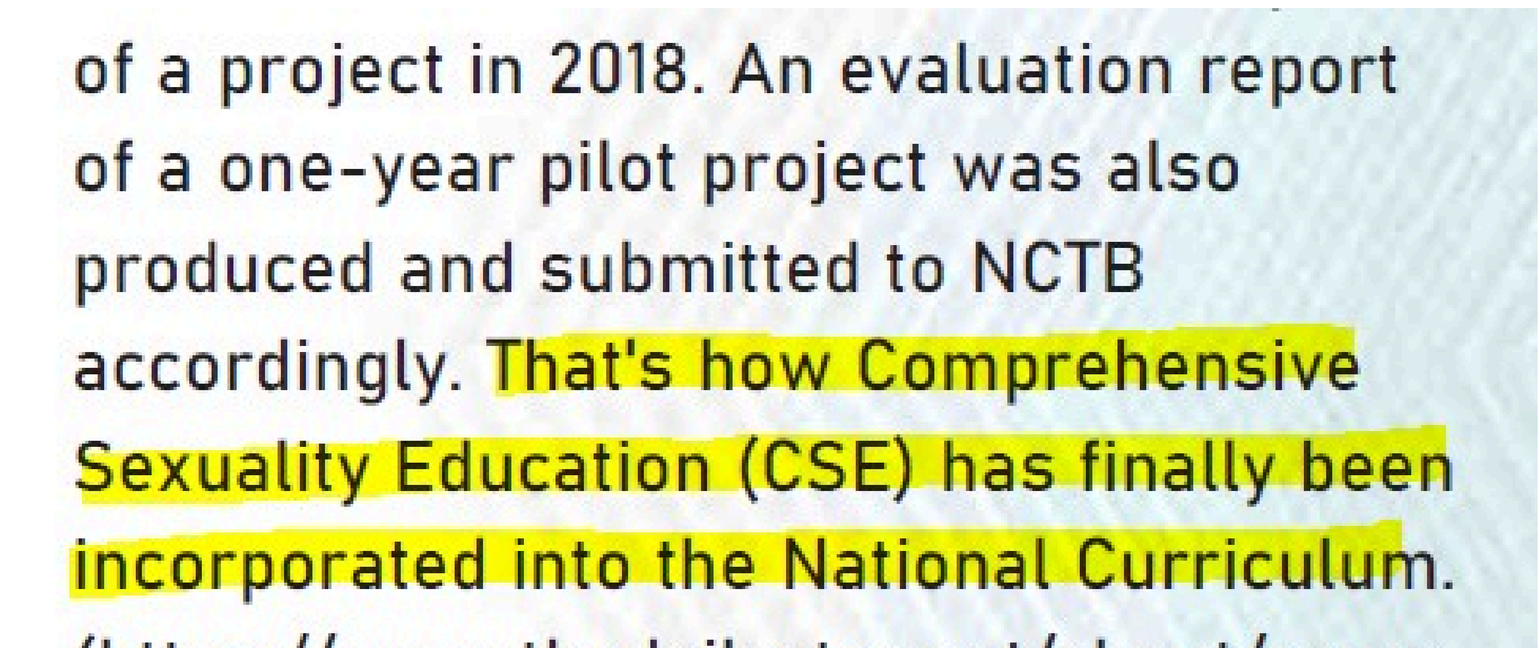
of a project in 2018. An evaluation report of a one-year pilot project was also produced and submitted to NCTB accordingly. That's how Comprehensive Sexuality Education (CSE) has finally been incorporated into the National Curriculum. (https://www.thedailystar.net/shout/news/sex-ed-should-be-taught-schools-heres-why-2004997. This is the direct result of Bandhu's long-term advocacy. Bandhu believes that the needs and the rights issues of the Hijra and TG communities will soon be reflected in the curriculum, a process which is already under way.

"...এভাবেই অবশেষে কম্প্রিহেনসিভ যৌন শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে...এটি সরাসরি বন্ধু-র দীর্ঘমেয়াদী অ্যাডভোকেসির ফল। বন্ধু বিশ্বাস করে হিজড়া এবং ট্র্যান্সজেন্ডার সম্প্রদায়ের অধিকার ও প্রয়োজনসংক্রান্ত সমস্যাগুলো শীঘ্রই শিক্ষাক্রমে প্রতিফলিত হবে, এই প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে চলমান..."[14]

আসলেই খুব দ্রুত তাদের এই ‘বিশ্বাস’ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপারসন এবং এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টরের লেখায় বলা হচ্ছে,

Through long advocacy initiatives of Bandhu, trans, Hijra and gender-neutral people could be included in the first digital National Population and Housing Census in 2022 conducted by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS). Department of Social Services (DSS) and National Human Rights Commission (NHRC) collaborated with Bandhu and drafted the Transgender Protection Act Bangladesh. With tenacious lobbying and advocacy with the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), a comprehensive section on topics regarding transgender, Hijra and gender-transformative approach was included in textbook of Class-VII. Along with that government agencies adopted a number of

"জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সাথে দৃঢ় লবিয়িং এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে, ট্র্যান্সজেন্ডার, হিজড়া এবং লিঙ্গ রূপান্তরমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে একটি বিস্তারিত (কম্প্রিহেনসিভ) অংশ সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।"[15]

একই প্রতিবেদনের ৯ নং পৃষ্ঠায় বলা হচ্ছে, এই আলোচনাগুলো এসেছে ‘ক্লাস ৭ এর সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে’।[16]

অর্থাৎ পাঠ্যবইয়ে এলজি টিভি মতবাদ নিয়ে আসার জন্য বন্ধু ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামের প্রতিষ্ঠানটি ২০১৫ থেকে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ভাষ্যমতে, এনসিটিবি-র সাথে ‘টেনেশাস লবিয়িং’ করে এ বিষয়গুলো তারা ক্লাস সেভেনের সামাজিক বিজ্ঞান বইতে এনেছে।

যৌন শিক্ষা ও এলজিবিটি:

পাঠ্যপুস্তকে ট্র্যান্সজেন্ডার আনার পক্ষে ওকালতির কাজটা শুধু বন্ধু করছে না, এর সাথে আছেও অন্যান্য এনজিও এবং এলজিবিটি সংগঠন। এরা বহু বছর ধরে যৌন শিক্ষার নামে বিকৃত যৌনতার দীক্ষা পাঠ্যপুস্তকে আনার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত।

ইউনিসেফসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-দের ক্রমাগত চাপে ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো পাঠ্যপুস্তকে যৌন শিক্ষার অংশ যুক্ত করা হয়।[17] এসব অংশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করে অভিভাবক, সাধারণ জনগণ এমনকি শিক্ষকরাও। প্রতিবাদের মুখে ২০১৪/১৫ সালে সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু সন্তুষ্ট হয় না পশ্চিমারা। ২০১৬ সালে সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সিডা (SIDA), আঞ্চলিক নারীবাদী এনজিও অ্যারো (ARROW), এবং দেশীয় নারীবাদী এনজিও 'নারীপক্ষ'-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যৌন শিক্ষার অবস্থা নিয়ে একটা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়।[18] এতে 'সহায়তা' দেয় ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

এ প্রতিবেদনে পাঠ্যবইগুলোর যৌন শিক্ষা অংশের বেশ কিছু দিকের সমালোচনা করা হয়েছে, যেমন

- বইগুলোতে পর্নোগ্রাফি দেখার মতো কাজগুলো সমাজের জন্য হুমকি বলা হয়েছে
- মাদ্রাসা বোর্ডের বইতে বলা হয়েছে যিনা, সমকামিতা হারাম
- বলা হয়েছে যৌনতা কেবল স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে হতে পারে[19]

gender equality. The textbooks also state that activities such as watching pornographic materials are considered a threat to society. Madrasah Board textbooks state that pre-marital or same-sex sexual intercourse, as well as the performance of prayers during menstruation, ejaculation and sexual intercourse, is prohibited. The books validate sexual intercourse only between the husband and wife. Extreme rigidity pertaining to how one should behave in Islam is promoted and promoting free discussion and information on HIV/AIDS is limited.

লক্ষ্য করুন, এনজিও-দের বানানো প্রতিবেদনে এই অবস্থানগুলোর সমালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মতে যৌন শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকিশোরদের শেখানো উচিৎ যে, পর্নোগ্রাফি সমাজের জন্য হুমকি না, যিনা এবং সমকামীতা নিষিদ্ব কিছু না, আর যৌনতা কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যৌন শিক্ষা কারিকুলামের ব্যাপারে সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ‘ইসলামী উগ্রবাদের’ সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে এ প্রতিবেদনের লেখিকা!

একই সুরে, ব্র্যাকের তৈরি ২০১৮-এর এক প্রতিবেদনে সমালোচনা করা হয়েছে এই কারিকুলামের।

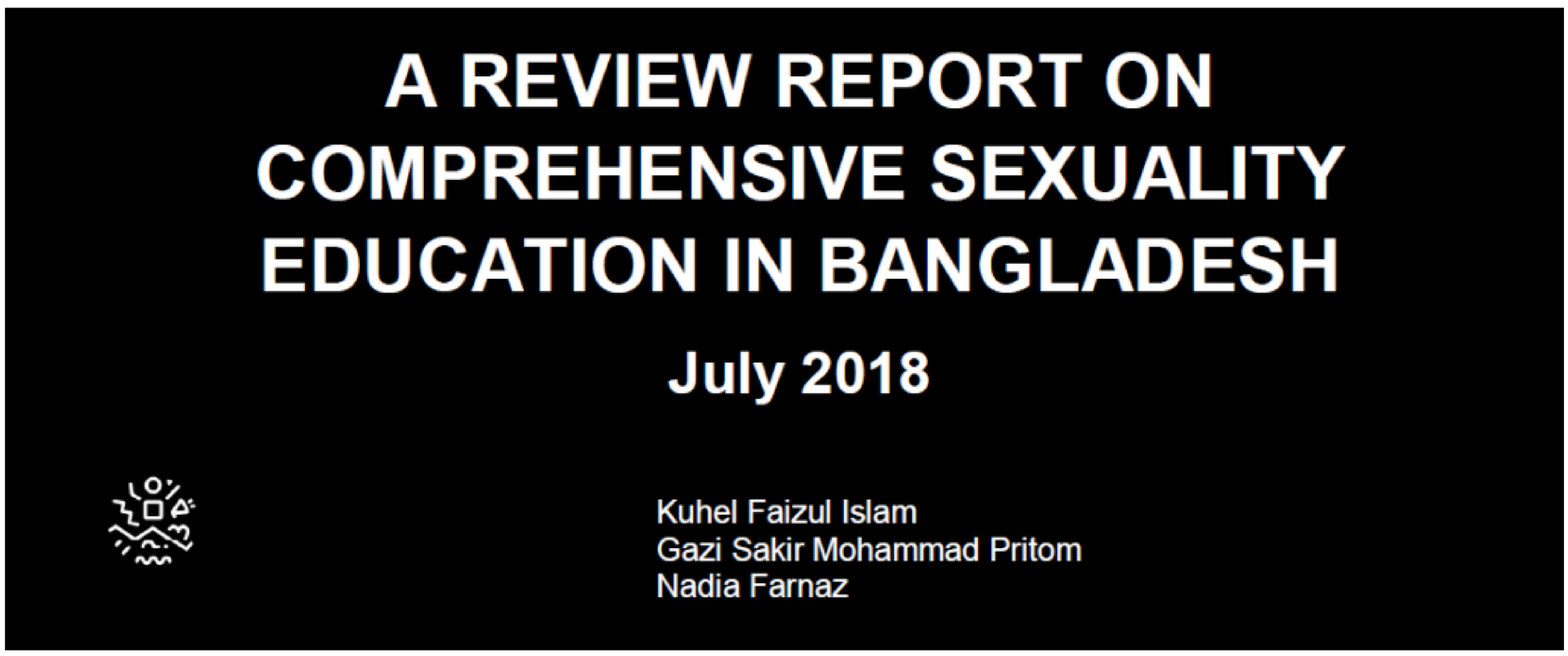

কারিকুলামটিকে অপূর্ণ বলা হয়েছে, কারণ এতে,

- হস্তমৈথুন সংক্রান্ত আলোচনা নেই

- জেন্ডার আইন্ডিন্টিটি (ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ) সংক্রান্ত আলোচনা নেই
- বিবাহপূর্ব যৌনতা নিয়ে আলোচনা নেই

ব্র্যাকের মতে এগুলোও পাঠ্যবইয়ে যুক্ত করা দরকার।[20]

তারপর ব্র্যাকের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থায় সঠিকভাবে যৌন শিক্ষা দেয়া না হলেও ১৩টি এনজিও যথাযথভাবে পশ্চিমাদের প্রেসক্রিপসান অনুযায়ী 'যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার' (অর্থাৎ বিকৃত যৌনতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণে) নিয়ে শিক্ষা দিচ্ছে। অর্থাৎ সমকামিতা, ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ তথা অবাধ ও বিকৃত যৌনতার শিক্ষা দিচ্ছে এই ১৩টি এনজিও। অনেকে ক্ষেত্রে এসব 'শিক্ষা' দেয়া হচ্ছে ইনফরমালি/অনানুষ্ঠানিকভাবে অন্য আলোচনার অংশ হিসেবে। ব্র্যাকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

education). SRHR education provided by these programs include more diverse issues than what is addressed by the national curriculum. The approach taken by the NGOs is a unified approach, whereby the interventions are given not as a standalone program, rather tagged with existing community interventions. CSE/ SRHR education being tagged along informally with formal services (for examples MR, Family Planning, Safe Birthing, Adolescent Health Services) enables the NGOs to bypass the social stigma around this issue and make it cost effective, however this remains with the purview of married couples (Bhuiyan, 2014). Such

অন্যান্য আনুষ্ঠান সেবা যেমন, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ জন্ম, বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা, এর সাথে কম্প্রিহেনসিভ সেক্স এডুকেশন/ যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা যুক্ত করে দেয়া হচ্ছে, এতে করে এসব বিষয়ের সাথে জড়িত সামাজিক নেতিবাচক মনোভাব এড়ানো সম্ভব হচ্ছে...[21]

২০২৩ সালে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউয়ের জন্য জমা দেয়া প্রতিবেদনে ২০২৩ সালের পাঠ্যপুস্তক এবং এ নিয়ে বাংলাদেশের সমাজে বিরোধিতার ব্যাপারটাও উঠে এসেছে।

Universal Periodic Review of Bangladesh
44th Session
November 2023

Report submitted by:
The **Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW)**
On behalf of Right Here Right Now and the Sexual Rights Initiative

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

17. Since its introduction in January 2023, the CSE curriculum in Bangladesh's schools has had a turbulent journey. The updated curriculum was introduced by the National Curriculum and Textbook Board (NCTB), and made an effort to address issues such as gender stereotypes, stigma related to sexuality, reproduction, sexuality, sexual behaviour, gender, and sexual and gender diversity to help increase the conceptual understanding of adolescents on these issues. The curriculum aims to provide evidence-based, scientific and non-judgmental information and has been welcomed by everyone advocating to inculcate CSE for students across all the grades.

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে প্রবর্তনের পর থেকে বাংলাদেশের স্কুলগুলিতে CSE (কম্প্রিহেনসিভ যৌন শিক্ষা) পাঠ্যক্রমকে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) দ্বারা হালনাগাদ করে নতুন শিক্ষাক্রমটি চালু করা হয়েছিল জেন্ডার স্টেরিওটাইপস, যৌনতা সম্পর্কিত নেতিবাচক মনোভাব, প্রজনন, যৌনতা, যৌন আচরণ, লিঙ্গ, এবং যৌন ও লিঙ্গ বৈচিত্র্য -এর মতো বিষয়গুলোর ব্যাপারে কিশোরকিশোরীদের ধারণা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্যে।[22]

অর্থাৎ ২০২৩ এর পাঠ্যবইয়ে যৌন শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়েছে পশ্চিমা সংস্থা, এবং দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী। এ প্রতিবেদনের একটু পরেই বলা হয়েছে,

19. The new textbooks and CSE curriculum were met with some outrage and backlash. For example, some content from the "sex diversity, gender identities, and gender roles" section from the History and Social Science course book of Class Seven garnered massive backlash from Islamist, conservative and radical sections of the society, who believe some sensitive contents on CSE (e.g. sexual pleasure, consent, homosexuality, transgender people and transitioning etc.) is corrupting the minds of adolescents.

নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং সিএসই পাঠ্যক্রম কিছু বিরোধিতা এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন, সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের "লিঙ্গ বৈচিত্র্য, লিঙ্গ পরিচয় এবং লিঙ্গ ভূমিকা" অংশের কিছু আলোচনা নিয়ে ইসলামপন্থী, রক্ষণশীল এবং সমাজের চরমপন্থী অংশগুলির দিক থেকে ব্যাপক বিরোধিতা দেখা দেয়। তারা বিশ্বাস করে যৌন শিক্ষার কিছু সেনসেটিভ বিষয়বস্তু (যেমন যৌন আনন্দ, সম্মতি, সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার এবং ট্রানজিশন ইত্যাদি) কিশোর-কিশোরীদের চিন্তাকে কলুষিত করছে।[23]

এই প্যারাগ্রাফের বক্তব্যের দুটি দিক লক্ষ্যনীয়।

- প্রথমত, তারা স্বীকার করছে এসব আলোচনার মাধ্যমে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার অর্থাৎ এলজিবিটি মতবাদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে
- দ্বিতীয়ত, এর বিরোধিতাকে তারা ইসলামপন্থা এবং চরমপন্থার সাথে যুক্ত করেছে। আপনি যদি এলজিবিটি মতবাদের বিরোধিতা করেন তাহলে আপনি চরমপন্থী!

জাতিসংঘের মাধ্যমে এলজিবিটির সামাজিকীকরণ ও আইনী বৈধতার ব্যাপারে বাংলাদেশকে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেগুলোর ব্যাপারে এই প্রতিবেদনের বক্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ,

55. In its response to recommendations made on the rights of LGBTI people, the Government made it clear that this was a religious, social, cultural, moral, ethical issue for Bangladesh.[xxiii] Those recommendations have been partially implemented as the Government has taken a few substantial steps to ensure that inclusive SRHR

Policies for people with diverse sexual orientations and gender identities are put into action, especially by integrating it in the curriculum of the students. The Government recognised Hijras as a gender, but they remain marginalized in a country where sexual activity between people of the same sex is illegal.

এলজিবিটিআই সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কিত সুপারিশের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এটি বাংলাদেশের জন্য একটি ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং নৈতিক বিষয়। (তবে) এসব সুপারিশ আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বৈচিত্র্যময় যৌন রুচি এবং লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নীতি নিশ্চিত করতে সরকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষাক্রমে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে।[24]

ওপরের কথাগুলো সহজ করে বলি।

বৈচিত্রময় যৌন রুচি = বিকৃত যৌনতা

বৈচিত্রময় লিঙ্গ পরিচয় = শারীরিকভাবে সুস্থ নারী সাজা পুরুষ বা পুরুষ সাজা নারী (ট্রান্সজেন্ডার)

যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার = বিকৃত যৌনতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ

অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশে এলজিবিটির বৈধতা ও সামাজিকীকরণের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে, এবং সরকারের পক্ষ থেকে আংশিকভাবে এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে। এজন্যই শিক্ষাক্রমে যৌন শিক্ষা ও ট্র্যান্সজেন্ডারবাদ নিয়ে আলোচনা যুক্ত করা হয়এছে।

এই প্রতিবেদনের শেষে আবারও দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে এবং এলজিবিটিকে সামাজিক ও আইনী বৈধতা দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যপুস্তকে শরীফার গল্প আর যৌন শিক্ষার আলোচনাগুলো বৈশ্বিক এলজিবিটি এজেন্ডার অংশ, এ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সব শেষে এই প্রতিবেদনটি তৈরিতে কারা কাজ করেছে সেটাও জানিয়ে দেই।

Universal Periodic Review of Bangladesh
44th Session
November 2023

Report submitted by:
The **Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW)**
On behalf of Right Here Right Now and the Sexual Rights Initiative

The Asian Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) is a regional non-profit organisation focused on gender equality and sexual and reproductive health and rights of women, girls and young people in Asia and the Pacific region.
Website: https://arrow.org.my/
Address: 1 & 2, Jalan Scott, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
Contact: Shamala Chandrasekaran, Advocacy Manager
Email: shamala@arrow.org.my, **Tel:** 006 03 2273 9913

Right Here, Right Now global partnership envisions a world where young people, in all their diversity, acquire full and uninterrupted access to life skills based education and youth-friendly sexual and reproductive health services, including safe abortion. The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW) is the regional coordinator and one of the members of the *Right Here Right Now* global partnership.

Sexual Rights Initiative
The Sexual Rights Initiative is a coalition of national and regional organizations based in Canada, Poland, India, Argentina, and Southern Africa that work together to advance human rights related to sexuality at the United Nations
Website: www.sexualrightsinitiative.org
Address: Rue de Monthoux 25, Geneva, 1201 Switzerland
Contact: Anthea Taderera, Advocacy Advisor - UPR
Email: anthea@srigeneva.org, Tel: +41767656477

প্রতিবেদনের মূল উদ্যোক্তা হল অ্যারো, রাইট হেয়ার রাইট নাও এবং সেক্সুয়াল রাইটস ইনিশিয়েটিভ। তিনটাই আন্তর্জাতিক এনজিও।আর বাংলাদেশ থেকে এই প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্য করেছে, এবং এই প্রতিবেদনকে সমর্থন (এনডোর্স) করেছে, ব্র্যাক, নারীপক্ষ, নাগরিক উদ্যোগ, আরএইচএসটিইপি এবং অবয়ব। সবগুলো দেশী এনজিও।

সহযোগীদের তালিকায় থাকা ‘অবয়ব’ হল বয়েস অফ বাংলাদেশের নতুন নাম। বয়েস অফ বাংলাদেশ ২০১৮ সালের দিকে অবয়ব – ডাইভার্সিটি সার্কেল নামে কাজ শুরু করে।[25]

Can you tell us how the organisation has evolved since its creation in 2002?

Boys of Bangladesh, popularly abbreviated as BoB, started out as a gay-only network. Today the network consists of the wider LGBTQ community although it remains a constant challenge working in the present political climate.

BoB envisages a society where every individual regardless of sexual orientation and gender identity can enjoy life to its full potential with dignity and rights.

To adhere to our value of inclusiveness and since BoB is now widely known as an LGBTQ rights organisation, we felt the need to change the name to reflect this and it shall soon be called Oboyob which means shape, or outline.

https://eprints.lse.ac.uk/91042/1/Bowers_All-we-want-to-do_Author.pdf

আরও মজার তথ্য হল, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকিউমেন অ্যাকাডেমি ২৩ জন বাংলাদেশী ‘চেইঞ্জমেকার’ হিসেবে মনোনীত করে। এই ২৩ জনের একজন হল তানভীর আলিম, অবয়বের অপারেশনস লীড।[26]

Tanvir Alim, operations lead, Oboyob Diversity Circle -- works to support marginalised communities in Bangladesh.

Vashkar Bhattacharjee -- programme manager, Young Power in Social Action (YPSA) and National Consultant (Accessibility) a2i -- works to support young people with disabilities foster inclusion.

অ্যাকিউমেন একটি অ্যামেরিকান এনজিও। পাঠকের হয়তো মনে আছে, এই একই ব্যক্তি ২০১৩ সালে বয়েস অফ বাংলাদেশে প্রতিনিধি হিসেবে এবং বৈশ্বিক এলজিবিটি সংগঠন ইলগার পক্ষ হয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনে বাংলাদেশের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপন করেছিল।

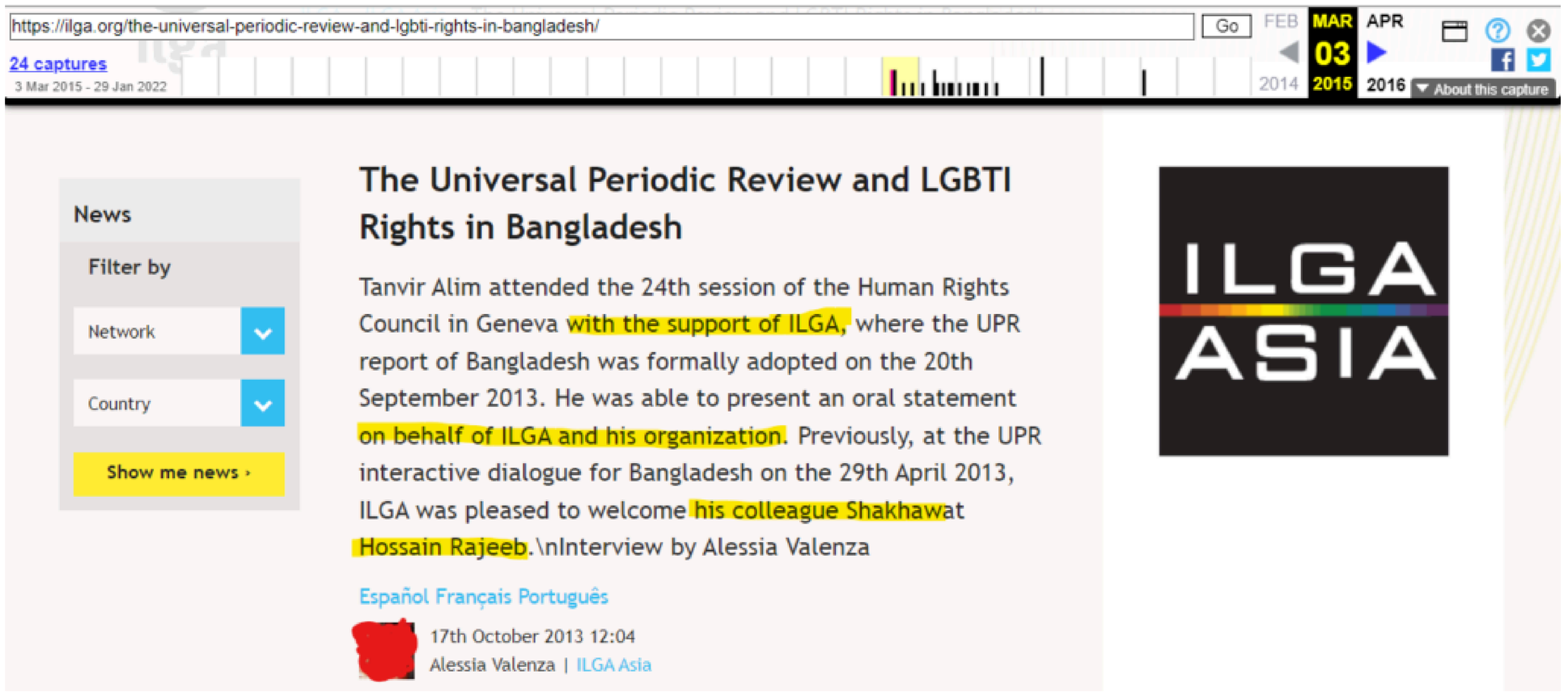

https://web.archive.org/web/20150303033427/https://ilga.org/the-universal-periodic-review-and-lgbti-rights-in-bangladesh/

Oral Statement
International Lesbian and Gay Association (ILGA)
24th Session of the Human Rights Council
UPR Bangladesh
Friday 20th September 2013

Delivered by: Tanvir Alim

Thank you Mr. President,

This statement is also on behalf of Boys of Bangladesh, the oldest and largest platform of self identified gay men in Bangladesh.

We thank the Government of Bangladesh for positively engaging with the UPR process and accepting many of the recommendations from other state parties. We appreciate that the government has recognized the existence of the LGBTI population in Bangladesh through its reply to USA during the UPR working group session.

However, we regret that the Government has rejected recommendation to abolish Section 377 which criminalizes consensual same-sex relationship. The government already has an extensive HIV/AIDS program including men who have sex with men (MSM) and Hijras. Hence, this rejection indicates that it's just to avoid acknowledging human rights violations of sexual and gender minorities.

We know that a law can't be changed overnight. But, at the same time, decriminalizing Section 377 is important because it can help bring social change.

Despite government accepting recommendation of UPR 2009 to train law enforcers in sexual orientation and gender identity, we are concerned about how Sanjida and Puja, a lesbian couple, has been treated recently.

We also ask the Government of Bangladesh to proactively stop intolerant groups from making inflammatory homophobic remarks, which have often resulted in violence towards LGBT community.

We call on the Government of Bangladesh to take concrete steps to implement the recommendations to protect all people regardless of sexual orientation or gender identity. We will be happy to share our expertise in this regard.

Thank you.

জাতিসঙ্ঘে বয়েস অফ বাংলাদেশ এবং ইলগার পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্য। সূত্রঃ https://www.upr-info.org/sites/default/files/documents/2013-10/international_lesbian_gay_assoc_oral_bangladesh_2013.pdf

***

এভাবে পশ্চিমাদের পরিকল্পবা ও অর্থায়নে বাংলাদেশে চলছে এলজিবিটি এজেন্ডার প্রচার ও প্রসার। এমন আরও অনেকটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটছে, তার অল্প কিছু আমরা তুলে ধরছি,

- ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ নামে একটি এলজিবিটি সংগঠনের সদস্য কামাল হোসেন শিশির ওরফে তাসনুভা আনাম ইলগা নামের আন্তর্জাতিক এলজিবিটি সংগঠনের বোর্ডের সদস্য হয়েছে।[27] নিজেকে এখন ট্র্যান্সজেন্ডার নারী পরিচয় দেয়া কামাল হোসেন অতীতে কাজ করেছে সমকামী পুরষদের সংগঠন রূপবান, অবয়ব (বয়েস অফ বাংলাদেশ), এবং বন্ধু-এর সাথে।[28] বাংলাদেশের মার্কিন দূতাবাসের ফেইসবুকে পেইজে লেখা হয়েছে, তাসনুভাকে নিয়ে গর্বিত মার্কিন দূতাবাস।

NB News Bangla24.com

তাসনুভাকে নিয়ে গর্বিত আমেরিকান দূতাবাস

শিপন আলী, ঢাকা

১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ১৮:০০ | আপডেট: ১৩ এপ্রিল, ২০২২ ১৮:৫৪

দূতাবাসের অভিনন্দনবার্তায় লেখা হয়েছে, ‘প্রথম বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে মর্যাদাপূর্ণ প্লিৎজ নিউ ইয়র্ক সিটি ফ্যাশন উইকে র‍্যাম্পে হেঁটেছেন তাসনুভা আনান শিশির। বাংলাদেশি ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে টেলিভিশনে সংবাদ পাঠের মধ্য দিয়ে এরই মধ্যে

- ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে ট্র্যান্সজেন্ডার স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র খোলা হয়েছে কেয়ার বাংলাদেশের অর্থায়নে।

হাসপাতাল স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ট্র্যান্সজেন্ডার কোটা চালু করা হয়েছে
- নির্বাচন কমিশনের ভোটার আইডি সংশোধন ফর্মে ‘ট্র্যান্সজেন্ডার’ শব্দ যুক্ত করা হয়েছে

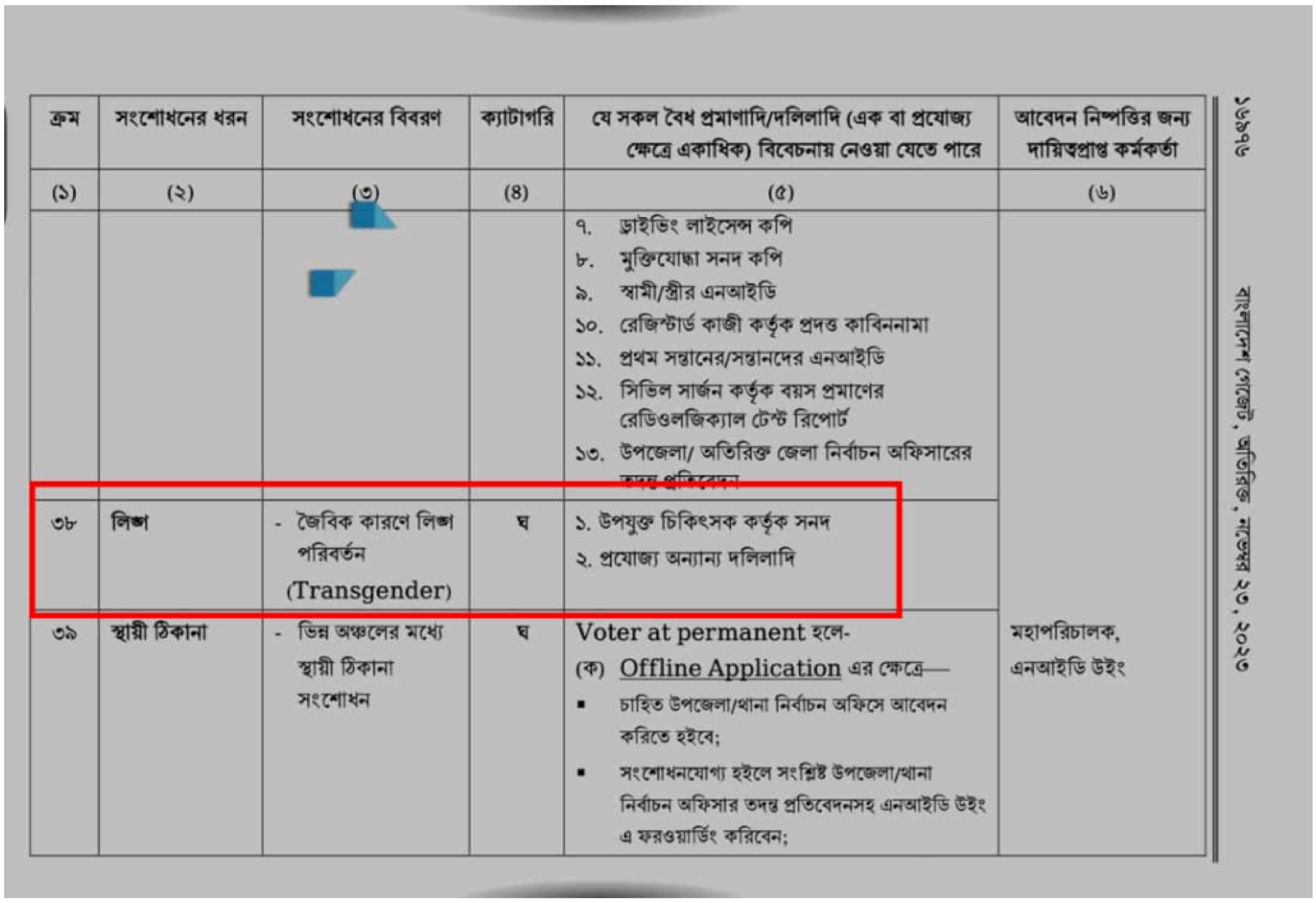

ক্রম	সংশোধনের ধরন	সংশোধনের বিবরণ	ক্যাটাগরি	যে সকল বৈধ প্রমাণাদি/দলিলাদি (এক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক) বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে	আবেদন নিষ্পত্তির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
				৭. ড্রাইভিং লাইসেন্স কপি ৮. মুক্তিযোদ্ধা সনদ কপি ৯. স্বামী/স্ত্রীর এনআইডি ১০. রেজিস্টার্ড কাজী কর্তৃক প্রদত্ত কাবিননামা ১১. প্রথম সন্তানের/সন্তানদের এনআইডি ১২. সিভিল সার্জন কর্তৃক বয়স প্রমাণের রেডিওলজিক্যাল টেস্ট রিপোর্ট ১৩. উপজেলা/ অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন অফিসারের তদন্ত প্রতিবেদন	
৩৮	লিঙ্গ	- জৈবিক কারণে লিঙ্গ পরিবর্তন (Transgender)	ঘ	১. উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক সনদ ২. প্রযোজ্য অন্যান্য দলিলাদি	
৩৯	স্থায়ী ঠিকানা	- ভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থায়ী ঠিকানা সংশোধন	ঘ	Voter at permanent হলে- (ক) Offline Application এর ক্ষেত্রে— ▪ চাহিত উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসে আবেদন করিতে হইবে; ▪ সংশোধনযোগ্য হইলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার তদন্ত প্রতিবেদনসহ এনআইডি উইং এ ফরওয়ার্ডিং করিবেন;	মহাপরিচালক, এনআইডি উইং

- বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ফর্মে নারী ও পুরুষের সাথে ট্র্যান্সজেন্ডার ঘর যুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় লিঙ্গ ব্যবহার করা হয়নি।
- ব্র্যাকের তৈরি কমিউনিটি অর্গানাইযেইশান বিশাল বাজেট নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে ‘সমতা’ এর বয়ান দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তার ব্যানারে থাকা এলজিবিটি প্রতীক এবং অন্যান্য আরও বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে।[29]

CHANNEL 24
সব সময়। সব দিকের। সব খবর

ব্র্যাকের সমতন্ত্রের পোস্টারে এলজিবিটির প্রতীক, সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

মুহিব্বুল্লাহ, খুবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত : ১৩:৩৭, ২৭ জুলাই ২০২৩ | আপডেট: ১৩:৪১, ২৭ জুলাই ২০২৩

ছবি: ক্যাম্পাস প্রতিনিধি

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের সহযোগিতায় ব্র্যাকের কার্যক্রম `সমতন্ত্র` এর আয়োজিত অনুষ্ঠানের পোস্টারে লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডারের (এলজিবিটি) চিহ্ন প্রচারের অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামের পোস্টারে এলজিবিটি'র প্রতীকের বিষয়টি সামনে এলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায়।

- রাইট হিয়ার, রাইট নাও নামের একটি প্রতিষ্ঠান ইয়ুথ পলিসি ফোরামের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো ব্যবহার করে এলজিবিটির পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে ‘যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার’ এর ব্যানারে। এ প্রতিষ্ঠানটি ২০২৩ সালে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউয়ের জন্য প্রতিবেদন তৈরিতে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছিল।
- ২০২৩ এর এপ্রিলে জাতিসংঘের ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের ১০টি সমকামী সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে বয়েস অফ বাংলাদেশ। এখানে আবারও দণ্ডবিধির ৩৭৭ অনুচ্ছেদ বাতিলের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে যৌন বিকৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্যকে আইন করে নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে কোন ধরনের শারীরিক পরীক্ষা ছাড়া হিজড়া ও ট্র্যান্সজেন্ডার হিসেবে পরিচয় দেয়ার সুযোগ করে দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে।[30]

উপসংহার:

শুরু থেকে বাংলাদেশে এলজিবিটি কার্যক্রম চলছে একটি পশ্চিমা প্রকল্প হিসেবে। যেখানে এনজিও-রা পশ্চিমাদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। এদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছে কিছু সুবিধাবাদী মধ্যস্বত্বভোগী লোকজন, কিছু পশ্চিমা দালাল, কিছু সমকামী অ্যাক্টিভিস্ট।

পশ্চিমাদের ফান্ডিং নিয়ে তাদের এনজিও-গুলো কিছু ‘গবেষণা’ করেছে। পশ্চিমাদের দেয়া অনুদানের টাকায় কিছু বিকৃতকামী লোকজন সংগঠন বানিয়ে ওয়ার্কশপ, ফ্যাশন শো টাইপের কিছু কাজ করেছে। আবার এগুলোর ছবি আর রিপোর্ট দেখিয়ে পশ্চিমারা দাবি করেছে ‘বাংলাদেশের সমকামীরা অধিকার চায়’। এটা একটা চক্রাকার প্রক্রিয়া।

সমাজের মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য একেক সময় এনজিওগুলো একেক শব্দ আর পরিভাষা ব্যবহার করেছে, কিন্তু মূল এজেন্ডা থেকেছে অপরিবর্তিত – বিকৃত যৌনতার বৈধতা ও সামাজিকীকরণ। এলজিবিটি এজেন্ডার বাস্তবায়ন। আর এলজিবিটি এজেন্ডা হল নব্য উপনিবেশবাদ। যৌন এবং আদর্শিক উপনিবেশবাদ। পুরনো উপনিবেশবাদ নিয়ন্ত্রন করতো আমাদের অর্থনীতি, ভূখণ্ড আর সম্পদকে। নতুন উপনিবেশবাদ নিয়ন্ত্রন করতে চায় আমাদের সমাজ, চিন্তা ও আচরণকে।

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল মিশনারী অ্যাক্টিভিটি। কোন জায়গায় ঘাঁটি গাড়ার সময় কলোনিয়ালরা সাথে করে মিশনারীদের নিয়ে যেতো। খাদ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য দেয়ার নাম করে মিশনারীরা মূলত ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতো। উপনিবেশবাদী অফিসার আর ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ব্যক্তিগত জীবনে খুব একটা ধার্মিক ছিল না। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেছিল, নেইটিভরা মিশনারীদের দাওয়াহ গ্রহণ করতে শুরু করলে তাদের নিয়ন্ত্রন করা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়।

উপনিবেশবাদ আর মিশনারীদের এই অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আজও টিকে আছে। শুধু খ্রিষ্টান মিশনারীর বদলে এসেছে লিবারেল মিশনারী এসেছে। আজকের উপনিবেশবাদীরা তার বাপ-দাদার মতো লক্ষ্য করেছে কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিবারেল-সেক্যুলার ওয়ার্ল্ডভিউ/আকীদাহ প্রচলিত হয়ে গেলে সেই জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রন করা সহজ। আজকের উপনিবেশবাদ তাই বিশ্বজুড়ে এক বিশাল লিবারেল মিশনারী বাহিনী গড়ে তুলেছে-এনজিও, অ্যাকটিভিস্ট, কালচারাল আর ইয়ুথ আইকন ইত্যাদি দিয়ে।

বাংলাদেশেও এমন লিবারেল মিশনারীরা কাজ করছে। অনেক দিন ধরে। এদের কাজ হল পশ্চিমের আকীদাহ আর বিকৃতিকে সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা। দাসত্বকে স্বাধীনতা হিসেবে দেখানো। পশ্চিমের আকিদাহর দাওয়াহ দেয়া। দুঃখের ব্যাপার হল লিবারেল মিশনারীদের তাদের সত্যিকার নাম ও পরিচয়ে ডাকার বদলে আমাদের সমাজ তাদের আইকন বানিয়ে মাথার ওপর তুলে রেখেছে।

শত্রুপক্ষ জানে রাতারাতি জনমত বদলে ফেলা যাবে না। সেটা তাদের উদ্দেশ্যও না। তাদের উদ্দেশ্য ছোট ছোট পরিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজের মূল্যবোধকে পাল্টে দেয়া। হঠাৎ করে বড় পরিবর্তন সমাজে উপর চাপিয়ে দিতে চাইলে সেটা ব্যাকফায়ার করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় পরিবর্তনটা উপস্থাপন করা হয় তখন এক পর্যায়ে গিয়ে সমাজ তা মেনে নেয়। যদি এইভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অত্যন্ত অন্ধকার এক ভবিষ্যৎ।

আমাদের নিজেদের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, দ্বীনের স্বার্থে সমাজবিধ্বংসী এই এলজিবিটি এজেন্ডার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। এখানে আপসের সুযোগ নেই, উদাসীনতা সুযোগ নেই, সুযোগ নেই নিস্ক্রিয় থাকা। প্রকৃত অর্থেই এটা আমাদের সমাজ বাচানোর প্রশ্ন, অস্তিত্ব টেকানোর প্রশ্ন।

সবাই এ বিষয়ে সতর্ক ও সক্রিয় হতে হবে। আমি অনুরোধ করবো, আপনারা বিষয়গুলো জানুনুন, বুঝুন এবং অন্যকে জানান। সচেতন হোন, অন্যকে সচেতন হোন। সক্রিয় হোন। যদি এ লেখাটি উপকারী মনে করেন তাহলে এটি যথাসম্ভব শেয়ার করুন। লেখার কোন তথ্যের ব্যাপারে আপত্তি বা খটকা থাকলে মূল উৎস থেকে চেক করুন।

শেষ করি পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত দিয়ে। আমার মনে হয়েছে এই পুরো আলোচনার শেষ কথা হল এই আয়াতগুলোঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

মূসা বললেন, ‘হে আমাদের রব! আপনি তো ফির’আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়ার জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছেন, হে আমাদের রব! যা দ্বারা তারা মানুষকে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করছে। হে আমাদের রব! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করুন, আর তাদের হৃদয় কঠিন করে দিন, যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে।’

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিলেন, ‘আপনাদের দুজনের দো’আ কবূল হল, কাজেই আপনারা দৃঢ় থাকুন এবং তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই।

* * *

[1] ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১০, ২০২২

https://www.newsbangla24.com/news/182775/The-law-is-to-protect-transgender-people

[2] দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা: খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩

https://www.ittefaq.com.bd/669275/সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

[3] CNN, Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump, 2023

https://edition.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html

[4] 5 Ways USAID Promotes LGBTQI+ Inclusion Around the World,

https://medium.com/usaid-2030/5-ways-usaid-promotes-lgbtqi-inclusion-around-the-world-dd665506c7ab

[5] Fact Check: DeSantis dings Biden for pro-LGBT aid to Bangladesh that began under Trump

https://edition.cnn.com/2024/01/12/politics/fact-check-ron-desantis-aid-to-bangladesh/index.html

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XRQS.pdf

New Age, SHOMOTA project for gender diverse populations launched, 2023,

https://www.newagebd.net/article/202998/shomota-project-for-gender-diverse-populations-launched

[6] Bandhu Annual Report 2022, Note from Chairperson and Executive Director, p- 6

[7] Bandhu Annual Report 2021, p 32

[8] ট্রান্সজেন্ডারদের সুরক্ষায় হচ্ছে আইন, নিউজবাংলা ২৪, মার্চ ১০, ২০২২

[9] ট্র্যান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আইন দ্রুত পাশ হবে, সাম্প্রতিক দেশকাল, সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৩

https://shampratikdeshkal.com/bangladesh/news/2309123862/ট্র্যান্সজেন্ডার-ব্যক্তির-অধিকার-সুরক্ষায়-আইন-দ্রুত-পাশ-হবে

[10] দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পত্তিতে অধিকার পাবেন ট্রান্সজেন্ডার সন্তানরা: খসড়া চূড়ান্ত, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সুরক্ষা আইন, ০৫ ডিসেম্বর ২০২৩
https://www.ittefaq.com.bd/669275/সম্পত্তিতে-অধিকার-পাবে-ট্রান্স-জেন্ডার-সন্তানরা

[11] বইয়ের লিংক

[12] বইয়ের লিংক বা স্ক্রিনশট

[13] Bandhu Annual Report 2021, p 28

[14] Ibid

[15] Bandhu Annual Report 2022, p 7

[16] Ibid, p 9

[17] Sabina, Nazme. Religious Extremism and Comprehensive Sexual and Reproductive Health and Rights in Secondary and High Secondary Education in Bangladesh: Building New Constituencies for Women's Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR): Interlinkages Between Religion and SRHR. Naripokkho, 2016.

[18] SIDA: The Swedish International Development Cooperation Agency, সুইডেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, https://www.sida.se/en

ARROW: Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women, আঞ্চলিক নারীবাদি এনজিও, https://arrow.org.my

[19] Sabina 2016, Religious Extremism

[20] Islam, Kuhel Faizul, Gazi Sakir Mohammad Pritom, and Nadia Farnaz. "A Review Report On Comprehensive Sexuality Education In Bangladesh." (2018). p 16

[21] Ibid, p 18

[22] Universal Periodic Review of Bangladesh, 44th Session, November 2023. Report submitted by: The Asian Pacific Resource & Research Centre for Women (ARROW). On behalf of Right Here Right Now and the Sexual Rights Initiative, p 4

PDF: https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-11/JS8_UPR44_BGD_E_Main.pdf

[23] Ibid

[24] Ibid, p 12, 13

[25] Hossain, Adnan. "Section 377, same-sex sexualities and the struggle for sexual rights in Bangladesh." Austl. J. Asian L. 20 (2019): 115.

“To adhere to our value of inclusiveness and since BoB is now widely known as an LGBTQ rights organisation, we felt the need to change the name to reflect this and it shall soon be called Oboyob which means shape, or outline”.

LSE Blogs, “All we want to do is fit in. To be accepted. To be part of the group”: Discussing LGBTQ rights in Bangladesh, 2018.

PDF link: https://eprints.lse.ac.uk/91042/1/Bowers_All-we-want-to-do_Author.pdf

[26] Dhaka Tribune, 23 Bangladeshi changemakers selected for prestigious Acumen Fellowship Program, 2020

https://www.dhakatribune.com/feature/198316/23-bangladeshi-changemakers-selected-for

https://www.thedailystar.net/city/23-get-acumen-fellowship-1852147

[27] যুক্তরাষ্ট্রের ইলগা ওয়ার্ল্ডের বোর্ড সদস্য হলেন বাংলাদেশি তাসনুভা আনান, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ জুন ২০২২
https://www.jugantor.com/exile/562342/যুক্তরাষ্ট্রের-ইলগা-ওয়ার্ল্ডের-বোর্ড-সদস্য-হলেন-বাংলাদেশি-তাসনুভা-আনান

https://www.facebook.com/inclusivebangla/videos/1719156641815658/

[28] Daily Observer, First transgender woman to appear as news presenter on TV channel tomorrow, 2021, https://www.observerbd.com/news.php?id=302320

[29] ব্র্যাকের ‘সমতন্ত্র’ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে: বেরোবি ভিসি
https://thedailycampus.com/public-university/128806/ব্র্যাকের-সমতন্ত্র-নিয়ে-নতুন-করে-বিতর্ক-সৃষ্টি-হতে-পারে-বেরোবি-ভিসি

ব্র্যাকের সমতন্ত্রের পোস্টারে এলজিবিটির প্রতীক, সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভ শিক্ষার্থীদের

https://www.channel24bd.tv/channel24-campus/article/165567/সমতন্ত্রের-পোস্টারে-এলজিবিটির-প্রতীক-সামাজিক-মাধ্যমে-ক্ষোভ-শিক্ষার্থীদের

[30] Universal Periodic Review of Bangladesh 44th Session, April 2023. Report submitted by: Boys of Bangladesh (BoB)

https://www.upr-info.org/sites/default/files/country-document/2023-11/BoB_UPR44_BGD_E_Main.pdf